# দুর্যোগের দীপ্তি

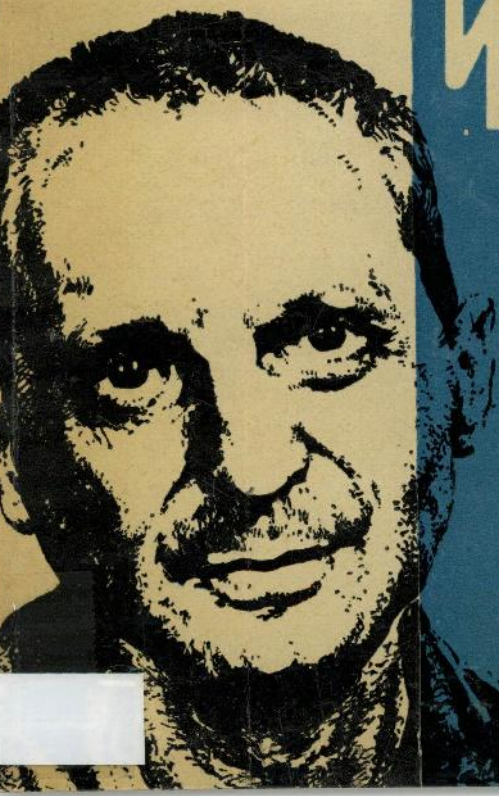

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নিরাপদে পশ্চিমে এসে পৌঁছানো পর্যন্ত যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একজনকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। তিনি Rev. Stuart Harries, European Christian Mission-এর অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে British Mission to the Communist World-সংস্থার সভাপতি। এই সংস্থা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সুসমাচার প্রচার এবং গোপনে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি বিতরণের কার্যে নিযুক্ত। গুপ্ত খ্রীষ্টীয়-কর্মী ও তাঁদের দুর্গত পরিবারদের সাহায্য-দানও এই সংস্থার একটি কাজ। অনেক রাত্রে সেদিন আচার্য হ্যারিস আমার বুখারেষ্টের ছোট ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হন। জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আমি পরিবারসহ এখানেই বাস করছিলাম। তিনিই সর্বপ্রথম পশ্চিম দেশের সংবাদ আমাদের কাছে নিয়ে আসেন: সে দেশের খ্রীষ্টীয়ানেরা আমাদের ভোলেনি—প্রতিদিনই প্রার্থনায় আমাদের তাঁরা স্মরণ করেন এবং অগণিত দুর্গত ও দুঃস্থ পরিবারের জন্য প্রথম সাহায্য-সম্ভার নিয়ে আসেন। তাঁদের অনেকে এবং আমি নিজে এজন্য তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

# দুর্যোগের দীপ্তি

[ অবর্ণনীয় পীড়ন ও যন্ত্রণার মধ্যেও বিশ্বাসের দিব্যদ্যুতি ]

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

সংক্ষিপ্তানুবাদ

হেমেন্দ্র মল্লিক

প্রকাশক

VOICE OF THE MARTYRS

P. O. Box. 9132

Bombay-25

INDIA

# In God's Underground

## Bengali Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global
Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication **may not be sold, and is for free distribution** only.

# উৎসর্গ

ঈশ্বরের কার্যে
কম্যুনিষ্টদের কবলে
অশেষ যন্ত্রণায়
যাঁরা অকুতোভয়ে
জীবন বিসর্জন করেছেন
সেই সকল
পরম শ্রদ্ধেয় সাক্ষ্যমর ও
খ্রীষ্টিয় শহীদদের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

**রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড**

J.T.T.C.W., INC.
VOICE OF THE MARTYRS
Rev. Richard Wurmbrand
General Director
P.O. Box 11
Glendale, Ca. 91209

# ভূমিকা

আমি একজন লুথারেন পুরোহিত।

আমি চৌদ্দ বৎসরের অধিককাল কারাগারে যাপন করেছি—আমার খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য। কিন্তু অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে কারাবদ্ধ করলেই সে তার যন্ত্রণাময় কারা-কাহিনী প্রচার করবে—এটি আমি অপছন্দ করি। "City of the Sun" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা Companella যে ২৭ বৎসর কারাবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর ওপরে যে অকথ্য অত্যাচার হত এবং একবার ৪০ ঘণ্টা যাবৎ প্রেক-শলাকার বিছানায় তাঁকে লম্বিত রাখা হয়েছিল—সেকথা আমরা মধ্যযুগীয় জীবনী-লেখকদের মাধ্যমে পেয়েছি—গ্রন্থকারের নিজের কোন লেখা থেকে নয়।

কারাবাসের বৎসরগুলি আমার কাছে তেমন দীর্ঘ বলে মনে হয়নি। কেননা, কারাকক্ষেই আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, বিশ্বাস ও প্রেম ছাড়াও ঈশ্বরে অবস্থিতি করার একটা অতিরিক্ত আনন্দ ও সুখানুভূতি আছে। সে আনন্দ যেমন গভীর তেমনি অবর্ণনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে প্রথমেই বলতে চাই, দুই বৎসরাধিক পূর্বে কেন আমি পশ্চিমে চলে এলাম। ১৯৬৪ সালে যখন আমি জেল থেকে মুক্তি পাই, তখন, সেটা ঘটেছিল, পশ্চিমের সঙ্গে রুমানিয়ার জনপ্রিয় সাধারণতন্ত্রী সরকার একটা বন্ধুভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন বলেই। বাইরে আসার পরে, দেশের মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটি মণ্ডলীর ভার আমাকে দেওয়া হল। সভ্যসংখ্যা ৩৫ জনের স্থলে ৩৬ জন হলেই বিপদ হবে—এ কথাও বলে দেওয়া হল। কিন্তু এই সময়ে আমার বক্তব্য যথেষ্টই ছিল এবং বহুজনই আমার কথা শুনতে আগ্রহী ছিলেন। আমি গোপনে অন্যান্য গ্রামে ও শহরে প্রায়ই প্রচার করতাম এবং পুলিশের লোক সংবাদ পাওয়ার আগেই চলে আসতাম। ক্রমে যে সকল পুরোহিত আমাকে

সাহায্য করতেন, সরকার থেকে তাঁদের পদচ্যুত করা হতে লাগল এবং গোপন অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায়ের ফলে অন্য অনেকেও ধৃত ও দণ্ডিত হতে থাকল। যাদের সেবা ও সাহায্যে আমি ব্রতী ছিলাম, তাদের অমঙ্গল ও বিপদেরই কারণ আমি হয়ে উঠলাম।

এই সময়ে বন্ধুরা আমাকে পরামর্শ দিলেন যেন দেশত্যাগের চেষ্টা আমি করি, যাতে পশ্চিমের শহরে শহরে আমি রুমানিয়ার গুপ্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর কথা খোলাখুলি বলতে পারি। পশ্চিমী মাণ্ডলিক নেতাদের বিবৃতি থেকে সহজেই বুঝা যেত যে অনেকেই জানতেন না—ধর্মীয় ব্যাপারে কম্যুনিষ্টরা কতখানি অত্যাচার করত। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে মণ্ডলীর প্রতিনিধিরা অতিথিরূপে পরিদর্শনে আসতেন এবং আমাদের অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারীদের সঙ্গেই ভোজসভায় যোগদান করতেন। তাঁরা বলতেন, খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে সকলের সঙ্গেই, এমন কি, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গেও আমাদের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ভাল কথা, কিন্তু জেলের মধ্যে যেসব প্রচারক ও পুরোহিত মৃত্যুবরণ করেছেন —তাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও কি তাঁরা দরকার মনে করতেন না?

ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ ১৯৬৫ সালে এলেন এবং একটি উপাসনায় যোগদান করলেন। Dr. Ramsey জানতে পারলেন না যে, সেদিন উপাসনায় উপস্থিত সকলেই সরকারী কর্মচারী তাঁদের পরিবারভুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ। এঁরা প্রতিবারেই বিদেশী অতিথিদের সম্মুখে গীর্জার খ্রীষ্টান সভ্যরূপে উপস্থিত হয়ে থাকেন! এঁরা ফিরে যাওয়ার পরে আমরা খবরের কাগজে দেখতাম রুমানিয়ার ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা। একজন ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ ঘোষণা করলেন যে, খ্রীষ্ট নিজেও কম্যুনিষ্টদের কারা-শাসনপদ্ধতির প্রশংসা করবেন!

ইতিমধ্যে আমার প্রচারের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হল। সন্দেহ-

ভাজনদের তালিকায় আমার নাম উঠলো এবং আমার পিছনে সর্বদাই চর লেগে রইল। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমাকে পারিবারিক প্রার্থনায় আহ্বান জানাতেন। এই সময়ে একজন আমাকে তাঁর বাড়ীতে প্রার্থনার জন্য গোপন আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেন। আমি সেখানে এসে দেখলাম – বাড়ীতে তিনি একা-ই উপস্থিত। তিনি বললেন, প্রার্থনা নয়, আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্যই আহ্বান করেছি।

আমি বুঝতে পারলাম যে, এই লোকটি পুলিশেরই প্রতিনিধি। তিনি বললেন, আপনার নামে টাকা এসে গেছে। সম্ভবতঃ আপনি অবিলম্বেই দেশত্যাগ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অনেকেই সে বিষয়ে বেশ চিন্তিত। আপনি স্পষ্টবক্তা. এবং সদ্য কারামুক্ত। সেজন্য বন্ধুরা বলছেন—আরও কিছুদিন আপনাকে এখানে রাখা ভাল। অথবা আপনার পরিবারের কারো জামিনস্বরূপ এখানে কিছুদিন থাকা উচিত। আপনার মুক্তি অবশ্যই বিনা সর্তে হবে ··

আমি তাঁকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলাম না। পশ্চিমের খ্রীষ্টীয় সংস্থা-গুলি আমার মুক্তির জন্য আড়াই হাজার পাউণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। বিশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি বিক্রয় করে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি এই সময়ে বৈদেশিক অর্থ আইন করত। ইস্রায়েলের নিকটে যিহুদীদের বিশ হাজার টাকায় এবং জার্মানদের পশ্চিম জার্মানীর কাছে বিক্রয় করা হত। বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের মূল্য হয়েছিল মাথা পিছু লক্ষ টাকা!

এরপর আমাকে পুলিশ দপ্তরে ডেকে পাঠান হল। একজন অফিসার বললেন, আপনার ছাড়পত্র (Passport) প্রস্তুত। যখন ইচ্ছা আপনি যেতে পারেন, যত ইচ্ছা প্রচার করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বলবেন না। সুসমাচার প্রচার করুন। না হলে, আপনাকে চুপ করিয়ে

দেওয়া হবে। হাজার ডলার দিলেই আপনাকে হত্যা করার জন্য মার্কিন গুণ্ডা অনায়াসেই পাওয়া যাবে। অথবা আপনাকে পাকড়াও করে ফিরিয়েও আনতে পারি, যেমন আরও অনেককে আনা হয়েছে। পশ্চিমে আপনার সুনাম ও প্রতিপত্তি আমরা রমণী ও অর্থ-ঘটিত কেলেঙ্কারীর ঘটনায় অনায়াসে বিনষ্ট করে দিতে পারি। যাক্—আর কিছু বলবার নেই।

এই-ই হল আমার নিঃসর্ত মুক্তি!

পশ্চিমে এলাম। ডাক্তাররা আমাকে পরীক্ষা করলেন। একজন বললেন—একটা চালুনির চেয়েও আপনি ঝাঁজরা হয়ে গেছেন দেখছি! বিনা চিকিৎসায় আমার হাড় ও মাংসের বিপজ্জনক পীড়া এবং T. B. সেরেছে একথা তিনি বিশ্বাস করতেই চাইলেন না।

গুপ্ত মণ্ডলীর জন্য আমার নতুন পৌরোহিত্য কাজ আরম্ভ হল। নরওয়ের মিশন কর্মীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। যেদিন আমি তাদের মণ্ডলীতে উপাসনা গ্রহণ করলাম, সেদিন সম্মুখের সারির একটি স্ত্রীলোক সর্বক্ষণই কাঁদতে থাকলেন। উপাসনার শেষে তিনি নিকটে এসে বললেন, বহু বৎসর পূর্বে আপনার কথা শুনে আমি দিনের পর দিন আপনার জন্য প্রার্থনা করেছি। আজ কে উপাসনা করবেন তা না জেনেই আমি গির্জায় এসেছি। আপনার কথা শুনতে শুনতেই বুঝতে পারলাম—আপনি কে! সেই জন্যই কাঁদছিলাম।

ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মণ্ডলী ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে—আমার কথা শুনে তাঁরা আন্দোলিত ও বিব্রত হলেও বিশ্বাস করতেন না যে, প্রকৃতই কোন বিপদ দিনে দিনে ঘনিয়ে উঠছে! তাঁরা বলতেন, "আমাদের এদিকে কম্যুনিজমের চেহারা অন্যরকম। এদের সংখ্যা নগণ্য এবং এদের অনিষ্ট ক্ষমতাও তুচ্ছ।" রুমানিয়াতে আমরাও প্রথমে এইরকম ভাবতাম—যখন ওদের দলের আকৃতি ছোট

ছিল। পৃথিবীতে আজ এই রকম ছোট ছোট কম্যুনিষ্ট দল অসংখ্য আছে এবং এরা সকলেই কাজ করছে এবং অপেক্ষায় আছে। বাঘের বাচ্ছা যখন ছোট থাকে তখন তার সঙ্গে খেলাও করা যায়, কিন্তু বড় হলে সে নর-খাদক হয়ে ওঠে।

বুখারেষ্টের গোয়েন্দা পুলিশের মতন পশ্চিমেও বহু মাণ্ডলিক নেতা আমাকে কেবল সুসমাচার প্রচার নিয়ে থাকতে বলেছেন, কম্যুনিজমের সমালোচনা করার দরকার নেই। কিন্তু অন্যায় হলে সেটাকে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। ফরিশীদের যীশু সর্পের বংশ বলেছিলেন এবং সেইজন্যই ক্রুশে হত হয়েছিলেন, পার্বতীয় উপদেশ-বাণীর জন্য নয়।

কম্যুনিষ্টদের মানুষ হিসাবে আমি ভালবাসি বলেই কম্যুনিজমের নিন্দা করি। কম্যুনিষ্টদের ভ্রান্ত আত্মাকে উদ্ধার ও সাহায্য করা খ্রীষ্টান মাত্রেরই কর্তব্য। এটি করতে না পারলে ওরা পশ্চিম দেশগুলিকে দখল এবং খ্রীষ্টধর্মকে উৎখাত করবেই। ওদের বাঁচাতেই হবে এবং তার জন্য ঈশ্বর নিশ্চয়ই কাউকে পাঠাবেন। মিশর থেকে যীহুদীদের বাঁচাবার জন্যও ঈশ্বর মোশিকে পাঠিয়েছিলেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান-ঘাতক ষ্টালিনের কন্যা, শ্বেতলানা, সমস্ত বাল্যকাল কম্যুনিজমের নিয়ম-শৃঙ্খলায় যাপন করেও যে অন্য মতাবলম্বী হলেন—তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, আণবিক অস্ত্রাদির অপেক্ষাও কম্যুনিজম ধ্বংসের অধিক শক্তিশালী অস্ত্র আছে—খ্রীষ্টীয় প্রেম।

**রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড**

## ॥ ১ ॥

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮। আমার জীবনের প্রথমার্ধ সমাপ্ত।

বুখারেষ্টের রাজপথে সেদিন একাকী হেঁটে চলেছি, এমন সময়ে একটা কালো রং-এর ফোর্ডগাড়ী সহসা আমার নিকটে এসে ব্রেক কষলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক লাফিয়ে বাইরে এল এবং দুই পাশ থেকে আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে গাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। গাড়ীর পিছনের সীটে ওদের মাঝখানে বসতে বসতেই দেখি, সামনে চালকের পাশের লোকটি পিস্তল লক্ষ্য করে আছে আমার দিকে।

রবিবার অপরাহ্ণের রাস্তা দিয়ে গাড়ীখানা দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো এবং অবশেষে পার্শ্ববর্তী আর একটি রাস্তায় বড় লোহার গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে গেট বন্ধ হওয়ার শব্দও আমার কানে এল।

ওরা কম্যুনিষ্ট গোয়েন্দা পুলিশের লোক। আমাকে ধরে আনা হল ওদেরই কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে। এখানে একে একে আমার কাগজপত্র, আমার সঙ্গের জিনিষগুলি, আমার নেকটাই এবং অবশেষে আমার নামও তারা কেড়ে নিল। ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দাটি বললে, হ্যাঁ, মনে রাখবেন, আপনার নাম আজ থেকে—"ভ্যাসিলি জর্জেস্কু"।

খুবই সাধারণ একটি নাম। সরকারী কর্তৃপক্ষ চান না যে, নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা আমার প্রকৃত পরিচয় জানুক। কেননা, বাইরের জগতে আমার প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি আছে—কোন আন্দোলন হতে পারে। অন্য অনেক বিরুদ্ধবাদী বন্দীর মত আমিও আজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলাম, সূত্র-সন্ধান-হীন হয়ে গেলাম।

"Calea Rahova"—এই নূতন কারাগারের নাম এবং আমিই এখানে প্রথম রাজনৈতিক বন্দী। কিন্তু বন্দীত্বের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম নয়। হিটলারের নাৎসীশাসনের দিনে, যুদ্ধের সময়েই আমি তাদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম, আবার, কম্যুনিষ্টদের অধীনেও সে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। কারাকক্ষের শক্ত কংক্রীটের দেওয়ালে অনেক উঁচুতে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। দু'খানা তক্তা জোড়া দেওয়া বিছানা এবং ঘরের কোনায় একটি বালতি। বসে বসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম—কখন আমার জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়, ভাবতে লাগলাম সম্ভাব্য জেরা এবং তার উত্তর সম্বন্ধে।

ভয় কাকে বলে আমি ভালই জানি। তবে, এই মুহূর্তে আমার তা মনে হচ্ছিল না। এই গ্রেফতার এবং পরবর্তী ঘটনা—সমস্তই আমার প্রার্থনার উত্তর বললেও হয়। আমার আন্তরিক আশা যে এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের একটা নূতন সার্থকতা ও পূর্ণতা এনে দেবে। আমি এখনও জানি না যে আমার সামনের দিনগুলির অজানা সম্ভাবনার মধ্যে আমার জন্য কি আছে।...

॥ ২ ॥

বাড়ীতে বাবার একটা বই ছিল। ছেলেদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন গঠনের জন্য—আইনজ্ঞ, চিকিৎসক, সৈন্য-বিভাগের পদ ইত্যাদির জন্য বইখানিতে প্রচুর পরামর্শ ও নির্দেশ ছিল। আমি যখন পাঁচ বছরের, সেই সময়ে একদিন বাবা বইখানি খুলে আমার বড় ভাইদের দেখিয়ে জানতে চাইলেন, ভবিষ্যতে তাদের ইচ্ছা কি? তারা সকলেই উত্তর দেওয়ার পরে বাবা আমাকে বললেন, তুমি কি হবে—রিচার্ড?

বাবার হাতের বইখানার নামটি দেখলাম:

"General Guide to the Professions"—এবং ক্ষণকাল চিন্তা করেই আমি বললাম, আমি বড় হলে General Guide হবো বাবা।

পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেছে। এর চৌদ্দ বৎসর জেলখানায়। বাল্যকালের সেই কথাগুলি আমার প্রায়ই মনে জেগে ওঠে। লোকে বলে, শৈশবকালেই নাকি আমাদের মধ্যে ভবিষ্যতের বীজ রোপিত হয়। আজ মনে হয়, আমার বর্তমান জীবন-ভূমিকায় "General Guide" ভিন্ন অন্য কোন নামই আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, আমার যীহুদি পিতামাতা অথবা আমার নিজের কোনদিনই ইচ্ছা বা চিন্তা ছিল না যে, ভবিষ্যতে আমি খ্রীষ্টীয়ান পুরোহিত হবো। আমার নয় বছর বয়সে বাবা মারা যান এবং আমাদের পরিবারে দারুণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয়। আমার লেখাপড়াও ভাল হয়নি। কিন্তু বাড়ীতে আমাদের অনেক বই ছিল। দশ বৎসর বয়স হওয়ার মধ্যেই সেই সমস্ত বই আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। আমার পরম শ্রদ্ধেয় লেখক ভলটেয়ারের মত আমিও ঘোর নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু, ধর্ম-বিশ্বাস আমার কৌতূহলের বিষয় ছিল। সময়ে সময়ে Orthodox ও Roman Catholic গীর্জার উপাসনাদি লক্ষ্য করতাম। একদিন একটি সিনাগগে পীড়িত কন্যার জন্য একজনকে আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করতে দেখি। কিন্তু পরদিনই সেই মেয়ে মারা পড়ে! সিনাগগের রব্বিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অমন কান্নাভরা প্রার্থনাও তোমাদের ঈশ্বর শুনলেন না? রব্বি মহাশয় নীরবেই মাথা নাড়ালেন।

এমন উদাস ও নিষ্ঠুর কোন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আরও অবিশ্বাস ছিল যে, সেই ঈশ্বরই নাকি উত্তম-শ্রেষ্ঠ একজনকে আমাদের উদ্ধারের জন্য জগতে পাঠিয়েছিলেন!

বড় হয়ে আমি রাজধানী বুখারেষ্টের বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম। পঁচিশ বছর বয়সের বহু আগেই আমার অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়ে উঠল। প্রচুর টাকা আমার থাকত সর্বদাই এবং আমিও সে টাকা সিনেমা-থিয়েটার ও মেয়েদের পেছনে যথেচ্ছ খরচ করতাম। বুখারেষ্টের নামই ছিল "ছোট প্যারিস", সুতরাং টাকা খরচ করার বহু দুর্নীতির পথ আমার খোলা ছিল। কে কি বলবে—বা পরে কি হবে সে চিন্তা আমার ছিল না। নিত্য নতুন আমোদ-আহ্লাদই ছিল আমার কামনার বিষয়। অনেকেই আমাকে তখন ঈর্ষা করত, কিন্তু আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ভারী অশান্তি ও দুঃখ হত। আমার মনে হত—কোন মূল্যবান বস্তুর আমি অপচয় করে চলেছি। বাজে ও তুচ্ছ জিনিষের পশ্চাতে আমি কোন দামী জিনিষের অপব্যবহার করছি।

ঈশ্বর যে নেই—তা আমি জানতাম। কিন্তু প্রায়ই ভাবতাম যেন অবস্থাটা অন্য রকম হলেই ভাল হত। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ও জীবন-যাপন সম্পর্কে কোন অর্থ ও যৌক্তিকতার জন্য আমার মন লালায়িত হত।

বিবাহের পরেও অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘোরা আমার বন্ধ হয়নি। সুখের পিছনে, আমোদের পিছনে ঘোরা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরকে আঘাত দেওয়া, ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে চলা—কিছুই আমি বন্ধ করিনি। কিন্তু, সাতাশ বছর বয়সের সময়, এই সকল কারণের জন্যই, আমার টি-বি দেখা দিল। এক সময়ে আমার প্রাণসংশয় পর্যন্ত হয়েছিল। কেননা, তখন টি-বি বাস্তবিকই অতি ভয়াবহ ব্যাধি ছিল। আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম। সুদূর পল্লী হাসপাতালে—সেই প্রথম আমি পূর্ণ বিশ্রাম ভোগ করলাম। শুয়ে শুয়ে আমি গাছপালার দিকে চেয়ে থাকতাম এবং আমার অতীত জীবনের কথা চিন্তা করতাম। নাটকের মর্মান্তিক দৃশ্যাবলীর মতন পুরাতন ঘটনাগুলি আমার মনের মধ্যে জেগে উঠতো। স্নেহময়ী মা আমার জন্য কাঁদতেন, আমার স্ত্রী কাঁদতো, কতগুলি নির্দোষ তরুণীও

সে সময় কেঁদেছিল। তাদের আমি প্রতারণা করেছি, কলঙ্কিত করেছি, পরিহাস এবং ছলনা করেছি। সবই অভিনয় ও আত্ম-প্রতারণা! হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি চোখের জলে ভাসতাম!

সেই হাসপাতালেই জীবনের প্রথম প্রার্থনা আমি উচ্চারণ করেছিলাম। একজন নিরীশ্বরবাদীর প্রার্থনা! কি সেদিন বলেছিলাম, তা সঠিক মনে নেই, তবে মর্মার্থটি এই প্রকার: আমি জানি ঈশ্বর, তোমার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যদি-ই বা তুমি থাকো, তোমার কর্তব্য হচ্ছে আমার কাছে প্রকাশিত হওয়া, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াবো না। তখন পর্যন্ত আমার সমস্ত জীবনদর্শন জড়বাদীতায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু আমার হৃদয় এতে সন্তুষ্ট ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে মানুষ কয়েকটি উপাদানের সমষ্টি মাত্র এবং মৃত্যুর পরে সে কয়েক প্রকার লবণ ও ধাতুতে পরিণত হয়। কিন্তু, আমার পিতার মৃত্যুর পরে এবং অন্যান্যদের সমাধি কৃত্যের পরে সকলকেই আমি মৃত ব্যক্তি রূপেই ভেবে এসেছি। আপন সন্তান, স্ত্রী অথবা আত্মীয়ের মৃত্যুতে কে-ই বা তাদের ধাতুসমষ্টির স্তূপ বলে ভাবতে পারে? মৃত আত্মীয়রা চিরদিন আমাদের মনের মুকুরে সেই ভালবাসার প্রিয় মূর্তি রূপেই জেগে থাকেন।

আমার হৃদয়ে এই সময়ে আত্মবিরোধিতার সীমা ছিল না। আমোদ আহ্লাদের আবহাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি অর্দ্ধনগ্ন বিলাসিনীদের সঙ্গে বাজনার তালে তালে মাতামাতি করেছি। অপর দিকে একা একা সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করতেও আমার ভাল লেগেছে, দারুণ শীতে, তুষারপাতের মধ্যেও। সে সময় আমার মনে কেবল একই চিন্তার উদয় হত। একদিন আমিও মারা পড়ব, আমার সমাধির ওপরেও তুষার ঝরবে। ওদিকে জীবিতেরা এখনকার মতই হাসবে, নাচবে, ও জড়াজড়ি করে ফুর্তি করবে। সে আমোদের ভাগী আমি হবো না, আমি তাদের

হয়তো চিনবোই না। আমার চিহ্নই তখন আর থাকবে না, আমার স্মৃতি পর্যন্ত উবে যাবে। তাহলে এই সব, এত হুটোপাটির অর্থ কি?

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নও ভাবতাম অনেক সময়ে। মনে হত, মানব সমাজ একদিন সকলের জন্যে মুক্তি, নিরাপত্তা ও প্রাচুর্যের সন্ধান পাবেই। কিন্তু, সকলেই যদি সুখী হয় কেউই তখন মরতে রাজী হবে না। বরং একদিন মরতে হবেই এই চিন্তায় তখন সকলেই আরো অসুখী বোধ করবে। মনে আছে, মারণাস্ত্র নির্মাণকারী লক্ষপতি ক্রাপ নিজে নাকি নিদারুণ মৃত্যু-ভীত ছিলেন। তাঁর সম্মুখে 'মৃত্যু' শব্দটি উচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল। একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনানোর অপরাধে তিনি তাঁর পত্নীকে ডাইভোর্স করেছিলেন। কামনা করার মতন সমস্ত কিছুই তাঁর ছিল, কিন্তু একদিন মরতে হবে, মাটির কবরের তলায় ধীরে ধীরে পচতে হবে—এই ভাবনায় তাঁর জীবনকালের সমস্ত সুখ শান্তি চরম অশান্তিতে পরিণত হয়েছিল।

সাহিত্য প্রীতির জন্য বাইবেল আমি পাঠ করেছিলাম, কিন্তু মন আমার কঠিন হয়ে উঠতো, যখনই ভাবতাম যে, বিপক্ষীয়দের "যদি খ্রীষ্ট হও, ঈশ্বরের সন্তান হও, তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস"—এই চ্যালেঞ্জের জবাবের পরিবর্তে তিনি মৃত্যুই বরণ করলেন!

মনে হত, বিপক্ষীয়েরাই ঠিক বলেছিল। কিন্তু তথাপি, কেন জানি না, আমার চিন্তা যেন সেই খ্রীষ্টের চারিধারেই ঘুরে বেড়াতো! অনেক সময়েই ভাবতাম, একবার আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারলে ভাল হত।

এই হাসপাতালে কয়েক মাস থাকার পরে, আমার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। ফলে আর একটি পার্বতীয় গ্রামের স্বাস্থ্যনিবাসে আমাকে পাঠানো হয়। এইখানে থাকার সময়ে একটি বৃদ্ধ ছুতার মিস্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এই বৃদ্ধটি আমাকে একখানি বাইবেল উপহার

দেয়। এটি সাধারণ একটি গ্রন্থ মাত্র ছিল না, একে সম্মুখে রেখে সেই মিস্ত্রী এবং তার স্ত্রী বহুদিন একত্রে আমার জন্য প্রার্থনা করেছিল।

স্বাস্থ্য-নিবাসের বড় আরামকেদারায় শুয়ে শুয়ে আমি নূতন নিয়ম পাঠ করতাম। মনে হত যেন যীশু আমার একান্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছেন। খাদ্য পানীয় নিয়ে যেমন করে পরিচারিকাটি আমার কাছে আসতো। কিন্তু, যীশুকে দেখলে বা জানলেই সকলের উদ্ধার হয় না। শয়তান ভাল ভাবে জেনেও আজও সে খ্রীষ্টভক্ত বা খ্রীষ্টান নয়। আমিও যীশুকে সে সময়ে বলতে চাইতাম, না, আমি আপনার শিষ্য হতে চাই না। আমি অর্থ চাই। ভ্রমণ এবং আনন্দ আমার কামনা। অনেক কষ্ট ভোগ করেছি আমি। আপনার ক্রুশের পথ সত্য পথ হলেও—আমি সে পথ চাই না!

আমার প্রায়ই মনে হত, কি জানি, তিনিও বুঝি উত্তর দিচ্ছেন আমাকে: আমার পথেই এস, ক্রুশকে ভয় কোরো না। দেখবে এই পথেই শ্রেষ্ঠতম আনন্দ আছে!

আমি পাঠ করতেই থাকতাম, কিন্তু চোখ আমার জলে ভরে আসতো! খ্রীষ্টের সঙ্গে আমার নিজের জীবনের আমি তুলনা করতাম। কত পবিত্র সেই জীবন এবং কত কলঙ্কিত এই জীবন! কত স্বার্থহীন সেই স্বভাব, কত লোভী ও স্বার্থপর এই ঘৃণিত স্বভাব! কত প্রেমময় সেই হৃদয়, কত ঈর্ষায় পূর্ণ এই হৃদয়!

আমার পুরাতন জীবনের দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা যেন এই নিশ্চিত ও সত্য জ্ঞানের সম্মুখে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করল। আমার হৃদয়ের গভীরতম গভীরে যেন খ্রীষ্টের সাড়া জাগলো, যেখানে আমার বিবেক বা অনুভূতি কোন দিনই পৌছায়নি। আমার কেবলই মনে হত, যদি তাঁর মতন মন আমার হত—তাহলে তাঁর মতই সিদ্ধান্ত আমি করতে পারতাম।

সেই পুরাতন চৈনিক গল্পের মানুষটির মতই তখন আমার অবস্থা! রোদে পুড়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বটগাছটির ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে করতে সে বলে উঠলো, ভাগ্য ভাল যে, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

কিন্তু বটগাছটি বলল, ভাগ্য আবার কোথায় এর মধ্যে? আমি তো চারশত বৎসর এইখানে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য!

সত্যই! সারা জীবনই খ্রীষ্ট আমার জন্য অপেক্ষা করেছেন। আজই দেখা হল আমাদের!

॥ ৩ ॥

আমার তরুণী পত্নী সাবিনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মাত্র ছয় মাস পূর্বে আমাদের বিবাহ হয়েছে।

বলা দরকার যে, সাবিনা কখনই আত্মিক উন্নতির বিষয় চিন্তা ভাবনা করেনি। এ ধরনের কথাবার্তা তার কাছে ভীষণ শোকাঘাতের মতন। সে রূপসী এবং তরুণী। বাল্যে সে বেশ বঞ্চিত জীবন যাপন করেছে। বিবাহের পরে খুব আনন্দময় ও বিলাসী জীবনের জন্য সে আগ্রহের সঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছিল এমন সময় তার সুখের ও আহ্লাদের দোসর হঠাৎ পুরোহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল। পরে সে আমাকে জানিয়েছিল যে, ঐ কথা প্রথমবার শোনার পরে, এমন কি আত্মঘাতী হওয়ার কথাও সে চিন্তা করেছিল!

সেদিন রবিবার। যখন বললাম, চল, আজ বৈকালের উপাসনায় যাই। সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। একটু পরে সে সিনেমায় যেতে চাইল।

বেশ ভাল, তাই চল। তোমাকে ভালবাসি আমি। তোমার

ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। একটার পর একটা চিত্রগৃহ ঘুরে সব চেয়ে কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখে সেই সিনেমায় আমরা ঢুকলাম। সিনেমার শেষে একটা কাফেতে আমরা ঢুকলাম। দুজনের খাওয়া হয়ে গেলে বাইরে এসে আমি বললাম, এবারে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। একটা মনের মত মেয়ে খুঁজে তাকে নিয়ে কোন হোটেলে যাবো আমি এবারে।

—কি বললে তুমি?

—সাদা সহজ কথা! তুমি ঘরে যাও। একটা মেয়েকে নিয়ে আমি কোন হোটেলে যাবো এবার!

—কেমন করে আমার কাছে অমন কথা বললে?

—তুমিই তো আমাকে সিনেমায় যেতে বাধ্য করলে। ছবির মধ্যে নায়ক কি করল—তাও দেখলে তো! আমি কেন ঐরকম করব না শুনি? প্রতিদিন যদি ঐ রকম ছবি আমরা দেখি···প্রত্যেক মানুষই যা আগ্রহভরে দেখে ও শোনে—শেষে সেইরকম হয়ে যায়। যদি তুমি চাও যে আমি ভাল লোক হই, ভাল স্বামী হই—তাহলে মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে উপাসনায় আসতে হবে!

সাবিনা চিন্তামগ্না হল।

পরে, শান্ত ধীরভাবে আমার সঙ্গে গীর্জার উপাসনায় আসতে সে আরম্ভ করল!···

আমাদের জীবনেও এবার পরিবর্তন দেখা দিল। এর আগে, খুব তুচ্ছ কারণেও আমরা ঝগড়া করেছি। আমার আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপারে কোন রকম বাধা দিলে আমি বিনা দ্বিধায় ওকে ডাইভোর্স করতে পারতাম। কিন্তু, এইবার, আমাদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল। মিহাই, বলতে গেলে, ঈশ্বরেরই একটি উপহারণ স্বরূপ। কেননা, এ পর্যন্ত, আমোদ-আহ্লাদে বিঘ্ন হবে বলে আমরা সন্তান কামনা করিনি।

এর পরে যেদিন বুখারেষ্টের চার্চ অব ইংলণ্ড মিশনের পুরোহিত Rev.

George Stevens আমাকে গির্জার সম্পাদক হতে আমন্ত্রণ জানালেন, আমরা সত্যই আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার বৈষয়িক বুদ্ধি ও দক্ষতা নিয়ে আমিও যথাসাধ্য মণ্ডলীর সাহায্যে আত্মনিয়োগ করলাম। কিন্তু শীঘ্রই একটা বিঘ্নজনক পরিস্থিতি দেখা দিল।

বীমা কোম্পানির একজন প্রতিনিধিকে ঘুষ দিয়ে মণ্ডলীর উপর হতে দাবী তুলে নিতে বলায় হল গণ্ডগোল। Mr. Stevens জানতে পেরে বললেন, বীমা কোম্পানির দাবী ঠিক না আমাদের?

আমি স্বীকার করলাম যে, প্রকৃতপক্ষে বীমা কোম্পানির দাবীই যুক্তিসঙ্গত।

তিনি বললেন, তাহলে আমাদের সেটা মানতেই হবে। আমরাই টাকা দেব।

আমার যেন নূতন আরও একটা অভিজ্ঞতা হল।.....

এর পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় বহু ইংরাজ পুরোহিত দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন। অন্য উপায় না থাকায়, সাধ্যমত চেষ্টা করে আমাকেই মণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতে হল।

পড়াশুনা এবং অনুশীলন করে শীঘ্রই আমি প্রচারের যোগ্যতা অর্জন করলাম এবং লুথারেন পুরোহিত রূপে গৃহীত ও অভিষিক্ত হলাম। রুমানিয়ায় এই সময়ে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মণ্ডলী ছিল। অধিকাংশ খ্রীষ্টানই Orthodox Church-এর সভ্য ছিলেন কিন্তু এঁদের বেশির ভাগ ক্রিয়া-কলাপই প্রকাশ্য জাঁকজমকে পূর্ণ। ক্যাথলিক উপাসনা পদ্ধতিও আমার একই রকম মনে হত।

পুনরুত্থান রবিবারের একটি গীর্জায় ক্যাথলিক বিশপের দীর্ঘ উপাসনা ও রাজনৈতিক ভাষণ শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি নিঃশব্দে উপাসনা মন্দির পরিত্যাগ করলাম। খ্রীষ্ট যে পুনরুত্থিত হয়েছেন, আমার মাতৃভাষায়

সেই পরম সমাচারটি শোনার সৌভাগ্যটুকুও সেদিন হয়নি। এর পরে, প্রোটেষ্টাণ্টদের জাঁকজমকহীন সহজ ও সরল উপাসনা-রীতিতে আমি আকৃষ্ট হলাম এবং আমার প্রাণও পূর্ণ-সঞ্জীবিত হল। তারপর, একদিন মার্টিন লুথারের দৃষ্টান্ত এবং আদর্শও আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করল। বিদ্রোহী ও প্রতিবাদপ্রিয় মানুষ মনে হলেও লুথার খ্রীষ্টকে আপন প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন। এতই গভীর ছিল সেই প্রেম যে তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ নিজের কোন ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নয়, কিন্তু একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ করে। আমি লুথারেন মণ্ডলীর সভ্য হলাম।

পুরোহিতদের সম্বন্ধে আমার একটা সন্দিগ্ধ সতর্কতা ছিল, বিশেষতঃ যাঁরা কথায় কথায় জানতে চাইতেন—আমি পরিত্রাণ পেয়েছি কিনা? এখন, পুরোহিত হয়ে নিজে যদিও সে পোষাক ব্যবহার করি না, তথাপি, সমস্ত পৃথিবীটাকেই আমার প্যারিশ (নিজ মণ্ডলী) বলে মনে করতে ইচ্ছা হয়! ধর্মান্তর ও দীক্ষাদান করে যেন আমার প্রাণ ভরত না। আমার মণ্ডলীর সকল সভ্যের নাম আমার কাছেই থাকতো। বাসে, ট্রেনে, প্রেক্ষাগারে যখন তখন সেই তালিকাটি আমি দেখতাম এবং চিন্তা করতাম কোন্ সভ্য এখন কোথায় আছেন—কি করছেন। কারো সম্বন্ধে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত খবর পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার মন প্রাণ বিষণ্ণ থাকতো। ব্যক্তিগত ও শারীরিক বেদনার মত সেই চিন্তা আমাকে যন্ত্রণা বিদ্ধ করত। প্রার্থনার মধ্যে আমি বলতাম, হে ঈশ্বর এই বেদনা তুমি প্রশমিত কারো। এত কষ্ট নিয়ে আমি বাঁচতে পারি না।

॥ ৪ ॥

বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে হিটলারের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি অনুযায়ী ষ্টালিনের দাবী ছিল পূর্ব ইউরোপকে ভাগাভাগি করার। আমাদের জাতীয় এলাকার এক-তৃতীয়াংশ ভাগ রাশিয়া, বুলগারিয়া এবং হাঙ্গারীর মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল। নাজী প্রভাবাধীনে সংগঠিত Iron Guard-এর প্ররোচনায় Orthodox Church-কে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের পথে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা আরম্ভ হয়।

প্রধান প্রতিরক্ষা মুখ্যমন্ত্রী Calinescu কে নিহত করার পূর্বরাত্রে নয়জন ধর্মান্ধ গীর্জার মেঝেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বিত হয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল —তাদের দেহগুলিকে একটা ক্রুশের আকৃতির মত সাজিয়ে! তার পরে, পূর্বোক্ত Iron Guard হিটলারের আশ্রিত জেনারেল অ্যাণ্টনেস্কুকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে সহায়তা করে। রাজা ক্যারল তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মাইকেলের হাতে রাজ্য প্রদান করে সিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এর পরে প্রকৃত প্রস্তাবে Antonescu-ই ডিক্টেটরী শাসন চালাতে লাগলেন।

রাজ্যের যীহুদি, কম্যুনিষ্ট বা প্রোটেষ্টাণ্ট নাগরিকদের প্রতি যথেচ্ছাচার করার পূর্ণ ক্ষমতা এইবার Iron Guard পেয়ে গেল। পথে ঘাটে হত্যাকাণ্ড চলতে লাগলো। আমাদের মিশন বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হতে লাগল। আমার উপরে প্রতিদিনই হুমকি ও ভয় প্রদর্শন আরম্ভ হল। এক রবিবারে পুলপিট থেকে আমি দেখলাম সবুজ শার্ট পরা Iron Guard-এর সভ্যেরা গীর্জার পিছনের আসনগুলি দখল করল। বেদীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার জন্য সমবেত মণ্ডলী এসব দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওদের প্রত্যেকের হাতেই রিভলভার দেখলাম। মনে মনে চিন্তা করলাম, যদি এই আমার শেষ Sermon হয় তাহলে এটি রীতিমত ফলপ্রসূ হওয়া দরকার।

উপদেশের বিষয় ছিল: যীশুর দুটি হাতের সম্বন্ধে। আমি বলছিলাম, কত অশ্রুধারা মুছিয়ে দিয়েছে সেই হাত, কত শিশুকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়েছে, আবার কত উপবাসীকে খেতেও দিয়েছে! সেই পরম কল্যাণময় হাত দু'খানির স্নেহস্পর্শে কত রোগী আরোগ্যলাভ করেছে—আবার সেই হাতেই আমরা পেরেক বিদ্ধ করে তাঁকে টাঙ্গিয়ে দিয়েছি ক্রশের ওপরে। স্বর্গারোহণের পূর্বক্ষণে সেই হস্তদুটি প্রিয় শিষ্যদের অভয় আশীর্বাদ প্রদান করেছে!

হঠাৎ উচ্চস্বরে আমি বলে উঠলাম, কিন্তু তোমরা? তোমরা কি করেছ তোমাদের হাত দিয়ে?

মণ্ডলীর নর-নারীরা চমকিত ভাবে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁদের সকলের হাতেই তখন প্রার্থনা-পুস্তক!

আরও উচ্চ কণ্ঠে আমি বলে চললাম:

সেই হাত দিয়ে তোমরা খুন করছ, প্রহার করছ, উৎপীড়ন করছ, নির্দোষীকে যাতনা দিচ্ছ! তোমরা খ্রীষ্টান বলো নিজেদের? তোমাদের কলঙ্কিত, দূষিত হাত আজ পরিষ্কার করো, হতভাগ্য পাপিষ্ঠেরা!

পিছনের সারিতে উপবিষ্ট Iron Guard-এর সৈনিকেরা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কম্পিত কলেবরে বসে রইল। সমবেত জনমণ্ডলীর উপাসনাকে ভেঙ্গে দিতে তাদের সাহস হল না। উপাসনার শেষে আমি শান্তি বচনের পূর্বে দেখলাম, রিভলভার পাশে নামিয়ে তারা অপেক্ষমান ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

উপাসনা ভাঙ্গল। শ্রোতৃবর্গ গির্জার বাইরে যেতে লাগল। সকলে নিরাপদে প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে পুলপিট থেকে নেমে আমি পিছনের পর্দার আড়ালে চলে এলাম। ওদিকে তখন দ্রুত পদক্ষেপে ও চাপা ধমকের স্বর শোনা যাচ্ছে:...শীঘ্র যাও, ঐ দিকে, ওয়ার্মব্রাণ্ডকে চাই আজ...

পরদার পাশেই একটি ছোট দরজা খুলে এবং বাইরে এসে সেটিতে পুনরায় চাবি বন্ধ করে দিলাম। বহু দিন পূর্বে এই রকম পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই এই গোপন দ্বারপথের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অপরিসর গলিপথ দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম এবং গীর্জার সীমানা পরিত্যাগ করলাম।···

যুদ্ধ এগিয়ে চলল। খ্রীষ্টান নরনারীর অনেকেই নিহত অথবা ধৃত হল। তাদের মধ্যে অ্যাডভেন্টিষ্ট, ব্যাপটিষ্ট এবং পেন্টিকষ্ট্যাল-ই বেশী। যীহুদের সঙ্গে একই বন্দী শিবিরে তাদের চালান দেওয়া হল। আমার স্ত্রীর আত্মীয়দেরও এই সময়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। ভবিষ্যতে কোন দিনই তাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ইতিপূর্বে আমাকে তিনবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। জেরা, বিচার, প্রহার ও কারাদণ্ডের জন্য। অতএব এইবার মনে মনে আমিও কতকটা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম এবং কম্যুনিষ্টদের হাতে কি প্রকার ব্যবহার পাবো সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

## ॥ ৫ ॥

Calea Rahova কারাগারের গবাক্ষ দিয়ে আমি সামনের প্রাঙ্গণের সামান্য অংশ দেখতে পেতাম। একদিন এই গবাক্ষ পথেই আমি দেখলাম একজন পুরোহিত সেই পথে কারাগারের গোপন অফিসে এসে ঢুকলেন! তাঁর আসা এবং চারিদিকে সতর্কতার সঙ্গে তাকানো, সবই সন্ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ ও ভয়চকিত। আমার বুঝতে বাকী থাকল না যে পুরোহিতমশাই তাঁর সভ্য মণ্ডলীর সম্বন্ধেই চরবৃত্তি করতে এসেছেন!

মনে মনে এই সময়ে আমি খুবই স্থির ছিলাম। আমি জানতাম, আমাকে অবিরাম জেরা করা হবে, অত্যাচার করা হবে, সম্ভবতঃ দীর্ঘ-

কালের মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করতে এবং হয়তো কারাভ্যন্তরেই জীবনাবসান ঘটবে। আমি প্রার্থনা করতাম, যেন বিশ্বাসের বলে আমি শক্তিমান থাকতে পারি। আমার মনে পড়ত যে, বাইবেলে ৩৬৬ বার লেখা আছে "ভয় করিও না!" বৎসরের প্রত্যেকটি দিনে একবার করে ঐ কথাটি স্মরণ করার উপদেশ আছে। ৩৬৫ দিনেই বৎসর, কিন্তু—লীপ ইয়ার-এ ৩৬৬ দিন বলে বাইবেলে ৩৬৬ বারই কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে।

আর বিস্ময় ও চমকের সঙ্গে মনে হল যে, এই বৎসরটিও একটি লীপ ইয়ার! আমি যেন ভয় না করি।

দেখলাম, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের যেন কোন চিন্তা নেই। বন্দী যখন কারাগারেই আছে, তখন সময়, সুবিধা ও প্রয়োজন মতন জিজ্ঞাসাবাদ করলেই হবে—যেন ওদের এই রকম মনোভাব। দীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দ বৎসরের কারাবাসের মধ্যে আমাকে বারংবার জেরা করা হয়েছে নানা দিক থেকে এবং নানা প্রশ্নকারীর মাধ্যমে।

বর্তমান দলীয় সরকারের বিচারে—পশ্চিমী মণ্ডলীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ এবং বিশ্বমণ্ডলী পরিষদের কর্তৃপক্ষ মহলে আমার প্রতিষ্ঠা—এই দুটি কারণই আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে দোষী করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, এছাড়া আরও অনেক বিষয়েই ওরা আমার কাছে গোপন তথ্যের আশা রাখে—যা হয়তো সজ্ঞানে কোন দিনই আমি প্রকাশ করব না।

সৈনিককে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে শান্তির সময়েই তাকে যেমন যুদ্ধাবস্থার সকল কষ্ট ও অসুবিধার জন্য প্রস্তুত করা হয়, তেমনি কারাবাস ও উৎপীড়ন সহ্য করার সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছিল। কষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্যকারী পূর্বসূরী, যাঁরা শত কষ্টের মধ্যেও পরাজয়

বরণ করেন নি—তাঁদের জীবন দৃষ্টান্ত থেকে আমি যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছিলাম। প্রস্তুতির অভাবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের চাতুর্য কৌশলে—অনেক ভক্তই ইতিপূর্বে অপ্রকাশ্য অনেক তথ্যই প্রকাশ করে ফেলেছেন—তাও আমি জানতাম।

পুরোহিত বন্দীদের প্রায়ই বল হত—"একজন খ্রীষ্টান ভক্ত হিসাবে তোমার সমস্ত উত্তর খাঁটী সত্য হবে—এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত!" কিন্তু আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে শেষ পর্যন্ত দোষী যখন আমাকে হতেই হবে তখন স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজেকে জড়িত করলেও, সুসমাচার প্রচারের কার্যে সাহায্যকারীদের সম্বন্ধে একটি কথাও আমি উচ্চারণ করব না। প্রাণপণ প্রয়াসে জেরাকারীদেরই আমি বিভ্রান্ত করব।

ইতিমধ্যে আমার প্রথম কাজ হল—কোন রকমে কারাপ্রাচীরের বাইরে আমার সহকর্মীদের জানিয়ে ও সাবধান করে দেওয়া যে, আমি এখানে বন্দী হয়েছি এবং আমার স্ত্রীকেও আমার বর্তমান অবস্থানের খবরটা দেওয়া। টাকার লোভ দেখিয়ে একটি কারাপ্রহরীকে আমি প্রভাবিত করলাম। বলা বাহুল্য, এই সময়ে আমার পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত খবরাখবর চালাচালি করার জন্য সে প্রায় দশ হাজার টাকা (৫০০ পাউণ্ড) উপার্জন করেছিল। এর পরেই আমাদের সমগ্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

প্রহরীর হাতেই আমি জানতে পারলাম যে, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আমার নিরুদ্দেশ হওয়া সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও বৃটেনে আমার শুভানুধ্যায়ী সুহৃদের অভাব নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রী আনা পকার প্রতিবাদের জবাবে বলেছেন যে, আমার অদৃশ্য হওয়া সম্পর্কে কিছুই তিনি বলতে পারেন না। কেননা, কিছুকাল পূর্বেই নাকি আমি গোপনে রুমানিয়া থেকে পলায়ন করেছি!

রাষ্ট্রদূতটি অবশ্য, তাঁর পদের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এ বিষয়ে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। বিশেষতঃ মন্ত্রী মিসেস্ Pauker এর মত স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে। আমি এই মহিলাকে চিনতাম, তাঁর পিতা একজন পুরোহিত ছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলতেন, যীহুদি গন্ধযুক্ত কোন কিছুর জন্যই আনা পকারের মনে কোন মমতা নেই।

প্রথম জীবনে এই স্ত্রীলোকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন। পরে English Church Mission-এ শিক্ষিকার পদে কর্মগ্রহণ করেন এবং এর পরেই তিনি কম্যুনিষ্ট হয়ে পড়েন। মার্সেল পকার নামক একজন কম্যুনিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সাম্যবাদী হওয়ার জন্য – স্বামী ও স্ত্রী দুই জনেই কয়েকবার কারাবরণ করেছিলেন। তবে, আনা-ই বেশী গোঁড়া প্রস্তুতির সভ্যা ছিলেন। এর পরেই তিনি মস্কো চলে যান। স্বামীও কতকটা বাধ্য হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন।

এরপর, ষ্টালিনের যুদ্ধ পূর্ব কোন একটি দল শোধনপর্বের ( Purge) সময়ে মার্সেল পকার নিহত হন। শোনা যায়, পত্নী আনা পকারের হাতেই তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কঠিনহৃদয়া আনা পকার যুদ্ধের সময়ে মস্কো সহরে রুশ নাগরিক রূপে জীবন অতিবাহিত করে যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রুমানিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে ফিরে আসেন।

তরুণবয়স্ক রাজা মাইকেলের সহায়তায় কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার হাতে প্রধান মন্ত্রী জেনারেল অ্যাণ্টনেস্কুর জীবনাবসান হওয়া মাত্রই জার্মানীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তারপর মস্কো সহরেই একটি সম্মেলন বসে—যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের নতুন ব্যবস্থা স্থির করার জন্য। সেই সম্মেলনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সরাসরি ষ্ট্যালিনকে প্রশ্ন করেন: রুমানিয়ায় রুশ প্রাধান্য যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে গ্রীসে বৃটিশ প্রাধান্য সম্বন্ধে আপনি সম্মত কি?

প্রশ্ন লেখা কাগজখানিতে ক্ষণকাল চিন্তার পরে ষ্ট্যালিন সবুজ পেন্সিলে সম্মতি-সূচক দাগ দিয়ে টেবিলের ওপরেই ঠেলে দিলেন।

এর পর দশ লক্ষ রুশ সৈন্য রুমানিয়ায় প্রবেশ করল। এরাই হল আমাদের নূতন মিত্রপক্ষ! "রাশিয়ানরা আসছে"—ঘরে ঘরে পল্লীতে পল্লীতে এই আতঙ্ক-সংবাদ দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রুশ সৈন্যের আচরণে কেবল একটিমাত্র পরিচয়ই সেদিন সমগ্র রুমানিয়া জানতে পারল। মদ খাওয়া, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করা। যে কোন বয়সের হাজার হাজার স্ত্রীলোক প্রতিদিন পাশবিক অত্যাচার ও বলাৎকারের সামগ্রী হয়ে উঠল। পথের পথিক যে কোন রুমানিয়ান, তার সাইকেল, হাতঘড়ি বা অনুরূপ দ্রব্যাদি রুশ দস্যুর হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হল। প্রচুর গুলি করার পরে যখন এই উন্মত্ততা নিবারিত হল—তখন রুমানিয়ার রাজপথে অবস্থিত সদ্যোন্মুক্ত দোকানগুলি দেখে রুশ সৈন্যেরা যেন তাজ্জব! এত ঐশ্বর্য, এত সম্পদে ভরা এই দেশ!

২৩শে আগষ্ট ১৯৪৪, এখনও আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার দিবস রূপে পালিত হয়। আমাদের এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির সর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত দেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য, সদাগরী জাহাজ, নৌ-বিভাগীয় জাহাজ, সমস্ত মোটর গাড়ী এবং অর্ধেক রেলগাড়ী রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত ফল, ফসল, ঘোড়া, গরু, পেট্রোল ও অন্যান্য তৈল জাতীয় বস্তু—কিছুই বাদ গেল না। মহাযুদ্ধের পরে, এই ব্যবস্থানুসারে, ইউরোপের চিরপরিচিত শস্যভাণ্ডার রূপে খ্যাত রুমানিয়া নূতন মিত্র রাশিয়ার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে একটি দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে পরিণত হয়ে পড়ল।..

## ॥ ৬ ॥

খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা স্বীকার করার সময়ে আমি প্রার্থনা করেছিলাম, "হে ঈশ্বর তুমি জানো আমি একজন নিরীশ্বরবাদী। এইবার আমাকে তুমি সেই নিরীশ্বরবাদের মুলুক রাশিয়াতে মিশনারীরূপে প্রেরণ করো, সেখানে কাজ করতে গিয়ে বাকী জীবন যদি আমাকে কারাগারেও কাটাতে হয়, আমি তোমাকে দোষী করব না।"

কিন্তু ঈশ্বর আমাকে রাশিয়ার দূরযাত্রায় পাঠালেন না, সেই রাশিয়ানরাই আমার কাছে এলো।

যুদ্ধের সময়ে, অত অত্যাচারের মধ্যেও আমাদের মিশনের ভক্তসংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলল এবং যীহুদি ও প্রোটেষ্টাণ্টদের যারা আগে পীড়ন করত এখন তারা সকলেই মিত্র ও বন্ধুভাবে এক আরাধনায় সামিল হতে লাগল। যুদ্ধের পরে, পশ্চিমী খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজ আমারও অব্যাহত রইল এবং এজন্য আমার কর্মদপ্তর, সহকারী এবং প্রকাশ্য প্রচার-ব্যবস্থা সবই ছিল।

আমি রুশভাষা ভালই জানি। রুশ সৈন্যদের সঙ্গে পথে, ট্রামে বা ট্রেনে কথাবার্তা আরম্ভ করতে কোন বাধা আমার নেই। পাদরীর পোশাকও আমি পরি না। সুতরাং, সকলেই আমাকে একজন সাধারণ ভদ্রলোকরূপেই গণ্য করে। তরুণ বয়সী সৈনিকেরা প্রায়ই নূতন পরিবেশে বিপন্ন এবং গৃহছাড়া হওয়ার জন্য কাতর হয়ে বেড়াতো। রাজধানী বুখারেষ্টের পথ-ঘাট ও দর্শনীয় সমস্ত কিছু চিনিয়ে দেওয়ার এবং বন্ধুস্থানীয় কোন গৃহে আমন্ত্রিত হওয়ায় খুবই আনন্দবোধ করত। কয়েকজন সহকারী আমাদের এই প্রচারকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করত। তরুণ ও তরুণীদের কাছে আমার উপদেশ ছিল—"তোমাদের কথাবার্তা, সুমিষ্ট ব্যবহার, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, সব কিছুই আজ ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করতে হবে। সকলকে আকৃষ্ট করবে এবং তাঁর কাছে

নিয়ে আসবে—এতে ঈশ্বরের গৌরব হবে, তোমরাও আনন্দ লাভ করবে।

রুশ ভাষায় আমরা সুসমাচারগুলি মুদ্রিত করেছিলাম এবং লক্ষাধিক খণ্ড, বিভিন্ন কাফে, পার্ক, রেল ষ্টেশন এবং অন্যান্য সাধারণ স্থানে, বিগত তিন বৎসর ধরে বিতরণ করা হয়েছিল। বইগুলি হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ত। সাহায্যকারীদের অনেকে গ্রেফতারও হয়েছিল। কিন্তু কেউই আমার পরিচয় প্রকাশ করেনি।

ধর্মান্তর ও দীক্ষার সংখ্যা নয় কিন্তু তাদের স্বাভাবিকতা ও সরলতায় আমরা বিস্ময়াহত হতাম। ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণাই তাদের ছিল না। কিন্তু অন্তরের গভীরে একটা অসম্পূর্ণতার বোধ একটা অভাব ও আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি তারা বোধ করত। আমাদের কাছে, আমাদের কথাবার্তা, প্রার্থনা ও আলোচনায় তারা যেন সেই পিপাসা ও অভাবের উত্তর পেত। আনন্দে ও তৃপ্তিতে তারা যেন ঝলমল করে উঠতো! এতখানি পিপাসা ও আকাঙ্ক্ষা বক্ষে নিয়েও জন্মাবধি তারা ঈশ্বরহীন, বিশ্বাসহীন হয়ে চাষবাস ও অন্যান্য কাজকর্ম নিয়েই জীবন কাটিয়ে চলেছিল। আমার মনে হয় যে, খ্রীষ্টান নামে পরিচিতদের মধ্যেও এই ধরনের বিশ্বাসহীনতা ও অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাবে।

ট্রেনে একবার একজন তরুণ চিত্রশিল্পীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সাইবিরিয়ার দীর্ঘ পথে আমি তাকে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সবিস্তারে বলি। বহুক্ষণ ধরে সমস্ত কথা শুনে সে বিস্মিতস্বরে বলল, এইবারে সব কথা আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। ওরা বলে, ধর্ম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের একটা প্রধান হাতিয়ার, দরিদ্রকে দাবিয়ে রাখার পন্থা এই সব। আমি একটা কবরস্থানের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতাম আমার গ্রামে। কবর-স্থানের ধারে একটা ছোট পরিত্যক্ত কুঠরীতেও আমি ঢুকতাম (চ্যাপেল)। এই ঘরটির একটি দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ একটি মানুষের চিত্র আঁকা ছিল।

আমি ভাবতাম, বিশেষ কোন ঘৃণ্য অপরাধী বলেই এর এই প্রকার সাজা হয়েছে! কিন্তু, যদি সে অপরাধীই হবে, তবে এত যত্ন করে তার ছবি একটা দেওয়াল জুড়ে আঁকা হয়েছে কেন? ঠিক মার্কস্ বা লেনিনের মতন? নিজে নিজেই আমি স্থির করলাম, ওরা প্রথমে ওকে ঘৃণ্য অপরাধী ভেবে সাজা দিলেও পরে নিজেদের ভ্রান্তি এবং তার মহত্ত্ব বুঝতে পেরে তার সম্মানের জন্যই এই স্মৃতি চিত্র অঙ্কিত করে রেখেছে!

আমি বললাম সেই শিল্পীকে, হ্যাঁ, অনেকটা বলেছ তুমি, তবে, অর্ধেকটা ঠিক হয়েছে।

আরও কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা নির্দিষ্ট ষ্টেশনে পৌছালাম। বিদায় নেওয়ার সময়ে দরদী কণ্ঠে শিল্পী বলল, যাঁর নাম পর্যন্ত আগে কখনও শুনিনি, তাঁর কথা কেবল জানলাম না, তাঁকে বিশ্বাস করে জীবনে আজ গ্রহণ করলাম।

…রুমানিয়ান কম্যুনিষ্টদের মধ্যেও আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলাম। ওদের পুস্তক-পরীক্ষক বিভাগের মধ্য দিয়ে সমস্ত বই পাশ করাতে হত। আমরা বই-এর সম্মুখে কালমার্কসের ছবি ছাপতাম। প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠায় ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর এবং লেনিনের উক্তিগুলি ছাপানো হত। পরীক্ষক বিভাগ খুশী হয়ে আর অগ্রসর হতেন না। ভালই। তারপর থেকে বাকী বইখানা সমস্তই খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও উপদেশ পূর্ণ থাকতো। এই সেন্সার বিভাগ সময়ে সময়ে এক বোতল ব্রাণ্ডির উপহার পেলেও যে কোন পুস্তক সহজে পাস করে দিত! মাত্র কয়েক হাজার থেকে রুমানিয়ান কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা দ্রুত কয়েক লক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রধান কারণটি—একটা দলীয় সভ্যের কার্ডই তখন উপবাস ও ক্ষুধা নিবারণের প্রধান উপায় ছিল। ষ্টালিন এই সময়ে একটি যুক্তফ্রণ্ট সরকার নিযুক্ত করেছিলেন। এর নেতৃত্বে ছিল

"Ploughman's Front"-এর Groza, এবং এ ছাড়া পূর্বোক্ত আনা পকারও ছিল। সমস্ত শক্তি ও প্রাধান্য অন্য তিন জন নির্বাচিত মন্ত্রীর মাধ্যমে রাশিয়া করায়ত্ত করেছিল। Lucretiu Patranescu, বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী, Teohare Georgescu, পুলিশ ও শান্তি রক্ষার মন্ত্রী এবং Gheorghe Gheorghiu-Dej, একজন পোক্ত রেলওয়ে অফিসার। ইনিই শাসক দলের প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

Orthodox পুরোহিতদের একটি সমাবেশেষ আয়োজন করলেন Gheorghiu-Dej শক্তি-দখল পর্বের পরেই। এই সভায় পরিদর্শক রূপে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

হাসিখুশী এবং উদারতার ভূমিকায় তিনি সমস্ত পুরোহিত গোষ্ঠীকেই আশ্বাস দিয়ে বললেন, পুরাতন কোন কথা-ই তিনি এখন আর মনে রাখবেন না। কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পথে পুরোহিতবর্গ পূর্বে বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত করে থাকলেও—বর্তমানে তাদের প্রতি রাষ্ট্র কোন প্রতিশোধ-মূলক আচরণ করবে না। সমস্ত ব্যবস্থাই পূর্ববৎ থাকবে এবং খরচ-পত্র-ও রাষ্ট্র বহন করবে। খ্রীষ্টধর্ম এবং সাম্যবাদ—এই দুইএর মধ্যে আদর্শগত মিল যথেষ্ট-ই আছে—এমন কথাও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন এবং উপস্থিত পুরোহিত কুলের সমর্থন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

অন্যান্য আলোচনার সময়ে নিজের নিরীশ্বরবাদীতা সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্যেই মত প্রকাশ করতেন এবং বলতেন যে, অতি শীঘ্রই সারা বিশ্বে কম্যুনিজম ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। বাড়ীতে বৃদ্ধা মা তখনও গোঁড়া বিশ্বাসী ছিলেন এবং মাওলিক রীতিনীতি অনুযায়ী গৃহে ধর্মাচার পালিত হত এবং তাঁর কন্যারাও সেই নিয়মেই আচরণ-ব্যবহার করত। দীর্ঘ এগারো বৎসর কারাগারে থাকার সময়ে তিনি বাইবেল পড়েছেন এবং বন্দী পুরোহিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনা-ও করেছেন। পুরোহিতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। রুশদের আগমনের ঠিক পূর্বাহ্নে তিনি

জেল-পলাতক হলেন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অ্যাণ্টনেস্কুর হাতে তার প্রাণনাশ ঘটার উপক্রম হওয়ার পূর্বে তিনি একজন দরদী পুরোহিতের আশ্রয়ে রক্ষা পেলেন।

কিন্তু কষ্টের দিনে ও সংগ্রামের দিনে ধর্মবিশ্বাসের অনুভূতি তাঁকে প্রভাবিত করলেও আজ উন্নতি ও শক্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে সে অনুভূতি কিছুই আর তাঁর মধ্যে ছিল না। যে ধৈর্যশীলা প্রেমিকা পত্নী তাঁর অপেক্ষায় দিন গুণে আসছিলেন, তিনি সেই পত্নীকেও পরিত্যাগ করেছেন এবং একটি ফিল্ম অভিনেত্রীকে নিয়ে তিনি জীবনযাপন করছেন। Gheorghiu Dej এখন শক্তি ও সম্পদে আত্মবিস্মৃত। কারো সৎ পরামর্শ-ই এখন তার প্রয়োজনীয় নয়।

ধীরে ধীরে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর উপরেও রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তৃত হতে লাগলো। মণ্ডলীর সম্পত্তি, জমি জমা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্বকরণের গর্ভে বিলীন হতে লাগল। পুরোহিতদের মাসিক মাহিনা, তাঁদের নিযুক্তি এবং পদবৃদ্ধি সমস্তই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দফতরের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে আরম্ভ হল। বয়োবৃদ্ধ প্যাট্রিয়ার্ক নিকোদীম নামে মাত্র মাণ্ডলিক নেতৃত্বের পদে থাকলেন। কিন্তু আরও বাধ্য ও মনোমত একজনকে সেই পদে নিযুক্ত করার প্রয়োজন হওয়ায় Dej তাঁর পূর্ব-উপকারী জীবন-রক্ষাকারী পুরোহিত বন্ধুটিকে বিশপ পদে উন্নীত করে নূতন প্যাট্রিয়ার্কের পদবী প্রদান করলেন। তাঁর নাম ফাদার জাষ্টিনিয়ান মেরিনা। রুমানিয়ার এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মণ্ডলী সভ্যেরা শীঘ্রই এই নূতন পরিবর্তনের কথা জানতে পারলেন।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে আরম্ভ হল রোমান ও গ্রীক ক্যাথলিকদের খণ্ড খণ্ড ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করণ। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ লক্ষ। গ্রীক ক্যাথলিকদের বলা হত Uniates, এদের পুরোহিতেরা বিবাহ করতেন এবং এঁরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করতেন। পূর্বোক্ত বাধ্য

Orthodox Church-এর সঙ্গে বলপ্রয়োগ করে এদের সংযুক্ত করে দেওয়া হল। পুরোহিত ও বিশপদের মধ্যে যাঁরা এই বাধ্যতামূলক সম্মিলনে প্রতিবাদ করলেন—তাঁদের বন্দী করা হল। অপর দিকে রোমান ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ, যাঁরা পোপের প্রাধান্যকে অস্বীকার করতে সম্মত হলেন না, তাঁদের কারাবাস ভোগ করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলী ও ডায়োসিসের সম্পদও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করে নেওয়া হল। জেলখানার অভ্যন্তরে পুরোহিতদের উপরে অত্যাচার ও উৎপীড়নের খবরে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী বিনা বাক্যে রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে লাগল।

॥ ৭ ॥

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেই স্মরণীয় দিবস।

রুমানিয়ান পার্লামেণ্ট ভবনে "বিশ্বাসীদের কংগ্রেস" আহ্বান করা হল। প্রকাণ্ড হলে প্রায় চার হাজার মাণ্ডলিক প্রতিনিধিরা সমবেত হলেন। প্রচারক, পুরোহিত, বিশপ, রবিব, মোল্লা সকলেই সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, যখন ঘোষণা করা হল যে, কমরেড ষ্টালিনই এই সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা। প্রতিনিধিরা কেহই তখন একবারও মনে করলেন না যে, নিখিল নিরীশ্বরবাদী সংস্থার সভাপতিও ছিলেন ষ্টালিন! কম্পিত কলেবর বৃদ্ধ প্যাট্রিয়ার্ক নিকোদীম কোন রকমে সম্মিলনের উপর তাঁর আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন এবং যোগ্য আড়ম্বরে প্রধান মন্ত্রী Groza সভার উদ্বোধন করলেন এবং ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন যে, তিনি নিজেও একজন পুরোহিতের পুত্র। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার সভ্য মণ্ডলীর প্রতি সর্বদাই রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও সমাদর থাকবে—একথা তিনি বারংবার শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হর্ষধ্বনির মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

একজন Orthodox বিশপ উপরোক্ত উক্তির উত্তর প্রদান করতে

গিয়ে বললেন : খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রসারিত নদীগর্ভে অতীতে বহু রাজনৈতিক মতবাদের শাখা-প্রশাখার স্রোতধারা এসে মিশে গিয়েছে—সবুজ, নীল, ত্রিবর্ণ—আজ লোহিত বর্ণের এই নতুন স্রোতও আশা করি সেই শাশ্বত নদীস্রোতে এসে মিশ্রিত হয়ে যাবে। একের পর এক—লুথারেন, ক্যালভিনিষ্ট, রব্বি উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে থাকলেন। সকলেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলেন।

পার্শ্বে উপবিষ্টা পত্নী আর সহ্য করতে না পেরে আমাকে বললেন, কী লজ্জা, কী গ্লানি, ওগো, ওঠো তুমি, দাঁড়িয়ে মুখ খুলে যীশুর মুখমণ্ডলে এই অপমানের বেদনা-ছায়া তুমি মুছে দাও!

—দিতে পারি ডার্লিং, কিন্তু তুমি স্বামীহারা হবে!

—তা জানি না। কাপুরুষ স্বামীও আমার পছন্দ নয় যে! কিছু একটা করবে না?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার জন্য অনুমতি চাইলাম। ওঁরা খুশী হয়ে আমাকে বক্তৃতা-মঞ্চে আহ্বান জানালেন। উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, পরদিন সংবাদপত্রে সুইডিশ মণ্ডলীর পুরোহিত এবং বিশ্ব মণ্ডলী পরিষদের পরিচিত প্রতিনিধি আচার্য ওয়ার্ম-ব্রাণ্ডের মুখনিঃসৃত কম্যুনিষ্ট-সমর্থন-মূলক ভাষণ প্রকাশিত করা যাবে!

যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তে আমি বললাম :

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর পালক ও পুরোহিত হিসাবে আমাদের আজ প্রথম কর্তব্য হচ্ছে পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করা। বিভিন্ন দল-গোষ্ঠী পরিচালিত অস্থায়ী কোন সরকারকে তোষামোদ করার পরিবর্তে ঈশ্বরের অক্ষয় অনন্ত রাজ্যের সেবা ও সমর্থন করাই আমাদের পবিত্র কর্তব্য!

এইভাবে কিছুক্ষণ বলতে থাকার ফলে যেসব পুরোহিত এতক্ষণ ধরে কম্যুনিজমের তোষামোদ ও প্রশংসায় অস্বস্তিবোধ করছিলেন—তাঁদের

মধ্যে যেন একটা স্বস্তি, সাহস ও সম্বিৎ ফিরে এল। বিরাট সমাবেশের মধ্যে কে একজন সজোরে করতালি দিল এই সময়ে।

ব্যস্! চক্ষের নিমেষে সব বাধা সব ভীতি যেন অদৃশ্য হয়ে গেল, করতালি ও উল্লাসধ্বনি, যেন সাগরের ঢেউয়ের মত সেই হলের মধ্যে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। অনেকে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

মত-বিশ্বাস-দফতরের মন্ত্রী, একজন পূর্বতন Orthodox পুরোহিত —নাম Burducea—মঞ্চ থেকে চীৎকার করে বললেন, চুপ করুন, আপনার বক্তৃতায় আমার অনুমতি নে

—ঈশ্বরের অনুমতিক্রমেই আমি কথা বলছি বলে, আমি পূর্ববৎ আমার বক্তব্য বলে যেতে থাকলাম। কিন্তু আর কিছু বলার প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। প্রতিনিধি মণ্ডলীর হর্ষধ্বনি, উল্লাস ও বিরুদ্ধতায় হলের কোন কথাই আর শোনা বা বুঝা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে, অবিলম্বে, অত উদ্যোগ আয়োজনের সম্মিলন ভেঙ্গে গেল!

আমি পরে জানতে পারলাম যে, সরকার থেকে আমার পুরোহিতের লাইসেন্স শীঘ্রই বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং আমি যেন এখন থেকেই নব-নিযুক্ত প্যাটি য়ার্কের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি।

কয়েকবার চেষ্টা করে মস্কো থেকে ফেরার পথে বিশপ জাষ্টিনিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আমি পেলাম। ঘন কৃষ্ণ দাড়িভরা সদা হাস্য মুখ, নূতন পদোন্নতির আনন্দে উৎফুল্ল হলেও সতর্কতায় সদাজাগ্রত —ইনি হচ্ছেন রুমানিয়ার মণ্ডলীভুক্ত খ্রীষ্টীয় জনসাধারণের চার-পঞ্চমাংশ ভাগের ধর্মাধিকার রক্ষার বর্তমান অভিভাবক!

অকস্মাৎ আমার মনে হল যে, আমার নিজের বিষয়ে কোন কথা বলার পরিবর্তে তাঁর সম্বন্ধে সময়টুকু ব্যবহার করলেই বোধহয় বেশী ফলদায়ক হবে। এই চিন্তার ফলে আমি বললাম, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে

যে, তাঁর পদোন্নতিতে আমরা সকলেই আনন্দিত এবং আমাদের অনেকেই তাঁর এই নূতন দায়িত্বভার এবং তার স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য প্রায়ই প্রার্থনা করে থাকি। লক্ষ লক্ষ আত্মার অভিভাবক হওয়ার দায়িত্ব যে কোন মানুষের পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ—তা ভাবতেই পারা যায় না। সেণ্ট ইরেনিয়াসের মতই নিশ্চয় তিনি প্রায়ই অনুভব করেন। যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণ্ডলীর ভক্তেরা তাঁকে বিশপ করল—তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, বৎসেরা—এ কী করলে তোমরা? এতবড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তোমরা কেন দিলে আমাকে। বাইবেল স্পষ্টই বলে যে, "বিশপ সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ হবেন।"

যতক্ষণ আমি কথা বলছিলাম, তিনি নীরবেই ছিলেন। কিন্তু, আমার প্রস্থানের পরেই তিনি বন্ধুমহলে আমার সম্বন্ধে খুবই অনুসন্ধান করেছিলেন।

এর পরে আমার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করার সম্বন্ধে কোন কথা আর আমি শুনিনি। দিন কতক পরে ছয় সপ্তাহের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যখন আমাকে পুলিশ আটক করে—তখনও সাহায্যকারী শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে বিশপ জাষ্টিনিয়ানই আমার মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি আমাকে তাঁর বাসভবনে নিমন্ত্রণ করেন এবং বন্ধুভাবে আমাদের অনেক আলোচনা ও কথাবার্তা হয়। বাইবেল সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার বহর দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কিন্তু এটা Orthodox পুরোহিতদের মধ্যে নূতন কিছু নয়—তাও আমি জানতাম। আমাদের কথাবার্তা ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই দেশে ধর্মবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারকার্য ও আন্দোলনের আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে, শীঘ্রই বিশপ জাষ্টিনিয়ানের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

বিরুদ্ধ দলগুলির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল ঈশ্বর-বিরোধী

অভিযান। যুদ্ধকালীন অবস্থার মিত্র ও বন্ধুস্থানীয়দের জন্য আর কোন প্রয়োজন ছিল না ষ্টালিনের, অতএব, গণতান্ত্রিক মুখোশ ও ছদ্মাবরণ সমস্তই বর্জন করা হল। আঠারোজন সহকারীর সঙ্গে রুমানিয়ার অবিসংবাদী জাতীয় কৃষক নেতা Juliu Maniuকে গ্রেফতার করে মিথ্যা অভিযোগে আদালতে আনা হল এবং সেই সত্তর বৎসর বয়সের মাননীয় নেতাকে দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল—যেন কারাগারেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই সময়ে সমস্ত দেশব্যাপী যে বিভীষিকা ও সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রায় ষাট হাজার "রাষ্ট্রের বিপক্ষীয়দের" প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

শ্লেষাত্মক ব্যাপার এই যে, সাতচল্লিশ বৎসর বয়স্ক বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রী Lucretiu Patrascanu, যিনি যুদ্ধের পূর্বে কৃষক নেতা Maniu-এর কাছে কম্যুনিষ্টদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলেন, তিনিই এখন এই দেশব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ও হত্যাযজ্ঞের সভাপতি হলেন।

Maniuকে কারাগারে স্থানান্তরিত করার পরে, Patrascanu এবং অন্যান্য দলীয় নেতারা ষড়যন্ত্র করে আমাদের জনপ্রিয় তরুণ রাজা মাইকেলকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করলেন।

পুরোহিত হিসাবে, এ যাবৎ আমার জীবনে কোন ক্ষোভ বা অতৃপ্তি ছিল না। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্ত প্রয়োজনই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মিটে যাচ্ছিল। মণ্ডলীর সভ্যেরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। কিন্তু অন্তরের গভীরে আমার পরিতৃপ্তি বা শান্তি ছিল না। সহ-বিশ্বাসী বন্ধু ও সুহৃদেরা যখন যন্ত্রণা ভোগ করছে—বিশ্বাসের জন্য কারাগার ও অত্যাচার সহ্য করছে. একনায়কতন্ত্র সমস্ত দেশে অশান্তি ও উৎপীড়নের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে—তখন আমি কেন এত শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের

মধ্যে জীবন যাপন করছি—নিশিদিন এই প্রশ্নই আমাকে ব্যাকুল ও বিভ্রান্ত করে তুলতে লাগল। সাবিনা ও আমি এই সময়ে প্রার্থনা করতাম যেন আমাদের জন্যও ঈশ্বর অবিলম্বে ক্রুশ বহনের দায়িত্ব প্রেরণ করেন!

॥ ৮ ॥

এখন মনে হয়, আমাদের দুজনের কাতর প্রার্থনার ফলেই, আমি গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আনীত হয়েছিলাম। কিন্তু, আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি যে, কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে সর্বপ্রথম সহবন্দী রূপে এসে প্রবেশ করবেন—কমরেড পাত্রাসকেনু!

Calea Rahova বন্দীশালার ভিতরে আমার কক্ষের দরজা দিন-কয়েকের পরেই উন্মুক্ত করা হল এবং দীর্ঘদেহী বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী Patrascanu স্বয়ং কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। বিস্মিত হলেও প্রথমে আমার ধারণা হল যে, তিনি নিজেই হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করবেন, কিন্তু পরক্ষণেই যখন সশব্দে কক্ষদ্বার বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল—তখন আমার বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে গেল!

অপরিচ্ছন্ন ও এলোমেলো বেশভূষা, মাথার চুল অবিন্যস্ত, মুখমণ্ডলে অনিদ্রার আভাস—এই কি কমরেড পাত্রাসকেনু! যিনি রুমানিয়ায় কম্যুনিজমকে আহ্বান করে নিয়ে এসেছেন?

সম্মুখের তক্তা-আঁটা খাটে বসে পা দুটো ওপরে তুলে নিলেন তিনি। জেলখানায় এসেছেন বলেই যে কয়েদীর মতন দীনহীন নিম্ন মনোবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে—তেমন কোন কথাই তিনি চিন্তা করলেন না। মার্চ মাসের ঠাণ্ডায় আমরা দুইজনেই গরম ওভারকোট গায়ে দিয়ে সামনা-সামনি বসে কথাবার্তা আরম্ভ করলাম, তাঁর মতবাদ যে দেশের মধ্যে

শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে, অনেক কিছু ধ্বংস ও বিনষ্ট করেছে সেকথা জানলেও মানুষটার বুদ্ধিবৃত্তি, আন্তরিকতা এবং ভদ্র আচরণের জন্য তাঁকে আমার ভালই লাগত।

গ্রেফতার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়াটাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। জেলখানায় আসা এটা তাঁর প্রথম বার নয়—ইতিপূর্বে প্রাক্তন সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে।

তাঁর কথাবার্তায় স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে—একজন জনপ্রিয় মন্ত্রীহিসাবে দলের অন্যান্য নেতৃবর্গের দৃষ্টিতে তিনি ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছেন। সুতরাং, ছোটখাটো ভুল বা উক্তির অসামঞ্জস্য ইত্যাদির পাকে চক্রে তাঁকে ধরা হয়েছে এবং এর পিছনে অর্থমন্ত্রী Vasile Luca, Ana Paukar এবং অন্যান্যদের হাত আছে। পাত্রাসকানু আরও বললেন, ওরা কিছুদিন থেকেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল। মাত্র একটি বিষয়ে ওরা কম্যুনিষ্ট হিসাবে আমার পক্ষে অনিষ্টকর কিছু উপাদান পেয়েছে। তিনি Georgescu-র কর্মচারীদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—জেলখানায় বন্দীদের উপরে অত্যাচারের গুজব সত্য কিনা। মন্ত্রী দফতরের অফিসার দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়। বিপ্লব-বিরোধী এইসব বন্দীরা কোন রকম মায়া মমতার যোগ্যই নয়। বিশেষতঃ, যতক্ষণ তারা প্রয়োজনীয় খবর প্রকাশ করে আমাদের কাজে সহযোগিতা না করে।

পাত্রাসকানু অতিশয় দুঃখিতভাবে বললেন, হায় হায়, এই জন্যই কি এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে এই দলকে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠা দিলাম! কথাগুলি যথাকালে Georgescu-কে জানানো হল এবং শীঘ্রই দলীয় সভায় এর প্রতিবিধান করা হল।

হল ত্যাগ করে বাইরে এসে দেখি, গাড়ীতে আমার ড্রাইভারের

বদলে নূতন একজন আছে। সে বললে, আপনার ড্রাইভার হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় আমাকে পাঠানো হয়েছে, কমরেড পাত্রাসকানু।

গাড়ীতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে দুজন গোয়েন্দাও উঠে বসল।—তারপর,—তারপর আর কি, আমি এখানে এসে পড়লাম।

পাত্রাসকানু নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁকে অবিলম্বেই বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং আপন পদেই রাখা হবে। কিছুক্ষণ পরেই একজন ভৃত্য তাঁর রাত্রির আহারাদি দিয়ে গেলে বুঝতে পারলাম, তাঁর অনুমান ভ্রান্ত নয়। রুটি এবং বার্লির পরিবর্তে মুরগীর মাংস, মাখন, ফল এবং এক বোতল সুরা তাঁর আহারাদির সঙ্গে ছিল। পাত্রাসকানু এক গ্লাস সুরা ঢেলে নিয়ে আহার্যের পাত্রটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমার একটুও খিদে নেই—আপনি দয়া করে খান। অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে আমি ধীরে ধীরে খেতে লাগলাম, আর তিনি বেশ মজার মজার ঘটনার কথা বলতে লাগলেন।

একজন সুইস্ সিনেটার নৌ-বিভাগের মন্ত্রীত্বপদ দাবি করায় প্রধান মন্ত্রী সহাস্যে উত্তর দিলেন, বলেন কি মশাই, সুইজারল্যাণ্ডের নৌ-বিভাগ বলে তো কিছু নেই?

সিনেটার প্রবল বিক্রমে বললেন, তাতে কি হয়েছে? রুমানিয়ায় যদি বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রী থাকতে পারে তবে সুইজারল্যাণ্ডের নৌ-মন্ত্রী থাকায় দোষ কি?

পাত্রাসকানু নিজেই খুব হাসতে লাগলেন দুলে দুলে। যদিও বর্তমানে তিনি নিজেই রুমানিয়ার বিচার-মন্ত্রী!

পরদিন সকালেই তাঁকে কারাকক্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া হল—সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কিন্তু অপরাহ্নে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ভাবে ফিরে এসে জানালেন যে, জিজ্ঞাসাবাদ নয়, তিনি তাঁর নিজস্ব অধ্যাপনার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে

আইন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর সমস্ত কাজেই তিনি যথারীতি বাহাল আছেন, দলীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে সেই রকমই বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন—বুঝতে পারা গেল। ত্রিশ বৎসরাধিক কালের দলীয় সভ্য হিসাবে তিনিও দলীয় শৃঙ্খলার বিধিনিষেধ ভঙ্গ করতে চান না।

আমার সঙ্গে অনেক কথা তিনি বললেন। তার প্রধান কারণ, কারাগারের ভিতরে বা বাইরে মন খুলে কথা বলার কাউকেই তিনি পান না। তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা কোন মানুষকে প্রকাশ করা বা কারও পরামর্শ চাওয়া দলীয় শৃঙ্খলার দিক থেকে বড় অপরাধ। আমার সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—সম্ভবতঃ এই ধারণায় যে, ভবিষ্যতে আমি কোনদিনই মুক্তি পাব না।

তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন যুক্তি-কারণের বিচার-বিবেচনার পথ দিয়ে তিনি যে কম্যুনিষ্ট দলের সভ্য হয়েছিলেন তা নয়। তরুণ বয়সের সমস্যা ও বিপদের বিরুদ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়েই তিনি এই পথের পথিক হয়েছেন। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময়ে তাঁর ব্যবসায়ী পিতা জার্মানীর পক্ষে এত অধিক পরিমাণে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন যে, যুদ্ধ-শেষে মিত্রপক্ষের জয়লাভে, তাদের গোটা পরিবারকেই সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যের পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। পড়াশুনার জন্য পাত্রাসকামুকে জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় এবং পরে দেশে ফিরে এসে যে রাজনৈতিক দল তাঁকে স্বাগতম জানায় তিনি তাঁরই সভ্যদলভুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর প্রথম পত্নী একজন কম্যুনিষ্ট। ষ্টালিনের দল-শোধন প্রক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর পরবর্তী স্ত্রী—আর একজন কম্যুনিষ্ট, আমার পত্নীর একজন সহপাঠী ছিলেন।

তাঁর জীবন-পরিণতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে আমি বললাম, আপনার সঙ্গে লেনিন ও মার্কসের অনেক সামঞ্জস্য আছে। তাঁদের

চিন্তা ও ধারণার অনেকটাই বাল্য বয়সের কষ্ট দুঃখ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মার্কস্ নিজের মধ্যে প্রতিভার আভাষ বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু জার্মানীর তৎকালীন যীহুদি-পীড়ন আবহাওয়ার মধ্যে বিপ্লবীর ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পান নি। সম্রাটের প্রাণনাশ করার চেষ্টা করতে গিয়ে লেলিনের ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড হয়। জীবনের ব্যর্থতা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়েই তিনি জগৎ-সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। আপনার কথাও প্রায় একই ধরনের।

কিন্তু পাত্রাসকান্থ আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধতা করেই যেন তিনি তাঁর উত্তেজিত অবস্থাকে প্রশমিত করতে চাইলেন।

আমি বললাম, তাহলে ফল দ্বারাই বিচার করুন। এটি যীশুরই উপদেশ। মণ্ডলীর ইতিহাসে অনেক দুঃখজনক ঘটনার কলঙ্ক আছে কিন্তু তার মধ্য দিয়েও ভূমণ্ডলের সর্বত্রই প্রেম ও মমতার প্রাচুর্য ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যেই অসংখ্য সাধু আছেন এবং তাঁদের পুরোভাগে আছেন পবিত্রতম যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং। বলুন তো, আপনার জীবনের আদর্শ কে? মার্কস? মস্কো মার্কস্ ভবনের ডিরেকটর এবং মার্কসের জীবনচরিত লেখক Riaznov নিজেই তো মার্কসকে মাতাল-চূড়ামণি আখ্যা দিয়েছেন! আর কে—লেনিন? তাঁর স্ত্রী বলেছেন—অমন বেহেড জুয়াড়ী আর দেখা যায় না। কেবল তাই নয়। তাঁর সমস্ত লেখাই হিংসা-বিষে জর্জরিত। বাইবেলে আছে "তাহাদের ফল দ্বারাই তোমরা তাহাদের চিনিবে"। লক্ষ লক্ষ নির্দোষীর প্রাণনাশ করেছে এই কম্যুনিজম। দেশে দেশে অর্থনৈতিক ধ্বংস, আকাশে বাতাসে মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রবঞ্চনা এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এর কোন্ দিকটা ভাল—কতটুকুন ভাল—বলতে পারেন?

আত্মরক্ষায় চেষ্টায় পাত্রাসকানু বললেন, দলীয় মতবাদের যুক্তি ও বিচারের রীতি ?

—মতবাদের আক্ষরিক কোন অর্থ বা সার্থকতা নেই। ভদ্র ও গালভরা বিশেষণের আড়ালে খুব জঘন্য ক্রিয়াকলাপকে ঢাকা দেওয়া যায়। হিটলার সংগ্রাম করেছিলেন "জীবনধারণের জায়গার জন্য" (Lebensraum) এবং বহু জনসমষ্টি সমূলে নিধন করেছিলেন। ষ্টালিন বলেছিলেন, "প্রতিটি মানুষকে ফুলের মত যত্ন ও রক্ষা করব আমরা।" অথচ তিনি নানা অজুহাতে লক্ষ লক্ষ নরনারী হত্যা করেছিলেন। তাঁর নিজের স্ত্রী এবং আপনার স্ত্রীও তাদের মধ্যে অন্যতম।

অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে কিছুক্ষণ নীরবে থেকে পাত্রাসকানু নিম্নকণ্ঠে বললেন, কথাগুলি মিথ্যা নয়। কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে—পৃথিবীর মানুষকে সমাজবাদে দীক্ষিত করাই আমাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। খুব অল্প লোকই আমাদের সঙ্গে এই দীর্ঘ যাত্রায় শেষ পর্যন্ত সঙ্গী থাকবে। কিন্তু, পথের সর্বত্রই আমরা কিছু কিছু সঙ্গী পাবই। এই দেখুন না! প্রথমে আমরা রুমানিয়ার শাসকবর্গ ও রাজাকে পেলাম—তাঁরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের সহায়তা ও সাহায্যের প্রয়োজন শেষ হলে আমরাই তাঁদের বিনষ্ট করলাম। আমরা Orthodox Churchকে নানাপ্রকার প্রতিশ্রুতির ভাঁওতায় ভুলিয়ে দলে টেনে আনলাম। তারপর ছোট ছোট মণ্ডলীর ও ধর্মগোষ্ঠীকে তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলাম। কৃষকদের লাগালাম জমিদারদের বিরুদ্ধে—পরে দরিদ্র চাষীদের বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে। সব শেষে এখন দেখছেন তো—ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকলেই একই নিয়মশৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত! এই সমস্তই লেনিনের দেওয়া দলীয় বিধান এবং সর্বদাই কার্যকরী!

—সকলেই তো এখন জানে যে, আপনারা সর্বদাই আপনাদের সহ-

পথিকদের জেলে ভরেছেন, না হয় হত্যা করেছেন। তাহলে বরাবর তাদের এইভাবে ব্যবহার ও ধ্বংস করার সুযোগ পাবেন—কি করে এমন আশা করেন?

পাত্রাসকানু বললেন, তার একমাত্র কারণ—জনসাধারণ মূর্খ। তারা সহজেই প্রতারিত হতে ভালবাসে। একটা দৃষ্টান্ত ধরুন। প্রথম মহাযুদ্ধের দশ বৎসর পরে বিখ্যাত বলশেভিক চিন্তানায়ক বুখারিন সমস্ত পৃথিবীতে সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে ট্রট্স্কীর পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, আমাদের আরও অপেক্ষা করার দরকার পুঁজিবাদী দেশগুলি লাভ লোকসানের জন্য নিজেদের মধ্যেই মারামারি ও হানাহানি আরম্ভ করবে। তখন রাশিয়া কোন প্রবল পক্ষের সহায়তা করে তাকে বিজয়ী করবে এবং নিজের জন্য শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ অংশটুকু দখল করে নেবে। কি অভিনব ভবিষ্যদ্বাণী! কিন্তু তখন কেউই একথায় তেমন গুরুত্ব দিতে চায়নি। পশ্চিমী জগৎ যদি জানতো যে ইউরোপের অর্ধাংশ এবং এশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত হওয়াই শেষ পরিণাম—তাহলে বিগত মহাযুদ্ধ সংঘটিতই হত কিনা সন্দেহ! সৌভাগ্য এই যে, বিপক্ষীয়রা আমাদের যুক্তি মানতে চায় না এবং আমাদের লেখাও পড়ে না। কাজেই, আমরাও খোলাখুলি সমস্ত আলোচনা করে থাকি।

তাঁর যুক্তির একটা মারাত্মক ভ্রান্তি আমি দেখিয়েছিলাম। একটা কথা আপনি কেন মনে রাখছেন না মিঃ পাত্রাসকানু যে, আপনারা যেমন পূর্বের সাহায্যকারীদের অনায়াসে বর্জন করেছেন তেমনি আপনার কমরেডরাও আজ আপনাকে বর্জন ও ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে? লেনিনের যুক্তিধারার প্রভাবে আপনি কি আংশিক অন্ধতার বশীভূত হননি?

এইবার পাত্রাসকানু সংযম হারালেন। ক্রুদ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠে তিনি

বললেন, যেদিন গিলোটিনের মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার সময়ে Danton চোখ তুলে দর্শকদের মধ্যে উপরের সারিতে Robespierreকে দেখতে পেলেন, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, এখন দেখ, এর পরেই তোমার পালা আসছে……আমিও আপনাকে স্পষ্ট বলছি পুরোহিতমশায়, ওরাও আমার পথে অনুসরণ করবে—Ana Paukar, Georgescu এবং Luca—প্রত্যেকেই করবে ……

কথাটা মিথ্যা নয়। তিন বৎসরের মধ্যেই তা ঘটেছিল!

॥ ৯ ॥

সে সন্ধ্যায় আমাদের আর কোন কথা হয়নি।

রাত্রি দশটার একটু পরে, তখন দুইজনেই আমরা শয়ন করেছিলাম—শব্দ করে আমাদের দরজা খুলে গেল। তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল। একজন সামনে এসে বলল, উঠুন, জামা পরে নিন। বিনা বাক্যে আমি তাই করলাম। চুপিচুপি পাত্রাসকানু আমাকে ওভারকোটটাও পরে নিতে বললেন। মারধোর করলে তাতে কম ব্যথা লাগবে! সেকথাটাও শুনলাম।

তারপরে আমার চোখে কালো গগল্‌স্ পরিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে এসে দীর্ঘ বারান্দা পার হয়ে অন্য একটি ঘরের মধ্যে এনে চেয়ারে বসতে বলা হল। এইবার চোখ থেকে গগল্‌স্ খুলে নিতেই সম্মুখের টেবিলের উগ্র অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি যেন চোখের উপরে অসহনীয় প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। প্রথমে কেবল ছায়ার মত একটা মনুষ্যমূর্তিকে সামনে দেখলাম আমি। ক্রমে আলোটা চোখে সহ্য হয়ে এলে মানুষটাকে চিনতে পারলাম।

লোকটার নাম Moravetz ইনি পূর্ব সরকারে পুলিস ইনস্পেক্টরের

পদে কাজ করতেন। গোপনে কম্যুনিষ্টদের খবর বার করে দেওয়ার অপরাধে সেই সময়ে একবার শাস্তিও ভোগ করেছিলেন। এখন কম্যুনিষ্ট শাসকদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জেরাকারীর পদ পেয়েছেন।

এই তো Vasile Georgescu এসেছেন দেখছি। ঐ ডেস্কে কাগজ ও কলম আছে। ঐখানে চেয়ারটা নিয়ে গিয়ে আপনার ক্রিয়া-কলাপ ও জীবন সম্বন্ধে একটা বিবৃতি লিখে দিন।

প্রশ্ন করলাম, বিশেষ কোন্ বিষয়ে আপনার বেশী আগ্রহ?

শ্লেষাত্মক স্বরে Moravetz বললেন, পুরোহিত হিসাবে আপনি অসংখ্য পাপ স্বীকারের কাহিনী শুনেছেন। আপনাকে এখানে আনা হয়েছে—আপনার কনফেশনের জন্য।

দীক্ষার পূর্বাবস্থা পর্যন্ত জীবন কাহিনীটা লিখলাম বসে বসে। দলীয় নেতাদের চোখে পড়তে পারে এই চিন্তায়—পূর্বে তাদের মতই অবিশ্বাসী ও নিরীশ্বরবাদী হলেও কিভাবে ধীরে ধীরে আমার সত্যজ্ঞান লাভ হয় সেই বিষয়টি সবিস্তারে লিখতে লাগলাম। ঘণ্টা খানেকের বেশীক্ষণ যাবৎ আমি লিখেই চলেছি দেখে Moravetz বলে উঠলেন, আচ্ছা আজ এই-ই থাক।

আমাকে আবার পূর্ববৎ ফিরিয়ে আনা হল। দেখি, মিঃ পাত্রাসকাস্থ গভীর নিদ্রামগ্ন।

নির্বিঘ্নে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

কম্যুনিষ্টরা প্রায়ই বাঁধাধরা নিয়ম উলটিয়ে দেয়। গ্রেফতার, জেরা, ভয়-প্রদর্শন ইত্যাদির পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য তারা আকস্মিকতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চায়। যেন আচমকা বন্দীকে অসতর্ক অবস্থায় পাওয়া যায়। যেন সে ভড়কে গিয়ে সমস্ত কথা বলে ফেলে। সেজন্য মাঝে মাঝে তাকে নিশ্চিন্তভাবে ধীরে ধীরে পরিপক্ক হতে সময় দেয়।

জেরার সময়ে স্পষ্টভাবে কোন প্রশ্ন তারা করে না। এলোমেলো এবং বিপরীতমুখী প্রশ্নের পর প্রশ্নে বন্দীকে ভীত, সন্দিগ্ধ ও বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়। দিনের পর দিন চুপ-চাপ রেখে—পাশের ঘর থেকে Tape Record করা প্রাণদণ্ডের গুলি করার শব্দ, পীড়নের কাতরোক্তির শব্দ শোনানো হয়। বন্দী চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত ভাবে মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন একের পর এক ভ্রান্ত ধারণা ও যুক্তির সৃষ্টি হয় তার মনের মধ্যে। ক্রমে দুর্ভাবনা, ভীতি, দুর্বলতা ও মুক্তির জন্য ব্যাকুলতার মিশ্রিত প্রভাবে একদিন সে মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে।

জেরাকারীরা এই সময়ে সহানুভূতির ভান করে এবং পূর্ণ স্বীকার করলে মুক্তির আশা প্রদর্শন করে বন্দীকে আরও অসহায় ও অস্থির করে তোলা হয়।

ঠিক এই ভাবেই দিনকয়েক পরেই আমাকে আর একবার নিয়ে আসা হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এইবারে আমাকে একটা নীচের ঘরে আনা হল। সম্মুখের চেয়ারে বসে Appel—জেরাকারীর নাম—আমার পূর্বলিখিত বিবৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য আরম্ভ করল। পাশে উপবিষ্ট অন্য এক-জন সমস্ত কথাবার্তা লিখে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। মুখের মধ্যে একটা টফি ফেলে Appel বলতে লাগলো—মানুষের চিন্তা সর্বদাই প্রকাশ করে সে কোন্ শ্রেণীভুক্ত। শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত নই যখন, তখন প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা থাকতে বাধ্য।

আমি জানতাম যে Appel নিজেও শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত নয়। আমি স্পষ্টস্বরে বললাম, ও ধারণাটা সর্বদা অভ্রান্ত নয়। দলীয় নেতাদের কেউই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। মার্কস একজন আইনজীবির সন্তান, এঙ্গেলের পিতার যথেষ্ট ধনসম্পদ ছিল এবং লেনিনও অভিজাত ঘরের সন্তান ছিলেন। শিক্ষিত মানুষের ধ্যান-ধারণায় তার সামাজিক শ্রেণীর কোন প্রভাব পড়ে না।

কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে Appel বলে উঠলো—Mr. Teodorescu-র সঙ্গে আপনার কেমন সম্পর্ক ছিল ?

Teodorescu ? ওটা তো একটা অতি সাধারণ নাম। কোন্ মানুষটির কথা আপনি বলছেন ?

কোন উত্তর দিলো না Appel, হঠাৎ বাইবেল সম্বন্ধে কথা জুড়ে দিল। নূতন মেসায়ার আগমন সম্পর্কে যিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে আলোচনা করতে করতে সহসা এমন কয়েকজনের নাম সে অন্যমনস্কের ভান করে উচ্চারণ করে ফেললো, যারা পূর্বে রুশ সৈন্য-শিবিরে গোপন বাইবেল বিতরণের কাজে আমাকে বহু সাহায্য দিয়েছে। বিশ্ব-মণ্ডলী পরিষদের প্রেরিত সাহায্য-সম্ভার বিতরণের সময়ে গোপনে যারা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে—দেখলাম তাদের অনেকের নামও Appel-এর কাগজে লিখিত আছে।

সরাসরি বিশেষ কোন প্রশ্ন সে আমাকে আজ করল না। যে কয়টি করল, তার উত্তর শোনার পরিবর্তে কতখানি চমকিত হই, চিন্তিত বা ঘাবড়ে যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে ফেলি,—এইগুলির জন্য সে তীক্ষ্ণভাবে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। এইভাবে, প্রায় ঘণ্টাখানেক আমার প্রতিক্রিয়া ও মৌখিক ভাবভঙ্গির ওপরে সূক্ষ্ম গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে সে তার জেরা শেষ করে আমাকে ফিরিয়ে দিল।…

পাত্রাসকান্থ অনেক সময়ে কেবল সময় কাটানোর জন্যই আমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করতেন। একদিন ধর্ম সম্বন্ধে হঠাৎ বলে ফেললেন, বিদ্যালয়ে থাকার সময়ে ও সব আমার শেষ হয়ে গেছে, পুরোহিতমশাই। তখন প্রার্থনা করতাম নিয়মিত ভাবেই। পরে ছেড়ে দিই—

জানতে চাইলাম—তার কারণ কি।

কারণ ? আপনার যীশু খ্রীষ্ট বড় বেশী মাত্রায় দাবি করেন। বিশেষত যুবক-যুবতীদের কাছে।

তাই নাকি? আমার তো কোনদিন মনে হয়নি যে যীশু কারো কাছেই কিছু দাবি করেন। আমাকে জন্মদিনের উপহার কিনে দেওয়ার জন্য আমি আমার ছেলেকে টাকা দিয়ে থাকি। যীশুও আমাদের প্রয়োজনমত গুণাবলী আমাদের দিয়ে থাকেন—যেন তার সাহায্যে আমরা আরও ভাল ও উন্নত জীবন-যাপন করি। তবে, আমার মনে হয়, আপনার ধর্মশিক্ষকরা তেমন উপযুক্ত ছিলেন না।

হতে পারে। খুব বাজে-মার্কাও ছিলেন তাঁরা। তাছাড়া আপনার খ্রীষ্টধর্মে এমন অনেক বস্তু আছে—যা চোখ কান খুলে গ্রহণ করা যায় না।

যেমন—?

আপনাদের তথাকথিত নম্রতা। বিশেষতঃ অত্যাচারের কাছে বশ্যতা! রোমীয়দের কাছে প্রেরিত পৌলের পত্রই ধরুন। সেখানে বেশ খুলেই বলা আছে যে, কর্তৃত্ব যা কিছু সমস্তই ঈশ্বরের—সুতরাং আমরা যেন সর্বদা ভাল হয়ে চলি। শুল্ক, কর ইত্যাদি নিয়মিত প্রদান করি, কোন অন্যায় বা অনিয়ম হলেও চেঁচামেচি না করি। কখন এই সমস্ত বলা হয়েছিল? যখন শাসক ছিলেন মহামহিম নীরো!

আমি শান্তস্বরে বললাম, আর একবার বাইবেল পড়ে দেখবেন। বৈপ্লবিক উত্তাপ ও ঘটনার বহু সাক্ষাৎ আপনি পাবেন। সম্রাট ফরৌণের বিরুদ্ধে যীহুদি ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে একে একে শমূয়েল, যায়েল, জেহু এবং আরও বহু অত্যাচারের প্রতিবাদকারীর কাহিনীতে বাইবেল পূর্ণ। বেশী কথার দরকার নেই—আপনি বলতে পারেন ঈশ্বর সমর্থিত হয়ে কি করে কোন একটি শক্তি অধিকার পায়? সেও কোন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই তো! সুতরাং কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতার অর্থই হচ্ছে—সফল বিপ্লবের দক্ষ নেতৃত্বের কাছেই বাধ্যতা! ইংরাজদের ক্ষমতাচ্যুত করেই ওয়াশিংটন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

—যেমন জারদের তাড়িয়ে লেনিন ক্ষমতা দখল করেন।

ঠিক কথা। কিন্তু আরও নিষ্ঠুর ও বিভীষিকাময় রাজত্ব সৃষ্টি করার জন্যই। পুনরায় বিপ্লব হবে এবং এই সন্ত্রাসেরও অবসান হয়ে তখন শান্তি ও মুক্তির সরকার কায়েম হবে। সেই কর্তৃত্ব আসবে ঈশ্বরের নিকট হতে। তাকে আমরা সকলেই মানবো। বাইবেলের নম্রতা বা বাধ্যতা—অত্যাচারীদের প্রতি কক্ষনো নয়। কিন্তু নিরর্থক রক্তপাত ও সাফল্য সম্ভাবনাহীন বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্যই উপদেশ।

পাত্রাসকাস্থ জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ, "কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দাও"—একথা অর্থ কি? যীশুদিদের কি তিনি রোমীয় অত্যাচারের বশ্যতা স্বীকার করতে বলছেন না?

প্রথম কৈসর একজন দস্যু ও পরস্বাপহরণকারী ছিলেন। একজন সেনাপতি হয়ে তিনি ক্ষমতাবলে রাজ্য দখল করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরাও অন্যায়ভাবে প্যালেষ্টাইনের ওপর আধিপত্য চালায়—ঠিক যেমন রাশিয়ানরা এখন করছে। সুতরাং যীশুর উপদেশ—"কৈসরের যাহা যাহা—তাহা কৈসরকে দাও"—যথাযোগ্যই বটে। কৈসরের যথার্থ যা পাওনা—অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে বুটের ঠোক্কর এবং গলা ধাক্কা তাই-ই তিনি দিতে বলছেন।

পাত্রাসকাস্থ এবারে মহোল্লাসে হাসতে লাগলেন, যদি প্রত্যেক পুরোহিত আপনার মতই বাইবেলের ব্যাখ্যা করেন, তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোনই মতভেদ থাকে না!

পরদিন সকলেই পাত্রাসকাস্থকে আহ্বান করে সেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। আমার সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি। আমার অনেক কথায় তাঁর মনের মধ্যে নূতন আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে বুঝতে পেরেছিলাম—যদিও তিনি সেকথা স্বীকার করতে চাননি।

বহু বৎসর পরে আমি তাঁর সম্বন্ধে শেষ খবর শুনতে পেয়েছিলাম···

আমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হল।

ক্ষুদ্রাকৃতি এই প্রশ্নকারীটি—Vasilu প্রথমেই আমাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করে বসল, যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে—তাদের সকলের নামের একটা তালিকা লিখে দিন। কার সঙ্গে কি সম্পর্কের পরিচয়—সমস্তই লিখবেন।

ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম।

কাকে বাদ দেব, কার নাম লিখবো—সহসা যেন ঠিক করাই অসম্ভব হয়ে উঠল। যাদের রক্ষা করতে গিয়ে বাদ দেব—পরে অনুসন্ধান করার ফলে যদি সেটা ধরা পড়ে—তবে তা আরও সন্দেহ ও বিপদের কথা হয়ে উঠবে। অথচ সকলের নাম লেখাও তো সম্ভব নয়।

আমার ইতঃস্তুতি, দেখে Vasilu হেঁকে উঠলো, ছাঁটাই বাছাই নয় —প্রত্যেকের নাম চাই।

বিলম্ব না করে এবারে আমি আরম্ভ করে দিলাম। আমার পরিচিত সহকারী ও মণ্ডলী সভ্যদের নাম লিখলাম প্রথম দফায়। এতেই প্রায় দুটি পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর পার্লামেণ্টের কম্যুনিষ্ট সদস্যদের এবং গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগের পরিচিত কর্মচারীদের নামও সে তালিকায় যুক্ত করলাম।

দুই নম্বর প্রশ্ন—আপনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কি করেছেন?

—আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?

Vasilu টেবিলে থাবা মেরে বলে উঠলো, আপনি জানেন কি করেছেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে—স্বীকার করুন। আপনার Orthodox Church-এর সহকর্মীদের বিষয় লিখুন। ফাদার গ্রিগোরিও সম্বন্ধেই প্রথমে ধরুন—লিখুন, লিখে যান, কিছু বাদ দেবেন না।

এটিও ওদের জেরা করবার একটি নিয়ম। পুরোহিত বন্দীদের একে

অপরের সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করে খবর আদায় করত ওরা। প্রোটেষ্টাণ্টকে Orthodox পুরোহিত সম্পর্কে, ক্যাথলিককে অ্যাডভেন্টিষ্ট সম্পর্কে এবং ব্যাপটিষ্টের কাছে ক্যাথলিক সম্বন্ধে জেরা করা ওদের জিজ্ঞাসাবাদের একটা ধারা ছিল। যাইই উত্তর লেখা হোক না কেন, পরে আপনাকে ওরা জড়িত করবেই।

আমার ক্ষেত্রে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের এই আরম্ভ মাত্র।

বন্দীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল। অথচ, যোগ্যতাসম্পন্ন জেরাকারীর সংখ্যা অল্পই। তবে, সোভিয়েট রীতি অনুযায়ী বহু কর্মচারীকেই তখন এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল।

যাই হোক, আমি ইতিমধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার বেশ অবকাশ পেলাম এবং দিনকয়েক পরেই আমার দাড়ি কামানোর সময়ে ক্ষৌরকার চুপি চুপি যখন খবর দিল যে, সাবিনা, আমার পত্নী ভালই আছেন এবং নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমার স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। আমি এখন দ্বিধাহীন ভাবে আমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দিস্তার পর দিস্তা লিপিবদ্ধ করে আমার প্রশ্নকারীদের আদেশ পালন করতে লাগলাম। অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে যতটা সম্ভব কম তথ্য আমি প্রকাশ করতাম। কোন বন্ধু গোপনে পশ্চিমের কোন দেশে পলায়ন করেছে, মাত্র এইটুকু খবর দিলেও সেই সংশ্লিষ্ট পরিবারের উপরে উৎপীড়ন ও নির্যাতনের সীমা থাকতো না।

মাসের পর মাস ধরে চলল—এই সীমাহীন জিজ্ঞাসাবাদ। বন্দীকে তার অতীত জীবনের অপরাধ সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চিত ও লজ্জিত-অনুতপ্ত হতে হবে। তবেই তার মধ্যে নূতন জ্ঞান, নূতন শিক্ষা ও সংস্কারের বীজ রোপণ সম্ভব হবে এবং তার ফলেই সে ভবিষ্যৎ জীবনে দলীয় শাসন-ব্যবস্থার দৃঢ়বিশ্বাসী শরিক হবে।

সম্মুখে যন্ত্রণার দিন ঘনিয়ে আসছে—বুঝতে পেরে আমিও মনে মনে

স্থির করলাম, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার বদলে আমি বরং আত্মঘাতী হবো। এতে আমার পাপের কোন ভয় নাই। খ্রীষ্টীয়ানের মৃত্যুর মানেই—খ্রীষ্টের নিকটবর্তী হওয়া। আমি সমস্ত কথা বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। বর্বরদের হাতে নিজের কুমারীত্ব বিনষ্ট হতে দেওয়ার আশঙ্কায় সেণ্ট Ursula যে আত্মঘাতী হয়েছিলেন—তার ফলে যদি তাঁর পাপ না হয়ে মহিমা বৃদ্ধি হয়ে থাকে, তাহলে বন্ধুদের রক্ষা করাটা নিশ্চয়ই আমার প্রাণরক্ষার অপেক্ষাও মহান কর্তব্য!

কিন্তু আত্মহত্যার প্রণালী নিরূপণ এবং তার ব্যবস্থা করাই একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। প্রহরীরা বন্দীদের জামা-কাপড়, বিছানা, কারাকক্ষ—নিয়মিত ভাবে সমস্তই তন্ন তন্ন করে দেখতো। আত্মঘাতনের কোন বস্তু, কাচের টুকরো, দড়ি, দাড়ি কামানোর ব্লেড, কিছুই লুকিয়ে রাখার উপায় ছিল না। শেষে, একদিন সকালে জেলের ডাক্তারের কাছে উদ্বিগ্ন স্বরে বললাম, ওরা যে-সব প্রশ্ন করেছে এবং যে-সব তথ্য আমাকে লিখতে বলেছে—তার কিছুই আমি স্মরণে আনতে পাচ্ছি না ডাক্তার, আজ কয়েক সপ্তাহ আমার একটুও ঘুম হচ্ছে না।

ডাক্তার প্রতি রাত্রে একটি করে ঘুমাবার বড়ির আদেশ লিখে দিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। আমিও একটা উপায় স্থির করে এইবারে নিশ্চিন্ত হলাম। রাত্রে বড়িটা মুখে দেওয়ার সময়ে প্রহরীকে দেখাতে হত যে, সেটা আমি গিলে ফেলেছি। কিন্তু—জিভের নীচে টিপে রেখে অনায়াসে 'হাঁ' করে আমি প্রহরীকে প্রবঞ্চনা করতে থাকলাম। সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বড়িটা বার করে এনে লুকিয়ে রাখতাম। অন্য কোন জায়গা না পেয়ে মিঃ পাত্রাসকানুর ছেড়ে যাওয়া বিছানার তোশক ছিঁড়ে খড়ের মধ্যেই বড়িগুলি প্রতিদিন লুকিয়ে রাখতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে পনের-কুড়িটি ট্যাবলেট জমা হয়ে গেল। মনে মনে

আমিও নিশ্চিন্ত হলাম যে, বন্ধুদের রক্ষার জন্য শত পীড়ন ও যন্ত্রণার চাপেও আমার আত্ম-বিক্রয় করার কোন সম্ভাবনা আর থাকলো না। তার পূর্বেই আমি সুব্যবস্থা করার ক্ষমতা অর্জন করে রাখলাম। কিন্তু—একথাও সত্য যে, এই চিন্তাও আমাকে মাঝে মাঝে অত্যন্ত অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ করে তুলতো।

এদিকে বসন্ত পার হয়ে গ্রীষ্ম এসে গেল।

কারাগারের বাইরের গাছপালা থেকে নানা শ্রেণীর পক্ষীর কলরব ভেসে আসতে লাগল। একটি মেয়ে কোথায় যেন উচ্চকণ্ঠে গান গাইছে, দূরের রাস্তায় ট্রাম গাড়ীর শব্দ আসছে! পাখীর পালক, গাছের পাতা, বনকুসুমের রেণু বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসে আমার ঘরের মেঝেয় পড়ছে। ...প্রার্থনার মধ্যে ক্রন্দন করে আমি বললাম, পিতা, এ-সব কী করছ তুমি আমার প্রতি? কেন তুমি আমাকে আত্ম-বিনাশের সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছো? এ জীবন যে তোমারই জন্য আমি উৎসর্গ করেছি প্রভু?

মাথার ওপরের ছোট গবাক্ষপথে সেদিন সন্ধ্যায় সহসা তাকিয়ে দেখি, তমসাবৃত আকাশের বুকে একটি উজ্জ্বল প্রথম তারা। মনের মধ্যে চিন্তা জাগলো, কই অন্য দিন তো আকাশের দিকে তাকাবার কথা মনে হয় না। এমন করে আঁধার আকাশের প্রথম উজ্জ্বল তারাটি সাক্ষাৎ দৃষ্টিপথে পড়ে না? এর মানে কি? লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন এই তারা আজ হঠাৎ কীসের জন্য এইভাবে আমার চোখে ধরা দিল? এই কি তবে ঈশ্বর পিতার সান্ত্বনা-সঙ্কেত?

পরদিন সকালে আমার কক্ষের দরজা খুলে একজন প্রহরী নিঃশব্দে আমার সম্মুখের খাটের তোশকখানা তুলে নিয়ে চলে গেল—সম্ভবতঃ অন্য বন্দীর জন্যই! গেল তার সঙ্গে আমার সঞ্চিত ঘুমের ট্যাবলেট প্রায় কুড়ি বাইশটি। প্রথমে ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে

চিন্তা করে আপন মনেই হেসে উঠলাম। বহুদিন পরে হঠাৎ মনে হল—অন্তরটি যেন অনেকটা শান্ত ও ধীর হয়েছে। আমার আত্মহত্যা ঈশ্বর সমর্থন করেন না, সেই জন্যই সমস্ত আয়োজন এইভাবে তিনি বিফল করে দিলেন। আরও বুঝলাম, যখন এতটাই তিনি করলেন, তখন সম্মুখের যে যন্ত্রণা পর্ব আমার ঘনিয়ে আসছে —তার জন্যও নিশ্চয়ই তিনি আমাকে শক্তি ও সাহস জোগাবেন!

॥ ১১ ॥

গোয়েন্দা পুলিশ এতদিন ধৈর্যশীল ছিল, কিন্তু এইবার তারা সত্যিকারের কিছু ফলাফল চায়! কয়েক দিন থেকেই আমি এই রকম একটা আভাষ শুনছিলাম।

নূতন জিজ্ঞাসাবাদের পালা আরম্ভ হল।

কর্ণেল Dulgheru দুইখানি হাত টেবিলের ওপরে আমার দিকে বাড়িয়ে অদ্ভুত কোমল তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, এতদিন আপনি আমাদের সঙ্গে খেলা করে এসেছেন। এবার তার শেষ হবে।

যুদ্ধের আগে Dulgheru সোভিয়েট দূতাবাসে কাজ করতেন। সে সময়ে দলপতিদের অসন্তোষ ভাজন হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন এবং জেলখানায় অন্যান্য কম্যুনিষ্ট বন্দীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সম্পর্কে জড়িত হন। Gheorghiu-Dej তাঁদের অন্যতম। তাঁরা সকলেই Dulgheru-র প্রখর বুদ্ধি, মায়া-মমতাহীন রুক্ষতা এবং অনমনীয় জেদ লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে, কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত সরকারে আজ তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর গেয়েন্দা অফিসার। বন্দীদের জীবন মরণের ক্ষমতাও তাঁর দখলে।

সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করা হল একজন রেড আর্মি অফিসার সম্বন্ধে।

রাশিয়ার সৈন্যশিবিরে গোপনে বাইবেল বিলি করার সময়ে যাকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। এ যাবৎ আমার বাইবেল বিতরণের গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ পায়নি কিন্তু ধৃত সৈনিক তার স্বীকারোক্তিতে আমার বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করলেও গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকাশ করল যে সৈনিকটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সুতরাং এখন এই জেরার সময়ে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আমার প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করা দরকার মনে হল। সৈনিকটিকে আমি স্বহস্তে বুখারেষ্ট শহরে দীক্ষা দান করেছিলাম, এবং তারপর থেকেই আমার প্রচারকার্যে সে সহায়তা করে আসছিল।

Dulgheru আমার উত্তরগুলিতে যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে চাইল না। নানাভাবে ও দৃষ্টিকোণ থেকে সে আমাকে জেরার পর জেরা করে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলল এই অত্যাচার।

প্রথমে কক্ষ থেকে সমস্ত বিছানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সারা-রাত্রি চেয়ারে বসে বসে আমি একটি ঘণ্টাও ঘুমবার সুযোগ পেলাম না। প্রতি দুই তিন মিনিট বাদেই দরজায় একটা চাবি ঘুরানোর শব্দ হয় এবং সামান্য ছিদ্রপথে প্রহরীরা চোখ লাগিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যত বারেই আমাকে সামান্য একটু নিদ্রালু দেখে ততবারেই ভিতরে প্রবেশ করে এবং লাথি মেরে আমাকে জাগিয়ে দেয়। কয়েক সপ্তাহের পরে আমার সমস্ত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেল। একদিন রাত্রে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে দেখি আমার কক্ষদ্বার খোলা। বাইরের বারান্দা থেকে সুমিষ্ট মৃদু বাদ্যধ্বনি ভেসে আসছে মনে হল—অথবা আমার অসুস্থ মস্তিষ্কের ভ্রান্তি কিনা তাও বুঝতে পারলাম না। ক্রমে বাজনার শব্দ বিকৃত হতে হতে শেষে একটি স্ত্রীলোকের চাপা কান্নার আওয়াজে পরিণত হল। এক একবার জোরে কেঁদে উঠতে লাগলো স্ত্রীলোকটি

ব্যাকুল ভাবে। কণ্টকিত দেহে আমি পূর্ণ জাগ্রতভাবে উঠে বসলাম। আমার স্ত্রী সাবিনা এখানে কাঁদছে কেন?

—না না, প্লিজ, আমাকে আর মারবেন না—প্লিজ না। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা—ও ঈশ্বর!

নরম মাংসে আবার চাবুকের আঘাতের শব্দ—'স্-স্-প্'! সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের মাত্রা বাড়তে থাকে। মর্মান্তিক যন্ত্রণাবোধের আকুল ছটফটানি সেই কান্নায় মূর্ত হয়ে ওঠে! নিষ্ফল ক্রোধে বিভীষিকায় ও হতাশায় আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠি। ক্রমে ক্রমে সেই কান্নার শব্দ হ্রাস পেতে থাকে। নিম্নমাত্রার এই ক্রন্দনের শব্দে আমি বুঝতে সক্ষম হই যে, এ-কণ্ঠ সাবিনার নয় অন্য কোন স্ত্রীলোকের। ক্রমে ক্রন্দন শব্দ নীরব হয়ে গেল। সকলপ্রকার ভাব, অনুভূতি ও চেতনা হারার মতন আমি স্বেদসিক্ত ও অবশপ্রায় শরীরে বসেই রইলাম।

পরে জানতে পেরেছিলাম—সে কান্না ও যন্ত্রণা ও প্রহারের শব্দ সমস্তই টেপ-রেকর্ড করা। কিন্তু, কারাগারের কক্ষে কক্ষে প্রতিটি বন্দী সেই যন্ত্রণা-দগ্ধ ক্রন্দনধ্বনি তার ফেলে-আসা পত্নী অথবা প্রেমিকার দুরবস্থার সাক্ষ্যরূপে শুনেছে এবং অন্তরের মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছে।

Dulgheru একজন মার্জিত ও শিক্ষিত বর্বর। সোভিয়েট গোয়েন্দা কর্মচারীদের মতন। সে নিজেই বলত, যন্ত্রণার হুকুম দিই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য—কিন্তু অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। সমস্ত কারাগারেই তার অসীম ক্ষমতা ছিল। নিজের ইচ্ছানুযায়ী সে কারাগারের যে কোন নিয়ম বা রীতি অমান্য করত। প্রায়ই রাত্রিকালেই সে আমার কক্ষে এসে ইচ্ছানুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ, ভয়-প্রদর্শন এবং অপমানকর ব্যবহার করত।

একদিন কয়েক ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করার পরে হঠাৎ সে বলে উঠল,

চার্চ অব ইংলণ্ড মিশনের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? সেখানে তোমার ভূমিকা কি?

শান্তকণ্ঠে আমি বললাম, একবার ওয়েষ্ট মিনষ্টার অ্যাবীতে আমি ঘুরে এসেছি। সে আরও যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ স্বরে সে বলে উঠল, তুমি জানো কি, এখন, এই রাত্রেই আমি তোমার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি? জঘন্য ও বিপজ্জনক প্রতি-বিপ্লবীর অভিযোগে?

আমি পূর্ববৎ শান্তস্বরেই বললাম, কর্ণেল, এইবার একটা পরীক্ষার উপযুক্ত সুযোগ আপনি পেয়েছেন। আপনি বলছেন, আপনি এখনই আমাকে গুলি করে হত্যার আদেশ দিতে পারেন। আমিও জানি—আপনি তা পারেন। তাহলে, আমার এই বুকের ওপরে হাত রেখে আপনি দেখুন একবার। যদি জোরে জোরে বুকের মধ্যে শব্দ পান—তাহলে আমার ভয় ও উত্তেজনার প্রমাণ আপনি পারেন। আপনি আরও প্রমাণ পাবেন যে, তাহলে ঈশ্বর নাই, আমরা প্রবঞ্চনা করি—কিন্তু যদি আমার বুকের শব্দ মৃদু এবং স্বাভাবিক হয়—তাহলে জানবেন যে, মৃত্যুর পরে সেই প্রেমময় ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্যই এ-হৃদয় পরম নিশ্চিন্ত! তাহলে আপনাকেও আবার গোড়া থেকে সব চিন্তা আরম্ভ করতে হবে। একজন ঈশ্বর আছেন এবং অনন্ত জীবনও আছে—জানবেন—

সশব্দে আমার মুখের ওপরে Dulgheru একটা চপেটাঘাত করল এবং পরক্ষণেই সংযম হারানোর জন্য দুঃখ প্রকাশও করল।—Georgescu তুমি মূর্খ! তুমি কি দেখতে পারছো না যে, এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে আমারই কৃপায় আছো? তোমার ত্রাণকর্তা বা যাই-ই বলো, কিছুতেই কেউ এসে এখানে তোমাকে মুক্তি দিতে পারে না। এ জীবনে ওয়েষ্ট মিনষ্টার অ্যাবী দেখার সুযোগ আর কোন দিনই হবে না?

আমি বললাম—তাঁর নাম খ্রীষ্ট যীশু। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি

আমাকে মুক্তি দিতে পারেন এবং আমি ওয়েষ্ট মিনষ্টার অ্যাবীও আবার দেখতে যাবো। বুঝতে পারলাম, অনেক চেষ্টার সঙ্গে Dulgheru তার রাগ দমন করছে। নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে ও কণ্ঠস্বর চেপে সে বলে উঠল, খুব ভাল কথা। কাল কমরেড Brinzaru তোমার সঙ্গে দেখা করবেন, মনে রাখো।

আমারও মনের মধ্যে এই চিন্তা ছিল। মেজর Brinzaru ছিলেন Colonel Dulgheru-র একজন প্রিয় সহকারী। একটা ঘরভর্তি ডাণ্ডা, চাবুক, রবারের শক্ত যষ্টি ইত্যাদি দেখিয়ে ব্রিঞ্জারু আমাকে বললেন, এর মধ্যে আপনার কোন্‌টা পছন্দ? এ বিষয়ে আমরা খুবই গণতান্ত্রিক। রবারের শক্ত যষ্টিটা (Truncheon) নামিয়ে তার গায়ের মার্কা দেখিয়ে তিনি বললেন, দেখে নিন ভাল করে। আমরা এগুলো ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এগুলো আসে আপনাদের বন্ধু আমেরিকানদের কাছ থেকে। দেখেছেন—Made in USA?

কিন্তু রবার যষ্টির প্রহার আমাকে ভোগ করতে হয়নি। নৈশ প্রহরার সময়ে দরজার চোরা-ফুটোয় চোখ দিয়ে সেদিন প্রশ্ন করলেন, আছেন তো Georgescu? আজ রাত্রে যীশু কি করছেন?

তিনি আপনার জন্যে প্রার্থনা করছেন।

Brinzaru গম্ভীরভাবে প্রস্থান করলেন।

পরদিন তিনি আবার এলেন। বললেন, প্রশ্নগুলোর জবাব তৈরী হয়েছে? আচ্ছা—এইবার ঠিক হয়ে যাবে—

দেওয়ালের দিকে মুখ করে মাথার ওপরে দুটো হাত তুলে আমাকে দাঁড়াতে বলা হল। চলে যাবার সময়ে প্রহরীকে কেবল বললেন, ঐ ভাবেই রাখবে।

অবশেষে যন্ত্রণা আরম্ভ হল।

বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন না করেই বলছি, কেননা কারাগারের মধ্যে

গোপন উৎপীড়ন পদ্ধতির মধ্যে সর্বত্রই এই সব প্রচলিত আছে। প্রথমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। হাত দুটি সকল অনুভূতি হারিয়ে কখন অবশ হয়ে গেছে। তারপর—পা দুটিও কাঁপতে আরম্ভ হল। পরে ফুলতে লাগল। যখন চেতনা হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গেলাম—তখন একটুকরো রুটি ও এক ঢোক জল খেতে দেওয়া হল আমাকে। তারপর আবার দাঁড়াতে বলা হল। প্রহরী বদল হয়ে গেল। এক একজন আবার নানা প্রকার ভঙ্গিতে সামনে অথবা পশ্চাৎ-দিকে বক্রভাবে হেলে দাঁড়াবার আদেশ করতে লাগল।

দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন চলতে লাগল এই অভিনব ও সহজ শাস্তি পর্ব! সামনে সেই সাদা দেওয়াল! আমি চিন্তা করলাম —কষ্টকে সহ্যের সীমায় আনবার প্রয়াসে, এই দেওয়াল ঈশ্বরকথিত সেই দেওয়াল, যেটা ইস্রায়েলের অন্যায় আচরণের জন্য তাঁদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল। আজ খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের ব্যর্থতা ও ত্রুটির জন্যই কম্যুনিজমের এত প্রসার এবং সেই জন্যই আজ আমার সম্মুখে এই দুঃখময় দেওয়াল।

আমার আরও মনে পড়ল একটি স্মরণীয় বাক্য: "সদাপ্রভুর সহায়তায় আমি সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি!" ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতে মিলিত ও যুক্ত হওয়ার জন্য আমিও প্রতিনিয়ত এই দেওয়াল উল্লঙ্ঘনের প্রয়াসে নিযুক্ত আছি। মনে পড়ল, কনান দেশে প্রত্যাবর্তন করে যীহুদি চরেরা খবর দিল যে, শহরগুলি বড় এবং প্রাচীর বেষ্টিত ছিল—কিন্তু ঠিক যেভাবে জেরিকো সহরের প্রাচীর ভূপাতিত হয়েছিল—অনুরূপভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার সম্মুখের এই দেওয়ালও বিনষ্ট হবেই!

শারীরিক বেদনা ও কষ্ট যখন আমাকে সহ্যের সীমানার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইত, তখন সেই যন্ত্রণার মধ্যেও আমি চিন্তা করতাম পরম গীতের সেই মধুর বাক্যগুলি: আমার প্রিয়তম তরুণ হরিণের ন্যায়! "দেখ, সে প্রাচীরে পিছনে দাঁড়াইয়া আছে!" আমার সম্মুখের প্রাচীরের

আড়ালেও যীশু উপস্থিত আছেন এবং আমাকে শক্তি দিচ্ছেন! পাহাড়ের উপরে যতক্ষণ মোশি ঊর্ধ্বে হাত তুলে রেখেছিলেন, ততক্ষণই ঈশ্বর মনোনীত জাতি যুদ্ধে জয়লাভ করছিল এবং অগ্রসর হচ্ছিল। কি জানি আমাদের এই অকথ্য যন্ত্রণা ভোগের দ্বারা ঈশ্বরের ভক্তরা আজ তাঁদের সংগ্রামে জয়ী হয়ে চলেছেন……

মধ্যে মধ্যে Major Brinzaru এসে কিছুক্ষণ আমার যন্ত্রণাভোগ লক্ষ্য করে প্রশ্ন করতেন—আমি ষোলো আনা সহযোগিতা করতে সম্মত কিনা। একদিন আমাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, উঠুন, আপনাকে আর একবার ওয়েষ্ট মিনষ্টার অ্যাবি দেখতে দেবার ব্যবস্থা আমরা করেছি। চলুন, রওনা হতে হবে—

প্রহরী আদেশ করল—উঠুন, হাঁটা আরম্ভ করুন। থামা চলবে না! আমরা চোখ রাখছি।

জুতা পায়ে দিতে গিয়ে দেখলাম, পা দুটি অসম্ভব ফুলে আছে—জুতা পায়ে ঢুকছে না। ওদিকে আবার হাঁক পড়ল—উঠে দাঁড়ান, চলতে আরম্ভ করুন। ঘুরে ঘুরে হাঁটলে আমার কক্ষটির বারো ধাপের মাপ। চার ধাপ—একটি দেওয়াল, দুই ধাপ অন্য দেওয়াল—আবার চার এবং দুই·· ছিন্নবিচ্ছিন্ন মোজা পায়ে আমি ঘুরে ঘুরে কক্ষটি প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। হঠাৎ হুকুম হল—অত ধীরে নয়, জোরে হাঁটুন।

এইবার মাথা ঘুরতে আরম্ভ হল। "জোরে হাঁটুন, কিছুই হচ্ছে না, মেজর দেখলে প্রহারের আদেশ দেবেন।"

সম্মুখের একটা দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল অসহ্য বেদনার সঙ্গে। চোখ জ্বালা করতে করতে জলে ভরে গেল। হাঁটছি হাঁটছি—ঘরময় ঘুরপাক খাচ্ছি—মাতালের মত, পাগলের মত, দম দেওয়া বৃহৎ পুত্তলিকার মত!

হয়েছে থামুন! ঘুরে দাঁড়ান—হাঁটুন আবার, জোরে। কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পরেই আবার সেই যন্ত্রণা আরম্ভ হল। ধীরে ধীরে আমার

সর্ব শরীর আড়ষ্ট ও অবশ হয়ে পড়ল, পায়ের গোলমাল হয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলাম মেঝেয়। আমার কনুই-এর নীচে কাঠের দণ্ডটি দিয়ে সশব্দে আঘাত করল প্রহরী। না না, শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া চলবে না উঠুন—উঠে পড়ুন। হাঁটতে হবে—জোরে, আরও জোরে!

আমি হতচেতন হয়ে আবার পড়ে গেলাম ··

সামান্য একটুকরো রুটি ও কয়েক ঢোক পানীয় জল—তারপর আবার সেই হুকুম—উঠে পড়ুন, হাঁটুন, আরও জোরে···

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বন্দীদের মধ্যে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সহিষ্ণু তাদের সকলকেই এই "বাধ্যতা চক্র" ভোগ করতে হত। শারীরিক কষ্ট, তার সঙ্গে ক্ষুধা ও পিপাসায় বন্দী মৃতপ্রায় হয়ে পড়লে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামিয়ে সামান্য একটু রুটি ও কয়েক ঢোক জল দেওয়া হত। তারপর আবার সেই বাধ্যতা চক্র। সামান্য একটু বিশ্রামের ফলে পা দুখানা এবার আরও দুর্বল ও ব্যথাপূর্ণ হবে। মাংস পেশী টান টান হয়ে উঠতো—ভারী ভারী পা দুটি আর কিছুতেই তোলা সম্ভব হত না!

আমি আবার পড়ে গেলাম, কিন্তু প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়ে এবার হামাগুড়ি দিয়েই চলা আরম্ভ করলাম।···

এই অকথ্য ও অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কত দিন বা কত রাত আমি কাটিয়েছি—তার সঠিক হিসাব আজ আর আমার মনে নেই। কষ্ট যতই হোক তারই মধ্যে আমি প্রহরীদের জন্যও প্রার্থনা নিবেদন করতাম। ছোট ঘরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খেতে মাথা ঘুরতো, সারা শরীর টলতো—এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল বা দরজা কিছুই বুঝতে পারতাম না। মনে হত—গোটা কামরাটাই বুঝি দুলছে এবং ঘুরছে। যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই আমি অচেতন হয়ে পড়তাম।

## ॥ ১২ ॥

প্রায় মাসখানেক হল—আমার চোখে ঘুম নেই।

এরই মধ্যে একদিন আমার চোখে কালো গগল্‌স্ পরিয়ে প্রহরী আমাকে আর একটা সাক্ষাৎকারের ঘরে নিয়ে এল।

এটা খুব বড় এবং আসবাবের বাহুল্যহীন ঘর। একটি টেবিলের ধারে অস্পষ্ট ভাবে দেখলাম, তিন-চারজন বসে আছে। খালি পায়ে এবং হাতে কড়া লাগানো অবস্থায় আমি তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গায়ের একমাত্র জামা, একটা ছেঁড়া নোংরা শার্ট।

পুরাতন ও পরিচিত প্রশ্নগুলিই আবার করল ওরা।

পুরাতন ও পরিচিত উত্তরই আমি দিলাম তাদের।

প্রশ্নকারীদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন। প্রশ্নোত্তরের মাঝে এক সময়ে তিনি কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, ঠিক ঠিক উত্তর না দিলে তোমাকে তক্তার ওপরে লম্বিত করা হবে।

এই উৎপীড়নের যন্ত্রটির শেষ ব্যবহার হয় ইংলণ্ডে তিন শত বৎসর পূর্বে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। সম্প্রতি কয়েক বৎসর দলীয় কার্য সিদ্ধির জন্য এই পীড়ন যন্ত্রটির আমদানী করা হয়েছে।

আমি উত্তর দিলাম, ইফিষীয়দের পত্রে সেণ্ট পল বলেছেন—ক্রুশারোপিত খ্রীষ্টের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্যই আমাদের সাধনা ও ব্রত থাকা উচিত। কষ্ট দেওয়ার জন্য তক্তায় শুইয়ে আমাকে পীড়ন করার দ্বারা আমার জীবনের সেই ব্রতই আপনারা সফল করবেন-মাত্র!

অধৈর্যভাবে স্ত্রীলোকটি টেবিলে শব্দ করে সঙ্গীদের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে কি যেন আলোচনা করলেন। কি জানি তাঁর কর্কশ ধমকের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ার জন্যই হয়তো ওরা তক্তায় শোয়ানোর শাস্তি না দিয়ে আর একটি ঘরে আমাকে নিয়ে এল। মাথার ওপরে একটা বড় ঢাকনা (Hood) পরিয়ে দেওয়া হল। আমাকে মাটিতে উবু হয়ে বসতে বলা

হল—হাঁটুর চারদিকে হাত বেষ্টন করে। একটা ধাতুনির্মিত ডাণ্ডা আমার কনুই ও হাঁটুর মধ্যে চালিয়ে দিয়ে ওরা আমাকে ওপরে তুলতে লাগলো। ঘরের মধ্যস্থলে ঝুলানো দড়ির সঙ্গে সেইভাবে আমাকে বাঁধা হল। ফলে—পা দুটো ওপর দিকে এবং মাথা নীচের দিকে রেখে আমি ঝুলতে লাগলাম।

এর পরে আরম্ভ হল পায়ের পাতায় চাবুক!

প্রতিবারেই মনে হতে লাগল, এইবারই প্রাণ বার হয়ে যাবে। এত অকথ্য ও অসহনীয় সেই প্রহারের যাতনা। মাথায় ঢাকা পরে থাকায় জন্য কখন আঘাত পড়ছে—তার কিছুই জানতে পারছি না। ফলে, অসতর্ক ভাবে প্রাপ্ত আঘাতের বেদনা যেন দশগুণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠতে লাগল। কেবল তাই নয়। বেপরোয়া আঘাতগুলির এক একটা আমার জঙ্ঘা ও পশ্চাদ্দেশেও চলতে থাকায় আমার সমস্ত শরীর যেন টন্-টন্ ঝন্‌ঝন্ করতে থাকলো। যতবার অচেতন হয়ে পড়ি—ততবারই জলের ঝাপটায় চেতনা ফিরিয়ে পুনরায় ঐ প্রহার।

মাঝে মাঝে হাঁক শুনতে পাই—যে নামগুলি আমরা চাই তার মধ্যে একজনেরও যদি স্বীকার করেন, তবেই এ-সব বন্ধ করা হবে। শেষকালে আমার অচেতন দেহটিকে সেই বাঁধন খুলে কখন যে পুনরায় বন্দী কক্ষে ফিরিয়ে দিয়ে গেল—তা আমি জানিও না।

এই ঘরে নিয়ে আসার সময়ে প্রতিবারেই তারা আমার চোখে কাল গগল্‌স পরিয়ে দিত। যেন কারাগারের ভিতরের কোন কিছুই আমি বুঝতে বা জানতে না পারি।

ক্রমে ক্রমে শারীরিক যন্ত্রণা দান ও পীড়ন পদ্ধতির পরিবর্তনও আরম্ভ হল। Brinzaru একদিন একটা নাইলনের ভীষণ দর্শন চাবুক আমাকে দেখিয়েছিলেন। এইবার সেটিও ওরা ব্যবহার আরম্ভ করল। মাত্র বার কয়েকের আঘাতেই আমি অচেতন হয়ে পড়লাম। আর একবার

আমার কণ্ঠনালীর অতি নিকটে একটা ধারালো ছুরির ফলা উদ্যত করে ব্রিজাক্ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বেঁচে থাকার সাধ আমার আছে কিনা ?

আমি নীরবেই থাকলাম। ওরা দুইজনে আমাকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরে থাকলো। ওরা ক্রমে ক্রমে তাদের চাপ বাড়াতেই থাকলো, ওদিকে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করানোর জন্য ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা আমার গলার চামড়া ভেদ করলো……চেতনা ফিরলে আমি গলদেশে একটা বেদনা অনুভব করলাম। সমস্ত বক্ষদেশও রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছিল আমার। আর একদিন মুখের মধ্যে রবারের নল চালিয়ে দিয়ে ওরা তাতে জল ঢেলে আমার উদর ফুলিয়ে শেষ পর্যন্ত ফাটিয়ে দেবার উপক্রম করে তুলল। তারপরে, পশুগুলো আমার পেটে লাথি মারতে থাকলো এবং একজন পেটে পা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

নির্জন কক্ষে দুটি শিকারী নেকড়ে-কুকুরের সঙ্গে আমাকে রাখা হয়েছিল। সামান্য নড়লেই তারা দাঁত বার করে কামড়াতে উদ্যত হয়। ক্ষুধায় ও পিপাসায় মরণান্তিক কষ্ট হলেও সামান্য তফাতে রাখা রুটি ও জলের দিকে হাত বাড়ানোর উপায় ছিল না—ওদের কামড়ের ভয়ে। পরে জানতে পারি যে, ও দুটিকে কেবল ভয় দেখানোর জন্যই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কামড়াবার জন্য নয়। কিন্তু মুখের কয়েক ইঞ্চি নিকটে দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে এলে তখন ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যেত, ক্ষুধার কথাও সেই মুহূর্তে মনে থাকতো না।

মাঝে মাঝে, তাড়াতাড়ি কথা বলাবার জন্য উত্তপ্ত লাল লোহার ছ্যাঁকা দিতেও কসুর করত না ওরা।

অবশেষে, একদিন অর্ধ চেতনার মধ্যে সমস্ত স্বীকারোক্তি আমি করলাম। ওদের লেখা স্বীকৃতি-পত্রে কম্পিত দুর্বল হস্তে স্বাক্ষর দিলাম আমি। তাতে আমার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার ঘৃণিত কার্য ও কীর্তির কথা নাকি লিখিত ছিল। যেমন, আমি ব্যভিচারী, আমি সমকামী, ইন্দ্রিয়াসক্ত,

আমি গির্জার ঘণ্টা বিক্রয় করে অর্থ আত্মসাৎ করেছি, ( যদিও আমাদের প্রার্থনা গৃহের কোন ঘণ্টাই ছিল না ! ) বিশ্বমণ্ডলী পরিষদের কর্মসূচীর যোগাযোগের জন্য আমি আমার দেশের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করেছি এবং মণ্ডলীর কয়েকজন সভ্যের যোগসাজসে বর্তমান সরকারের পতনের জন্য বহু গোপন তথ্য পাচার করেছি।

Brinzaru এই স্বীকার-পত্রটি পাঠ করল এবং প্রশ্ন করল : গোপন তথ্য যাদের কাছে পাচার করেছিলেন, তাদের নাম কোথায় ?

গড়গড় করে প্রায় কুড়ি বাইশটি নাম ও ঠিকানা বলে যেতেই সে খুবই খুশী হয়ে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, এইবার সম্ভবতঃ তার পুনরায় পদবৃদ্ধি হবে। কিন্তু, কয়েকদিন পরেই আমার দুর্দিন পুনরায় ঘনিয়ে এলো। পুরাতন সেই ঘরটিতে এনে আমাকে আবার বেদম প্রহার করা হল। আমার দেওয়া নাম-ঠিকানাগুলির পরীক্ষা করে জানা গেছে—তার অধিকাংশই বহুদিন পূর্বে দেশত্যাগ করে পশ্চিমে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন—বাকীরা অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রহার-পর্বের আগের দিনকয়েকের বিশ্রাম ও শান্তি আমাকে অনেকখানি, শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিল।

এক হিসাবে বলা যায় যে, এই রকম বন্দী জীবনে অনিশ্চিত অপেক্ষাই সব চেয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতা। আপনার বন্দী কক্ষে শুয়ে শুয়ে বাইরে থেকে প্রহার ও ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করা এবং নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করা রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমি অল্প যন্ত্রণা ও প্রহারের ফলেই চেতনা হারিয়ে ফেলি এবং এ-যাবৎ কোন বন্ধু বা সহকর্মীর পক্ষে অনিষ্টকর কোন সামান্য কথাও আমি উচ্চারণ করিনি। ওরা কোন বন্দীকেই মেরে ফলতে চায় না। প্রয়োজন মত পীড়নের মধ্য দিয়ে তার স্বীকারোক্তি আদায় করা এবং নিজেদের দলীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা—বন্দীদের সম্পর্কে এই-ই

ছিল তাদের নীতি। সেজন্য কোন বন্দীকে ইচ্ছামত ওরা আটক করে রাখতো।

শারীরিক পীড়নের সময়ে সর্বদাই একজন চিকিৎসক উপস্থিত থাকতেন। পীড়ন বা প্রহারের ফলে কোন বন্দী মারা না পড়ে—তা দেখার জন্য। এ-ও একপ্রকার নরক-যন্ত্রণা! মৃত্যুর অব্যাহতি নেই—অনন্তকালের অসহনীয় যন্ত্রণাই প্রত্যেক বন্দীর সীমাহীন মন্দভাগ্য!

বাইবেল আজকাল আমার আর স্মরণে আসে না। তবে, একটা কথা আমার সর্বদাই মনে জেগে থাকে যে, যীশু এই পৃথিবীতে রাজা বা অন্য কোন বিশিষ্ট ভূমিকায় না এসে অপরাধী, লাঞ্ছিত ও কশাঘাতে জর্জরিত হতে এসেছিলেন। রোমীয় কশাঘাত কি ভয়ানক বিষয় ছিল একথা আমি জানতাম। সুতরাং, আমার দেহে প্রতিবার চাবুকের আঘাতের সময়ে আমি কেবল ভাবতাম যে, আমি যীশুর সেই অব্যক্ত বেদনার অংশ গ্রহণ করছি! বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না কিন্তু পুরাতন স্পেনীয় ধর্ম-আদালতের নিষ্ঠুর বিচার-পদ্ধতির মতন এই কম্যুনিষ্ট দলীয় সরকারের প্রত্যেক অফিসার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সেদিনকার ধর্মবিরোধীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতন আজও পার্টি-বিরোধীদের প্রতি যথাযোগ্য আচরণই করছেন। কর্ণেল Dulgheru এদেরই একজন পুরোধা ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, সমাজ রক্ষার জন্য সমাজ-শত্রুদের অত্যাচার ও পীড়নের দ্বারা হয় সংশোধন না হয় শেষ করে ফেলা উত্তম।

অনেক দিন পরে, আমার শারীরিক রুগ্ন দুরবস্থা ও কাতরোক্তির রব শুনে কতকটা মমতার স্বরেই একদিন তিনি বললেন, আপনি এখনও কেন লড়াই করছেন? আপনার ঐ পথ কত অর্থহীন ও ব্যর্থ তা কি দেখতে পাচ্ছেন না? কেবল রক্ত মাংস নিয়ে আপনি আর কতদিন যুঝবেন?

কিন্তু তিনি জানতেন না। কম্যুনিষ্টদের চিরপরিচিত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মানুষের ভিতরের অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও আধ্যাত্মিক দৃঢ়তার কথা কোনদিন তিনি শোনেন নি। যন্ত্রণা ও কষ্ট এড়াবার জন্য সকল মানুষই সকল কিছুতে সম্মত হবে—এ ধারণা যে কত ভুল তা তারা কেউই বুঝতে চাইতেন না। খ্রীষ্টীয়ানরা মৃত্যুকেই জীবনের শেষ ও পরিসমাপ্তি না ভেবে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি ও সুখময় অনন্ত জীবনের শুভারম্ভরূপে বিশ্বাস করত।

## ॥ ১৩ ॥

Calea Rahova কারাগারে আমার প্রায় সাত মাস কাটলো। এখন অক্টোবর। শীতের সূচনা এখনই অনুভব করছি। অন্য কষ্ট-যন্ত্রণার সঙ্গে এবারে ঠাণ্ডা-ভোগটাও বাড়ল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য অত্যাচার-উৎপীড়ন তো আছেই। সম্মুখে এখন কয়েক মাসের টানা শীতকাল। ছোট গবাক্ষপথে দৃষ্টি প্রসারিত করলেই দেখতে পাই—মধ্যে মধ্যে তুষারপাত হচ্ছে। কারাগারের প্রাঙ্গণ ছেয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস মধ্যে মধ্যে হাড়ের মধ্যে যেন কাঁপুনির সৃষ্টি করে—কিন্তু অন্তরের মধ্যে আমার এখনও কোন হতাশা বা দুঃখ নেই। আমি জানি যে, ধৈর্য-পূর্বক ঈশ্বরের প্রেমের জন্য অপেক্ষা করাই এই কারাবাসে আমার এক-মাত্র কর্তব্য। জীবনযাপনের পক্ষে এটা একান্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বিষয় মনে হলেও—জীবনকালের ভাল ও উত্তম বস্তুগুলি সর্বদাই মন্দ বিষয়গুলির অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি ও স্বল্পায়ু মনে হয়। নূতন নিয়মে মন্দকে বর্ণনা করা হয়েছে একটা বিরাটাকৃতি সাতটি শিং যুক্ত পশু হিসাবে—কিন্তু পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছে একটা ক্ষুদ্র শ্বেত পারাবতের আকৃতি!

সেদিন সন্ধ্যায় সহসা প্রহরী আমার সম্মুখে একবাটি সুগন্ধ মাংসের

ঝোল এবং চারখানি মোটা রুটি স্লাইস এনে রেখে গেল। বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠে মনের মধ্যে ধন্যবাদ উচ্চারণ করে আহারে প্রবৃত্ত হবো—এমন সময় প্রহরী ফিরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সামান্য জিনিস ও কাপড় জড়িয়ে নিয়ে তার সঙ্গে নিয়ে চলল প্রাঙ্গণে অন্যান্য বন্দীদের সারিতে। মাংসের সুগন্ধ ঝোল ও রুটির আহার্যটাও এক প্রকার নতুন নিষ্ঠুরতা কিনা—ভাবতে ভাবতে ট্রাকে করে আমাদের অন্য একটি কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য অট্টালিকার সম্মুখে এসে ট্রাকটি থামল। বুখারেষ্টের দর্শনার্থীরা সর্বদাই এই নূতন ও সুন্দর অট্টালিকার স্থপতি সৌন্দর্যের প্রশংসা করে থাকে—কিন্তু সম্ভবতঃ কেউই জানে না যে এই মন্ত্রণালয়ের নীচে মৃত্তিকান্তরের তলায় একটা গোপন ও নির্জন কারাগার আছে এবং কনকনে শীতল ও অর্ধালোকিত বারান্দার ধারে ধারে ছায়াচ্ছন্ন ও অধিকতর শীতল তাপমাত্রা বিশিষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এবং তার মধ্যে জগৎ সংসার ও সর্বপ্রকার জীবন-সাক্ষ্য হতে দূরে ও নির্বাসনে বহু নির্দোষ ও হত-ভাগ্য বন্দী তাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নীরবেই মোকাবিলা করে দিন ও রজনী যাপন করে চলেছে।

আমার সেলটা মাটির নীচের দ্বিতীয় স্তরে। অর্থাৎ সেখানকার কোন শব্দ-সাড়া কোনদিনই উপরে এসে পৌঁছবে না। কক্ষের মধ্যখানে একটা স্তিমিত আলোর বাল্ব এবং এক পাশে তিনখানি তক্তা জোড়া দেওয়া একটা লোহার খাট এবং কিছু খড়ের বিছানা। দেওয়ালে অনেক উঁচুতে একটা পাইপের মুখ দিয়ে একটু একটু বাতাস আসছে। ঘরের মধ্যে বালতি বা অন্য কোন পাত্রই নেই। বুঝলাম, পায়খানার জন্য বন্দীদের সদা সর্বদাই প্রহরীদের দয়ার উপরেই নির্ভর করতে হয়। যে কোন বন্দীর পক্ষেই এটি সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও পাশবিক যন্ত্রণা। সময়ে সময়ে ওরা ইচ্ছা করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দীকে অপেক্ষা করাতো এবং তাদের

কষ্ট ও বেদনাকে হাস্য পরিহাসের বস্তু করে তুলতো। পুরুষ বা স্ত্রী বন্দী সকলেই শেষ কালে বাধ্য হয়ে আহারাদি বন্ধ করেও এই কষ্ট হতে অব্যাহতির পথ খুঁজতে বাধ্য হত। এই যন্ত্রণার বোঝা এত দূর হয়েছে যে আমাকে আহারের পাত্রেই দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে পরের বার সেই পাত্রেই আবার আহার করতে হয়েছে জলের অভাবে।

এই কারাগারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিশ্ছিদ্র ও জমাট নীরবতা। অত্যন্ত যত্ন ও হিসাবের সঙ্গেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্দীর মনোবল ভঙ্গ করা, বন্দীকে জীবন্মৃত করা এবং বন্দীকে কয়েকদিনের মধ্যে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত করার জন্যই হিসাব ও ব্যবস্থা করে এই বন্দীশালা নির্মিত হয়েছে। ঘরের বাইরের বারান্দায় কেউ নগ্নপদে চলাফেরা করলেও তার শব্দ পাওয়া যেত—এই জমাট নীরবতার মধ্যে।

আমার কক্ষটি দুই দিকেই পায়ের তিন ধাপ মাত্র।

আমি শুয়ে শুয়ে সেই স্তিমিত আলোকের বাল্বটির দিকে তাকিয়ে থাকি। ওটা সমস্ত রাতই জ্বলে। যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষণই প্রার্থনার মধ্যে থাকি। আমার নিকটে বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্ব না থাকারই সমান। যে শব্দগুলি এতদিন কানে আসছিল, কতকটা অভ্যাসের মতন হয়ে এসেছিল, প্রাঙ্গণে বাতাস ও বৃষ্টির শব্দ প্রস্তরাবৃত মেঝেয় বুটের শব্দ, মানুষের কণ্ঠস্বর, এখন সমস্তই অনুপস্থিত। এই মৃত আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনযাপন করতে করতে প্রায়ই মনে হত—আমার হৃদয়টিও বুঝি ধীরে ধীরে নিঃসাড় ও নির্জীব হয়ে পড়ছে।…

পরবর্তী দীর্ঘ দুটি বৎসর আমাকে এই নিঃসঙ্গ বন্দী জীবন যাপন করতে হল। কিছু পড়া বা লেখার কোন ব্যবস্থা আমার ছিল না। সঙ্গী বা সাথী বলতে ছিল কেবল আমার চিন্তা। আমি কিন্তু কোন দিনই চিন্তাপ্রবণ মানুষ নই, এই বন্দী জীবনের পূর্বে আমার আত্মা নিঃশব্দ নীরবতার পরিচয় ও স্বাদ কচিৎ লাভ করেছে। আমার এক-

মাত্র সহায় ও সম্বল—ঈশ্বর। কিন্তু প্রায়ই ভাবতাম আমি কি সত্যই ঈশ্বর সেবার জন্য জীবন ধারণ করছি—না পুরোহিত হিসাবে এটি আমার পেশা মাত্র?

জ্ঞানে, পবিত্রতায়, প্রেমে ও সত্যবাদিতায় সাধারণ নরনারীরা পুরোহিতদের আদর্শস্থানীয় মনে করে থাকে। কিন্তু পুরোহিতরা সর্বদা তা হতে পারেন না, কেন না, মানুষ হিসাবে তা সম্ভব নয়। সুতরাং, বিভিন্ন মাত্রায় তাঁদের সেই আদর্শ ও দৃষ্টান্তের অভিনয় করতেই হয়। যত দিন চলে যায়—বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা নিজেরাও হয়তো সঠিক বলতে পারেন না যে তাঁদের আচরণের কতখানি স্বাভাবিক ও কতখানি অভিনয়!

এই প্রসঙ্গে গীতসংহিতার ৫১ গীতের যে নিপুণ ব্যাখ্যা বন্দীদশার মধ্যে সাভোনারোলা লিখেছিলেন সে কথাগুলিও আমার মনে জাগে। সাভোনারোলা উৎপীড়নের ফলে এতদূর দুর্বল ও বেদনাগ্রস্ত ছিলেন যে, আত্ম-অভিযুক্তিমূলক স্বীকার পত্রেও তিনি ভগ্নপ্রায় দক্ষিণ হস্তের পরিবর্তে বাম হস্তে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, খ্রীষ্টীয়ান দুই প্রকারের। প্রথম—যাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয়—যাঁদের দৃঢ় ধারণা যে তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এঁদের আচরণের দ্বারা এটি বুঝতে পারা যায়।

ধনী গৃহে চুরি করতে গিয়ে কোন চোর যদি একটা অপরিচিত মানুষকে পুলিশের লোক মনে করে অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রথমে নিবৃত্ত হয়—কিন্তু কয়েক মিনিট পরে তৎসত্ত্বেও তার কার্য্যসিদ্ধি করতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই প্রমাণিত হয় যে, অপরিচিত মানুষটিকে সে পুলিসের লোক বলে বিশ্বাসই করে নি। অর্থাৎ আমাদের ক্রিয়াকলাপই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়ে থাকে।

আমি কি সত্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি? এখন তো সেই পরীক্ষা

আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি এখন একাকী। এখন কোন চাকরী বা বেতনের কথা নেই। লোকের প্রশংসা বা পদবৃদ্ধির সম্ভাবনাও নেই। উপরন্তু—ঈশ্বর তো আমাকে অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেই রেখেছেন—এখনও কি তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস ও প্রেম স্থির আছে? এই সময়ে একটি প্রিয় পুস্তকের কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। The Pateric বইখানিতে চতুর্থ শতাব্দীর কয়েকজন সাধুর কথা আছে। মণ্ডলীর উপরে উৎপীড়নের সময়ে এঁরা মরুভূমির মধ্যে মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই পুস্তকের একটি স্থানে দেখেছিলাম—একজন কনিষ্ঠ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠকে বলছেন—গুরুদেব, নীরবতা কাকে বলে?

উত্তর হল—নীরবতা হচ্ছে তোমার আপন নির্জন কক্ষে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ভীতিতে পূর্ণ হয়ে থাকা। সকল প্রকার চিন্তার অস্থিরতা থেকে অন্তরকে আড়াল করা। এই রকম নীরবতা জীবনে উৎকৃষ্টতার জন্ম দেয়। চিন্তা ভাবনাহীন নীরবতা হচ্ছে স্বর্গের সোপান। এই নীরবতা যে রক্ষা করে, তার অন্তরেই গান বেজে ওঠে—

আমার অন্তর তোমার প্রশংসাগান করে—হে আমার সদাপ্রভু!

ধীরে ধীরে আমার উপলব্ধি জন্মালো যে, এই নিশ্ছিদ্র নীরবতা রূপ বৃক্ষের ফল হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি! আমার নিজস্ব সত্তাকে আমি নতুন করে চিনতে আরম্ভ করলাম। আমি এইবার অনুভব করলাম যে, এই যন্ত্রণাময় কারাগারেও আমার সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতি ঈশ্বরের দিকেই নিয়ন্ত্রিত। রাত্রির পর রাত্রি আমি প্রার্থনায় যাপন করতে এবং তাঁর প্রশংসাগানে পূর্ণ থাকতে পারি। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে, আমি সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

নির্জন কারাবাসের পরবর্তী দুটি বৎসর আমি নিজের জন্য একটা কর্ম বা সময়-যাপন তালিকা প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে থাকলাম।

আমি সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র জেগে থাকতাম। রাত্রি দশটায় বন্দীদের ঘুমাবার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এই কর্মসূচী আরম্ভ করতাম। কখনও বিষাদ, কখনও আনন্দ, কখনও বা শান্ত স্থির মানসিক স্বস্তি—মনের যে রকম অবস্থাই হোক না কেন, সময়ে সময়ে আমার কার্যসূচীর পক্ষে রাত্রিগুলি যথেষ্ট দীর্ঘ মনে হত না।

প্রথমেই আমার প্রার্থনা। ধন্যবাদ, চোখের জল এবং উন্মুক্ত হৃদয়ের বক্তব্য—সরাসরি এই মধ্য রাত্রের নিস্তব্ধ অন্ধকারে বেতার রেডিয়োর মত ঈশ্বরের সন্নিধানে আমি নিবেদন করতাম। তারপর, অতিশয় নিম্ন-স্বরে—আমি একটি উপাসনা পরিচালনা করতাম। গান, প্রার্থনা, উপদেশ সমস্তই একটি কল্পিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে নিশ্চিন্ত-নির্ভীক ভাবে আমি উচ্চারণ করে যেতাম। যে মণ্ডলীতে কোন রাজনৈতিক চর নেই, নিন্দা-প্রশংসার কোন সম্ভাবনা নেই, সেই চিত্র মনে মনে ধরে নিয়ে আমি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্ত রাত্রি ধরে মনের তৃপ্তি মিটিয়ে ও হৃদয় উজাড় করে এই উপাসনা পরিচালনা করতাম। মনে মনে আমি সর্বদাই জানতাম যে, যতই আত্মপ্রতারণা করি, আমার উপাসনা যে অন্ততঃ স্বর্গীয় পিতা এবং দূতবর্গের গোচরীভূত হচ্ছে তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রতি নিশীথেই আমি আমার পুত্র এবং পত্নীর সঙ্গে কথা বলতাম। তাদের গুণপনা ও স্বভাবের উত্তম দিকগুলি আমি প্রায়ই চিন্তা করতাম এবং সমগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সাবিনার সঙ্গে মনোজগতে মিলিত হতাম। এই সকল চিন্তার মধ্যেও আমার যথেষ্ট বেদনার বিষয় ছিল। আমি জানতাম যে, আমাকে ত্যাগপত্র দেওয়ার জন্য সাবিনাকে এই

সময়ে যথেষ্ট প্রভাবিত করা হবে। আমাকে ডাইভোর্স না করে বিশ্বস্ততার সঙ্গে মণ্ডলীর কাজ চালিয়ে গেলে তাকেও যে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে—তাও একপ্রকার সুনিশ্চিতই ছিল। সেক্ষেত্রে, দশ বছরের ছেলে মিহাই যে সম্পূর্ণ একাকী হয়ে যাবে—সে চিন্তাও আমাকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে তুলতো। মিহাইয়ের অসহায় পরিত্যক্ত অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি সময় সময় অত্যন্ত অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতাম। একদিন মধ্যরাত্রে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার কারাকক্ষের লোহার দরজায় প্রাণপণে ঘা মেরে মেরে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম —"আমার বাচ্চাকে এনে দাও—বাচ্চাকে এনে দাও—" সঙ্গে সঙ্গে চমকিত প্রহরীরা ছুটে এল। তারপর কয়েকজন আমাকে চেপে ধরে শুইয়ে দিল এবং ডাক্তার একটি ইঞ্জেকসান দিয়ে আমাকে অচেতন ও অসাড় করে ফেলল।

এই সময়ে অনেকবার আমি ক্রুশের পাদদেশে নীরবে দণ্ডায়মান মরিয়মের চিত্রটি মানশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করতাম। মরিয়মের সেই নীরবতাকে কেবলমাত্র দুঃখের ও হতাশার অভিব্যক্তি বলে মনে করলে আমরা ভুল করব। তার সন্তান যে মানুষের জন্য জীবনদান করছেন—এই চিন্তার মধ্যে তার একটা গর্বও যে ছিল—তা সুনিশ্চিত। সেদিন সন্ধ্যার সময়েও তিনি নিশ্চয়ই সদাপ্রভুর প্রশংসা-কীর্তন করেছিলেন—যীহুদি-রীতি অনুযায়ী। অতএব, আমারও উচিত—মিহাই-এর মতন ছোট একটি ছেলের এই কষ্ট ও নিরাশ্রয় অবস্থার কথায় মনে মনে গর্ব বোধ ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করা।

প্রথম দিকে আমি প্রায়ই আমার পূর্বজীবনের ভ্রান্তি, অপরাধ ও পাপের কথা চিন্তা করে অনুশোচনা করতাম। কাঁদতাম ও ক্ষমা ভিক্ষা করতাম। অন্তর তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতাম—এখনও কোন দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা সেখানে জেগে আছে কিনা। আমার কেবলই মনে হত

যে, যীশুর কাছে আমার পাপের ও অপরাধের যে হিসাব আছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন মিহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা, যীশু কি কেবল আমাদের পাপেরই হিসাব লিখে রাখেন? ভাল কাজের নয়? আমার চিন্তার মধ্যে মিহাই আজকাল অনেক জায়গা জুড়ে থাকতো।

একদিন করিন্থীয়দের পত্রের একটি পদ পড়ে তাকে শুনিয়েছিলাম: "নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ, তুমি বিশ্বাসে স্থির আছ কিনা।"

মিহাই বলল, "কেমন করে পরীক্ষা করব বাবা?"

আমি বললাম, বুকের ওপরে ধাক্কা মেরে জিজ্ঞাসা করো—হৃদয় তুমি কি ঈশ্বরকে ভালবাসো? সঙ্গে সঙ্গে আমিও বুকের ওপরে সশব্দে চপেটাঘাত করি।

মিহাই হেসে বলল, "না বাবা। ওরকম নয়। আমি একদিন রেলের মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, চাকায় অত আস্তে মারলে কি দোষ ধরা পড়বে? সেই মিস্ত্রী বলল, হ্যাঁ, আস্তে মারলেই দোষ ধরা যায়, জোরে মারলে ভাল চাকাও হয়তো ফেটে ভেঙে যেতে পারে।" বুকের ওপরে অত জোরে ধাক্কা মারার কোন দরকার নেই বাবা।

আমার এখনও মিহাই-এর কথা মনে আছে। হৃদয়ের নিঃশব্দ প্রতিধ্বনিই আমাকে জানায় যে সেখানে ঈশ্বরের জন্য প্রেম জাগ্রত আছে।

ঘণ্টাখানেক ধরে আমি চেষ্টা করতাম—আমার প্রতিপক্ষদের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করতে। কর্ণেল ডুলঘেরুকেও বাদ দিতাম না। তার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে আমি দেখতাম—তার আচরণ ও ক্রিয়াকলাপের যথেষ্ট যুক্তি আছে। হয়তো আমিও ঐ রকমই করতাম। ফলে, তার প্রতিও আমার অন্তরে একটা কোমলতা ও সহৃদয়তার ভাব জেগে উঠতো।

…সময় কাটানোর জন্য আমি মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে রহস্য ও হাস্য পরিহাস করতাম। যে সব সরস ও হাসির গল্প আমি জানতাম, সেগুলি প্রায়ই মনে মনে উচ্চারণ করতাম এবং আপন মনেই হেসে উঠতাম। কয়েকটা নূতন নূতন হাসির কথাও আমি সৃষ্টি করতাম। তাছাড়া, ঘরের মেঝেয় দাগ দিয়ে রুটির সাদা ও কাল টুকরো সাজিয়ে আমি নিজের সঙ্গেই দাবা খেলতাম। এতেও যথেষ্ট প্রফুল্লতা ও স্বস্তির আস্বাদ আমি ভোগ করতাম।

ক্রমে ক্রমে দেখলাম যে, অন্তরের আনন্দটাও বেশীর ভাগ অভ্যাসেরই বশবর্তী বিষয়। যেমন, একটা ভাঁজ করা কাগজ খুলে মাটিতে ফেলে দিলে সেটা পুনরায় সেই ভাঁজে ভাঁজেই নিজে থেকেই মুড়িয়ে যায়। জন ওয়েশলী বলতেন, তিনি কখনও বিষাদক্লিষ্ট হতেন না, সামান্য পনের মিনিটের জন্যেও না। আমি অতটা সফল না হলেও—অতিশয় বেদনা ও বিভ্রান্তির মধ্যেও ধৈর্য ও প্রফুল্লতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

…কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাস যে জৈবিক প্রয়োজন ও অভাবের মোচনেই মানুষ সুখী হয়—কিন্তু, শীতার্ত, ক্ষুধার্ত এবং ছিন্ন বাসাবৃত আমি প্রতি রজনীতে সেই বন্দীকক্ষে একা একা আনন্দে নৃত্য করতাম। বাল্যকালে মুসলমান দরবেশদের আল্লার নাম করে নৃত্য করতে দেখে কিছু বুঝতে না পারলেও আনন্দে বিস্ময়ে পূর্ণ হতাম। পরে, আমি দেখলাম, আরও অনেকেই—যীহুদি, পেন্টিকষ্টাল, প্রথম যুগের খ্রীষ্টান ইত্যাদিরা ঈষ্টারের পর্বের সময়ে ঈশ্বরের নামে নৃত্য করতেন। এর একটি প্রধান কারণ যে, ঈশ্বর-সান্নিধ্যের অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি মানুষ কোন দিনই কেবল বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। সেজন্য আমারও মনে হত যে, যদি অন্যভাবে এই আনন্দ প্রকাশ না করি—তাহলে এত আনন্দ চেপে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে। যীশুর নির্দেশ আমার মনে পড়ে: "ধন্য তোমরা, যখন লোকে মনুষ্যপুত্রের নামের জন্য তোমাদের

ঘৃণা করে—তাহাদের সমাজ হইতে তোমাদের বহিষ্কার করে। সেইদিন তোমরা আনন্দ করিও এবং উল্লাসে নৃত্য করিও।"—আমি প্রায়ই এই কথাগুলি স্মরণ করে আমার অন্তরকে বলতাম, কেবল আনন্দ করলে হবে না—যীশুর নির্দেশের মাত্র অর্ধেকটা পালিত হবে—আনন্দে নৃত্য করা চাই।

পরে এক রাত্রে প্রহরী কক্ষদ্বারের ছিদ্রপথে আমার ঐ আনন্দ-নৃত্য দেখে চমৎকৃত হয়। বন্দীদের মানসিক অসুস্থতার কোন লক্ষণ দেখলে—সেজন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা-গ্রহণের আদেশ অনুযায়ী সে বেচারী দ্রুতগতিতে তাদের ক্যান্টিন থেকে কিছু খাদ্য একটি পাত্রে করে আমার ঘরে এনে দেয়। বিস্ময়ের সঙ্গে আমি দেখলাম, একটি বড় টুকরো রুটি, চিনি এবং যথেষ্ট পনীর! সমস্তটা মিলিয়ে আমার প্রায় এক সপ্তাহের খাদ্য। ক্ষুধার্ত-ভাবে আহার করতে করতে আমার সাধু লুকের সেই পদগুলি আমার মনে পড়তে লাগল: "সেদিন উল্লাস করবে এবং আনন্দে লম্ফ দিয়ে নৃত্য করবে—কেননা দেখ, তোমাদের পুরস্কার প্রচুর!"

মধ্যে মধ্যে আমি 'দর্শন' পেতাম! এক রাত্রে আনন্দে নৃত্য করতে করতে সহসা কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো! না—রিচার্ড নয়, আমার অন্য একটি গোপন নামে! আমি স্পষ্টই বুঝলাম, সে নামে আমাকেই ডাকা হয়েছে। সেই আনন্দ ও সেই বিহ্বল মুহূর্তে, কেন জানি না, আমার সহসা মনে হল, এ আহ্বান নিশ্চয়ই গাব্রিয়েল স্বর্গদূতের। কেন না, সঙ্গে সঙ্গে আমার সেল আলোকচ্ছটায় ঝলমল করে উঠলো। আর কিছু আমি শুনতে পাইনি—কিন্তু আমি আমার বিশেষ কাজের নতুন আহ্বান যেন সেই রাত্রে শ্রবণ করলাম। যীশু এবং অন্য সকল সাধুদের সঙ্গে একযোগে একটি সেতু নির্মাণকার্যে আমাকে লাগতে হবে। সে সেতুটি চোখের জল, প্রার্থনা এবং আত্ম-ত্যাগের উপাদানে গড়া। যেন পাপী-তাপীরা সেই সেতু বেয়ে মন্দ থেকে উত্তমের

রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। যার মধ্যে অতি সামান্য মাত্রায় উৎকৃষ্টতা জেগে আছে—যেন সেও এই সেতুটি দিয়ে অপর পারে গিয়ে পৌঁছাতে পারে।

॥ ১৫ ॥

বিছানার ধারের দেয়ালে এক রাত্রে আমি মৃদু টোকা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে চমকিত হলাম। মনে হল, পাশের কক্ষের নূতন বন্দীটি যেন আমাকে কিছু সঙ্কেত করছে।

সাড়া জানিয়ে আমিও একটু শব্দ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে টানা কিছুক্ষণ ধরে টোকার শব্দ হতে থাকলো। ক্রমে ক্রমে আমি আন্দাজ করলাম যে, প্রতিবাসী বন্দীটি খুব সাধারণ ভাবেই বোধ হয় কিছু বলবার সঙ্কেত-ভাষা তৈরী করছে—অর্থাৎ A একটি টোকা, B দুটি এবং C তিনটি টোকা এই নিয়মে। একটু পরেই আমার অনুমান ঠিক হয়ে গেল।

সে জিজ্ঞাসা করল - তুমি কে ?

উত্তর দিলাম—একজন পুরোহিত।

ক্রমে দেখা গেল এই ভাবে কথাবার্তা চালানো রীতিমত সময়-সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর। বন্দী বন্ধু টোকা দিয়ে জানালেন যে সে বিখ্যাত MORSE সাঙ্কেতিক শব্দ-ভাষা জানে এবং আমি শিখতে রাজী কি না!

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার প্রেরিত অক্ষরমালা ও শব্দ-সঙ্কেত অনুসরণ করে আমিও মোটামুটিভাবে ভাবে Morse সাঙ্কেতিক ভাষা শিখে নিলাম।

এইবারে সে নিজের নাম বলল। আমিও বললাম এবং প্রশ্ন করলাম —তুমি কি খ্রীষ্টান ?

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে সে বলল, সে দাবী আমি করি না।

সে একজন রেডিয়ো মেকানিক, বয়স বাহান্নো, মৃত্যুদণ্ডের আসামী, স্বাস্থ্য ভাল নয়। বেশ কিছুদিন আগে সে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়েছে। তার কারণ একজন অ-বিশ্বাসীকে সে বিবাহ করেছে। তবে, তার মনের মধ্যে এজন্য কোন শান্তি নেই।

আরও কয়েকদিন গেল। সঙ্কেত শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণে আমি-ক্রমে তারই মত পরিপক্ক ও দক্ষ হয়ে উঠলাম। হঠাৎ এই সময়ে একদিন সে বলে বসল, আমি পাপ-স্বীকার করতে চাই।

আশ্চর্য বোধ করলেও তার মনোবেদনার কথা জেনে আমি বাধা দিতে পারলাম না। সে আরম্ভ করল ; সব প্রথমেই বলল, বাল্যকালের একটি অজ্ঞান-কৃত পাপ আজ তার জীবনের চরম অভিশাপ হয়ে উঠেছে। ছেলেবয়সে সে একটি যীহুদি বালককে লাথি মেরেছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে; "তোর মায়ের মরার সময় তুই দেখতে পাবি না।"

আমি বললাম, ছেলে বয়সে এমন তো অনেক হয় ভাই।

দুঃখিতভাবে সে জানালো : আমাকে গ্রেফতারের সময় মা সত্যিই মৃত্যুশয্যায় ছিল। সেই অভিশাপ আমার জীবনে সত্য হতে চলেছে……

একে একে সে তার সমস্ত দুঃখ, বেদনা ও অনুতাপের কথা বলে নিজের অন্তরের বোঝা হালকা করতে লাগল এবং পূর্ণ স্বীকারোক্তি শেষে সে জানালো যে, এখন তার মনে অনেক শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ক্রমে ছেলেমেয়েদের Pen-friend-এর মতন আমরাও Morse friend হয়ে উঠলাম। ওকে কয়েকটা বাইবেলের পদ আমি শিখিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝে হাস্য পরিহাস করেও আমরা অনেক সময় কাটিয়ে দিতাম। দাবা খেলার নিয়ম শিখিয়ে দিলাম ওকে। দুজনেই দুজনের কক্ষে ঘর কেটে এবং রুটির সাদা ও কাল টুকরোর ঘুঁটি বানিয়ে আমরা এই উপায়ে দিব্যি খেলা চালিয়ে যেতাম।

কিছুদিন পরে সহসা একদিন ঐ প্রণালীতে বাইবেলের পদ পাঠানোর সময় হাতে নাতে আমি প্রহরীর কাছে ধরা পড়ে গেলাম। ফলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি কামরায় আমাকে বদল করা হল।

নূতন ঘরে এসে ধীরে ধীরে অপর দিকের বন্দীর সঙ্গেও এই শব্দ সঙ্কেত আদান-প্রদান আরম্ভ করলাম। ক্রমে এক নূতন সঙ্গীর সঙ্গেও সামান্যভাবে কিছু কিছু কথাবার্তা চলতে লাগল।

একদিন সকালে প্রতিবাসী আমাকে জানালো যে আজ পুণ্য শুক্রবার! সেদিন পায়খানায় একটি পেরেক পেয়ে সেটার সাহায্যে আমার কক্ষের দেয়ালে আমি লিখে রাখলাম—"যীশু!" আশা ও কামনা করলাম, যেন আমার পরেও যারা এই কক্ষে আসবে—যেন ঐ নামের দ্বারা তারাও সান্ত্বনা ও শক্তি লাভ করে।

কিন্তু আমার ভাগ্যে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল।

প্রহরী সহসা ঘরে এসে দেয়ালে ঐ লেখা দেখা মাত্রই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। চলুন, আমার কোন দোষ দেবেন না।

একটা নতুন শাস্তির সঙ্গে পরিচিত হলাম। CARCER! সেটা বাইরে থেকে একটা দেয়াল আলমারির মতই। একটা মানুষ দাঁড়িয়ে থাকার মত উঁচু। দুই দিকেই কুড়ি ইঞ্চি। ভিতরে বাতাস যাওয়ার জন্য কয়েকটা ছোট বড় ছিদ্র—তার মধ্যে কয়েকটা বড় ছিদ্র খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের জন্য। প্রহরী আমাকে সেই আলমারির মধ্যে ঠেলে দিয়ে সামনের দরজা বন্ধ করে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পিঠে তীক্ষ্ণ পেরেকের মত ফুটতে লাগলো। তারপর এদিক-ওদিকে ঘুরেই বুঝতে পারলাম সমস্ত আলমারির ভিতরটাই ধারালো পেরেক ভর্তি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কোন দিকে গা ঠেকলেই সেই ছুঁচলো পেরেক মাংসে বিদ্ধ হয়ে যাবে।

নিরুপায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পা-দুটি ব্যথা করতে লাগল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত শিরা উপশিরা টান টান শক্ত হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে ফুলতে আরম্ভ করল। একটা দুর্বলতার ঢেউ-এ সমস্ত শরীর টল-টল করে কাঁপতে আরম্ভ করল। কখন সেই ছুঁচলো পেরেকের দেয়ালেই ক্ষত-বিক্ষতভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম—বুঝতেও পারলাম না।

পরে, বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে একটু সুস্থ হওয়ায় ওরা পুনরায় আমাকে সেই খাঁচায় ঢুকিয়ে দিল। অন্য কোন উপায় না দেখে আমার চিন্তাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলাম। ক্রুশের ওপরে যীশুর শারীরিক যন্ত্রণার কথা আমি চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মনে হতে লাগল—আমার বর্তমান যন্ত্রণাই হয়ত যীশুর সেই সময়ের যন্ত্রণার চেয়ে অধিক।

দম বন্ধ হয়ে আসা সেই অন্ধকার আলমারির মধ্যে হঠাৎ আমার ভারতীয় যোগীদের কথা মনে পড়ল। কোন অসহ্য কষ্টের সময়ে তাঁরা একটি মাত্র উপায়ে সকল চিন্তাকে মন থেকে দূর করে থাকেন। পরিচিত একটা বাঁধা মন্ত্র বা বাক্যমালা তাঁরা একমনে উচ্চারণ করে থাকেন। অন্যত্র আমি Athos পাহাড়ের সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধেও পড়েছিলাম—তাঁরাও একটি বাঁধা প্রার্থনা উচ্চারণ করে মনকে অন্য সকল চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত করে থাকেন।

আমিও তাঁদের অনুকরণ করে মনে মনে উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলাম: "ঈশ্বরপুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমার প্রতি কৃপা কর!" সকল যন্ত্রণা ও কষ্টের চিন্তাকে মন থেকে বিদূরিত করার জন্য এই ভাবে বারংবার আমি এই একই প্রার্থনা ব্যাকুলভাবে উচ্চারণ করতে থাকলাম। কতক্ষণ এই ভাবে আমি চালিয়েছিলাম—আমার সঠিক মনে নেই, তবে আমি পুনরায় বিপজ্জনকভাবে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম—তা জানি।

সম্পূর্ণ দুটি দিন ও রাত্রি আমাকে সেই অভিনব শাস্তি "CARCER" ভোগ করতে হয়েছিল। অন্য বন্দীদের আরও অধিক সময় এই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে—কিন্তু ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এমনিতেই আমি মৃত্যু ও জীবনের সীমানার কাছাকাছি ছিলাম। বহুদিন নির্জন কারাবাস, রৌদ্র বাতাস ও যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে ইতিমধ্যেই আমার মাথার চুল উঠে যাচ্ছিল এবং দাড়ি-গোঁফও গজানো বন্ধ হয়ে এসেছিল।

আমি প্রায়ই ভুল দেখতাম, কতকটা জেগে স্বপ্ন দেখার মতই। টিনের জলপাত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে মধ্যে মধ্যে আমি নিজেকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতাম যে, না, এখনও আমি নরকে প্রবেশ করিনি। সময়ে সময়ে আমি দেখতাম, আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড টেবিলে নানা সুস্বাদু খাদ্যপূর্ণ প্লেট সাজানো আছে! যেন বহুদূর হতে আমার স্ত্রী সুস্বাদু গরম আহার্যের পাত্র নিয়ে আমার কাছে আসছে—অধৈর্যভাবে আমি বলে উঠছি, জোরে জোরে আসতে পারছ না? অত সামান্য খাদ্যে আমার কি হবে? নিজের বন্দী কক্ষটিকেই সময় সময় বৃহদাকৃতি লাইব্রেরীর মতন মনে হত—চারিদিকের শেল্‌ফে সারি সারি বই, উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি সকল বিষয়ের নূতন ও প্রসিদ্ধ সমস্ত বই সেখানে ঠাসা! ঘুমের মধ্যেও মধ্যে মধ্যে চমকিয়ে জেগে উঠতাম। মনে হত, প্রকাণ্ড গির্জেঘরে পরিপূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলী আমার সার্মান শুনবার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে! গির্জেঘরের শেষ দেখাই যাচ্ছে না!

এই ভুল দেখা যে একটি বিশ্রী রোগ—অন্য কঠিন অসুখের বীজাণুর মত এই রোগকেও যে ঘৃণা ও পরাস্ত করা দরকার—প্রতিনিয়ত এই প্রকার চিন্তা ও প্রার্থনার সাহায্যে আমি প্রত্যেক বার নিজেকে শক্ত ও সাহসী করতাম।

## ॥ ১৬ ॥

বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট পায়খানা বিগড়ে যাওয়ার জন্য সেদিন প্রহরী আমাকে তাদের পায়খানায় নিয়ে গেল।

পায়খানায় ঢুকেই দেখি সম্মুখে একটি আর্শি! মুখ ধোওয়ার কলের ওপরেই! আজ দীর্ঘ দুই বৎসর পরে আমি আয়নায় নিজেকে দেখলাম! কারাগারে প্রবেশ করার সময়ে আমি স্বাস্থ্যবান যুবক ছিলাম। এখন আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্বটিকে দেখে আমি হাসি সংবরণ করতে পারলাম না। দুঃখের বিকট হাসি, অট্টহাসি বললেও হয়। আমাকে কতজন পছন্দ করেছে, কামনা করেছে—এখন এই বিকটদর্শন অকালবৃদ্ধকে দেখলে তারা নিশ্চয়ই বিব্রত ও ভীত হয়ে উঠবে। নতুন করে আবার এই শিক্ষা আমি পেলাম যে, মানুষের মধ্যে প্রকৃতই যা সুন্দর তা অধিকাংশ সময়েই এই চর্মচক্ষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। দিনে দিনে আমি আরও বিকট ও কু-দর্শন হয়ে উঠবো—শেষ পর্যন্ত কঙ্কাল ও খুলিতে গিয়ে ঠেকবো। সুতরাং, যা শ্রেষ্ঠ সেই আধ্যাত্মিক জীবন ও তার সৌন্দর্যের জন্যই আমার বিশ্বাস ও লক্ষ্য আরও তীব্র ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠল।

সেই কক্ষটিতে একটুকরো ছেঁড়া খবরের কাগজ দেখলাম। গ্রেফতারের পরে এই প্রথম! কিন্তু তাতে একটা পুরাতন খবর দেখলাম কেবল। প্রধান মন্ত্রী Groza ঘোষণা করেছেন যে, দেশ থেকে ধনীদের নিঃশেষ করে ফেলা হবেই। আমি অবাক ও দুঃখিত হলাম। সমস্ত পৃথিবী দারিদ্র্যের অবসান চায়—এঁরা ধনসম্পদের নিঃশেষ করতে চান! কাগজটার এদিক-ওদিক কোথাও পাত্রাসকানুর নাম পেলাম না।

প্রহরীর সঙ্গে নিজের কক্ষে ফিরে আসার সময়ে একটি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এল। বিহ্বল, ব্যাকুল এবং দুঃখ-বিকল

হৃদয়ের কান্না শুনে মনে হল যেন, আমাদের স্তরের নিম্নতলে কারাগৃহের নিম্নদেশে অবস্থিত কোন নির্জন কক্ষ থেকে সেটা আসছে।

দিনে কয়েক পরে আমার পাশের ঘরে নতুন একটি বন্দীর আগমন ঘটল। সুযোগ মতন দেয়ালে টোকা মেরে আমি প্রশ্ন করলাম—তুমি কে বন্ধু?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল—Ion Mihalache! এই লোকটি পূর্বতন কয়েকটি সরকারের উচ্চপদে কাজ করেছেন এবং বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা Iuliu Maniu-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দলীয় সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস আরম্ভ হওয়ার সময়ে একটি ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে দেশত্যাগের প্রচেষ্টার সময়ে বিমানবন্দরেই ধরা পড়েন। তখন ১৯৪৭, অক্টোবর। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ষাট বৎসর বয়সে এই সাজা পেয়ে তিনি খেদ করলেন, সারাজীবন আমার দেশবাসীর জন্য সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগ করে এসে আজ আমার এই পুরস্কার!

আমি বললাম, যখন সংগ্রামের জন্য কর্মসূচী নির্ধারণ করেন—তখন তার প্রতিক্রিয়ার জন্যও আপনার দায়িত্ব থাকেই। আকাঙ্ক্ষার বর্জনের মধ্যেই শান্তি আসে।

উত্তর এলো—স্বাধীনতা ভিন্ন শান্তি কোথায়?

যে দেশে সন্ত্রাস ও বিভীষিকাই রাজত্ব করে, সে দেশে কারাগারই সম্মানজনক স্থান।

—আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। ঈশ্বর আমার নিকটে হারানো বস্তুর মতই।

—না, কোন মানুষের কাছেই ঈশ্বর হারানো বস্তু নন। আমরাই হারিয়ে যাই। যেদিন নিজেকে খুঁজে পাবো সেদিন নিজের মধ্যে ঈশ্বরকেও দেখতে পাবো। কারাগারই সেই নতুন অন্বেষণের স্থান।

দিন দুই পরে বিদায়ের আগে Mihalache-এর কাছে জানতে

পারলাম যে কয়েকদিন পূর্বে যে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি আমরা শুনেছিলাম—তিনি একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী Ion Gigurtu-র পত্নী। চীৎকার ও কান্নাকাটি থামাবার জন্য তাঁকে নিয়মিতভাবে ইঞ্জেকসান দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিনেই জানতে পারলাম Mihalache স্থানান্তরিত হয়েছেন।

শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদের পর্ব পুনরায় আরম্ভ হয়ে গেল।

এই দলের নেতৃত্ব করার ভার ছিল লেফটেনাণ্ট গ্রেস্থ-র উপরে। বুদ্ধিমান এবং গোঁড়া দলীয়ভাবাপন্ন এই যুবকটির দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সে উন্নততর ও ভাল জীবন-ব্যবস্থার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে। স্কাণ্ডিনেভিয়ার মণ্ডলীর তরফে যে ত্রাণকার্য পরিচালনায় আমি নিযুক্ত ছিলাম—একদিন জেরার সময়ে সেই কথা উঠল। ত্রাণকার্যের জন্য প্রেরিত টাকার সাহায্যে চরবৃত্তি পরিচালনা করা হয়েছে—সে কথা কি আপনি অস্বীকার করেন?—সে প্রশ্ন করল।

—নরওয়ে ও সুইডেন এখানে চরবৃত্তির টাকা খরচ করবে কেন?

—আপনি তো জানেন যে ওরা উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত।

কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক থেকে নরওয়ে খুবই উন্নত এবং সুইডেনেও আজ চল্লিশ বৎসর সমাজবাদী রাষ্ট্র কায়েম আছে।

সব বাজে কথা! ওরা একনায়কতন্ত্রের চরম—তা সকলেই জানে।

পরবর্তী জেরার অনুষ্ঠানে GRECU স্বীকার করল যে, সে আমার আগের উক্তিগুলির সত্যতা সম্বন্ধে কিছুটা প্রমাণ পেয়েছে। তার পরবর্তী জেরার বিষয় হল—রুশ ভাষায় মুদ্রিত সুসমাচারের বিতরণ সম্বন্ধে।

আমি বললাম, বাইবেল সমিতির ডিরেক্টার Emile Klein সম্ভবত এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত আছেন। ইয়াসি শহরে আমার অত ঘন ঘন

যাতায়াতের কারণ সে জানতে চাওয়ায় আমি বললাম, পদাভিষিক্ত প্যাটি য়ার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমার স্থায়ী নিমন্ত্রণ আছে যে!

পর দিন সকালেই আমার ডাক পড়ল।

GRECU উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো, গতকাল আপনি মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন। আপনাকে গ্রেফতার করার পূর্বেই Emile Klein-এর মৃত্যু হয়েছে সেকথা জেনেও আপনি তাঁর নাম আমার কাছে উল্লেখ করেছেন। আরও জানা গেছে যে যতবার আপনি ইয়াসি শহরে গিয়েছেন—তার কোন সময়েই সেখানে পাটি য়ার্ক জাষ্টিনিয়ান সেখানে ছিলেন না।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো Grecu : যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। এই নিন কাগজ। পাশের কক্ষের বন্দীদের সঙ্গে আপনি সঙ্কেতে কথা-বার্তা চালিয়েছেন—তাও জানা গেছে, এমন কি, Mihalache-এর সঙ্গেও সেই চেষ্টা করেছেন। ওরা কে কি আপনাকে জানিয়েছে—তার প্রত্যেকটি কথা আপনি লিখবেন, এবং আর কোন্ কোন্ উপায়ে আপনি কারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন সে কথাও আমরা জানতে চাই, ঠিক আধঘণ্টা সময় দেওয়া হল আপনাকে। মনে রাখবেন—এবার আপনার কোন কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে সর্বনাশ হবে।

মোটা চামড়ার কষাখানা সজোরে টেবিলে মেরে Grecu কক্ষ থেকে প্রস্থান করল।

আমি লিখতে বসলাম।

আরম্ভের দিকেই আমি মুস্কিলে পড়ে গেলাম। আজ পূর্ণ দুটি বৎসর হল কলম ধরার অভ্যাস আমার নেই। তাছাড়া, বহু কারা-নিয়ম আমি ভঙ্গ করেছি। দেয়ালে টোকা মেরে আমি সুসমাচার প্রচার করেছি, আত্মহত্যার জন্য ঘুমোবার বড়ি জমা করেছি, এক টুকরো টিনকে

ঘষে ঘষে ছুরির মত ধার করেছি। অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছি, যদিও সকলের নাম আমি জানি না।

আমি লিখলাম: কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি কখনও বলিনি। আমি খ্রীষ্টের শিষ্য, যিনি শত্রুদের জন্যও প্রেমই দিয়েছিলেন। আমি তাদের কথা বুঝতে পারি এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা একই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমার ভ্রাতৃশ্রেণীভুক্ত হয়। দেয়ালের টোকার উত্তরে অন্যরা আমাকে কি বলেছে সেকথা বলা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। কেন না, পুরোহিত হিসাবে কারও স্বীকারোক্তি প্রকাশ করতে আমি পারি না—কেবল সাহায্য করতেই পারি।

Grecu যথা সময়ে চামড়ার কষা দুলিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। দেখেই বুঝলাম যে সে ইতিমধ্যে অন্য বন্দীদের প্রহার করছিল। নিকটে এসে আমার কাগজখানা তুলে নিয়ে সে পড়তে আরম্ভ করল। একটু পরে হাতের কষাটি সে রেখে দিল। আমার স্বীকৃতির শেষের দিকে পড়ার সময়ে সহসা বিব্রতভাবে মুখ তুলে সে আমার দিকে তাকালো, মিষ্টার ওর্মাব্রাণ্ড, আমাকেও আপনি ভালবাসেন এমন কথা কেন লিখেছেন? খ্রীষ্টানদের কেউই তো এই আদেশটি পালন করে না? যে আমাকে বছরের পর বছর বন্ধ করে রেখেছে, উপবাস করিয়েছে, প্রহার করেছে—এমন কাউকে ভালবাসা তো সম্ভব নয়?

( Grecu আমাকে এই প্রথমবার 'মিষ্টার' বলে সম্বোধন করল!)

আমি বললাম, আদেশ পালন করার কথা নয়। যখন খ্রীষ্টান হলাম তখনই আমার নূতন জন্ম হল। নূতন চরিত্র ও নূতন স্বভাবের সৃষ্টি হল এবং সেটা প্রেমে পরিপূর্ণ। যেমন ঝরনা থেকে জল বার হয়, তেমনি খ্রীষ্টাশ্রিত হৃদয় থেকে প্রেমই প্রকাশিত হয়।

এর পরে দীর্ঘক্ষণ আমরা খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।

মার্কসবাদের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ও পার্থক্য, তাও আমি খুলে বললাম। সাধু যোহনের সুসমাচার সম্বন্ধে টীকা পুস্তকখানিই যে মার্কসের প্রথম রচনা—এ কথা শুনে Grecu রীতিমত বিস্মিত হল। Grecu এও জানত না যে, "Capital"-এ ভূমিকা প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস লিখেছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম, বিশেষতঃ প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদই পাপে অধঃপতিত জীবনকে পুনরুদ্ধার করার পক্ষে আদর্শ ধর্ম। অতএব, প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টান ও পুরোহিত হয়ে আমি মার্কসের নির্দেশই পালন করেছি। এতে আমার কোন অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

এর পরে প্রায় প্রতিদিনই তার অফিসে Grecu আমাকে ডাক দিয়ে আনতো। ইতিমধ্যে আমার বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে সে সন্ধান করেছে। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে এই সূত্র ধরেই সে দীর্ঘ আলোচনা করেছে। আমিও তাকে বুঝিয়েছি যে, খ্রীষ্টধর্মই প্রকৃত গণতন্ত্রী এবং বিপ্লবী মতবাদ।

Grecu প্রায়ই বলত, নিরীশ্বরবাদের আওতায় আমি বড় হয়েছি, সুতরাং অন্য কোন মতবাদ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একদিন ঐ নিরীশ্বরবাদ কথাটি খ্রীষ্টীয়ানদের নিকটে অতিশয় পবিত্র বলে গণ্য হত। নীরো এবং কালিগুলা একদিন আমাদের পূর্বপুরুষদের এই নিরীশ্বরবাদের অভিযোগেই বন্য পশুদের গহ্বরে নিক্ষেপ করতেন। অতএব, আজও যদি কেউ নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে—আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।

Grecu সন্দিগ্ধভাবে হাসলো। আমি বলেই চললাম, লেফটেনাণ্ট, আমার একজন পূর্বপুরুষ রব্বি ছিলেন। তাঁর জীবন চরিতে লেখা আছে,—কোন নিরীশ্বরবাদীকে নাকি তিনি বলেছিলেন, ভ্রাতা, আপনাকে আমি ঈর্ষা করি, আপনার আধ্যাত্মিক জীবন নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা অনেক উন্নত। কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখলে আমার

কামনা করি যেন ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেন। আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং, আপনাকেই তার সাহায্য ও উদ্ধারে নেমে পড়তে হয় এবং ঈশ্বরের কাজই করতে হয়। মনে রাখবেন, খ্রীষ্টানরা কম্যুনিষ্টদের নিরীশ্বরবাদের জন্য দোষী করে না, নিন্দা করে—নিকৃষ্ট শ্রেণীর নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য। ওরা দুটি শ্রেণীর আছে—তা লক্ষ্য করা দরকার। একদল বলে—ঈশ্বর তো নেই, অতএব ভালমন্দ সবই আমি স্বচ্ছন্দে করতে পারি। অন্য দল বলে, ঈশ্বর থাকলে যে কাজগুলো তিনি করতেন তখন, সেই কাজগুলো এখন আমাকেই করতে হবে। এই হিসাবে যীশুকেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিরীশ্বরবাদী নাম দেওয়া চলে! ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত নর-নারীকে দেখে তিনি—"ঈশ্বর এদের সাহায্য ও দয়া করবেন" বলে পাশ কাটিয়ে যান নি। সকলের উপকার ও সাহায্য করার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়েই তিনি কাজ করে গেছেন। লোকে সেইজন্যই বলাবলি করেছে, এই লোকটি কি ঈশ্বর? এ তো ঈশ্বরেরই কাজ করছে? এই ভাবেই সকলে আবিষ্কার করল যে, যীশুই ঈশ্বর। লেফটেনাণ্ট—যদি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নিরীশ্বরাদী আপনি হতে পারেন—সকলকে ভালবেসে এবং সেবা ও সাহায্য দিয়ে—সকলে আপনাকেই ঈশ্বরের পুত্র বলে বসবে এবং আপনি নিজেও অবিলম্বে আপনার সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করবেন।

বলে রাখা ভাল যে, এই প্রকারের যুক্তিতে হয়তো কেউ কেউ হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন। কিন্তু সাধু পৌল-ই আমাদের বলেছেন যে সেবাব্রতীরা যীহুদিদের মধ্যে যীহুদী এবং গ্রীকদের মধ্যে গ্রীক আচরণ করবেন। Grecu-র সঙ্গে কথা বলার সময়ে আমাকেও সেইজন্য মার্কস-বাদীর ভাষা ব্যবহার করতে হল। ফলে, আমার কথাগুলি ওর অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করল। ক্রমে ক্রমে সে গভীর চিন্তা আরম্ভ করল এবং

পরিণামে যীশু খ্রীষ্টকে ভালবাসতে আরম্ভ করল। দুই সপ্তাহ পরে গোয়েন্দা বিভাগের খাঁকী পোষাক ও অন্যান্য পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্নসহ লেফটেনাণ্ট গ্রেস্থ যীশুকে পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করল এবং অপরিচ্ছন্ন ও ছিন্ন পোষাক পরা আমার নিকটেই তার জীবনের পূর্ণ স্বীকারোক্তি করে আমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হল।

এর পরে গ্রেস্থ-র জীবন অন্যপথ ধরল। বন্দীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কর্কশ ও নিষ্ঠুর আচরণ করলেও গোপনে নানাভাবে তাদের সাহায্য করতে সে আরম্ভ করল। কিন্তু একদিন হঠাৎ তাকে আর আমি দেখতে পেলাম না। দিন কয়েক অধীরভাবে অপেক্ষা করার পক্ষে গোপনে অন্য প্রহরীদের সঙ্গে কথাচ্ছলে জানতে পারলাম যে লেফটেনাণ্ট গ্রেস্থও গ্রেফতার হয়েছে!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে আমি মনে মনেই বললাম, প্রকৃত মন পরিবর্তন ও ধর্মান্তর কখনও গুপ্ত রাখা যায় না!

## ॥ ১৭ ॥

কর্তব্যরত গোপন গোয়েন্দাদের মধ্যে আরও জনকয়েক গুপ্ত বিশ্বাসীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। যে অত্যাচার করে, সে যে প্রার্থনাও করে—এটা একটুও অসম্ভব নয়। যীশু একজন করগ্রাহীর কথা বলেছেন, যে করগ্রহণ করত এবং নিজেকে পাপীজ্ঞানে দয়া ভিক্ষা করে প্রার্থনাও করত। রোমীয়দের সময়ে করগ্রহণকারীদের বহুক্ষেত্রে অত্যাচার ও পীড়ন করেও কর্তব্য সম্পাদন করতে হত—এ কথা অনেকেই জানেন। সুসমাচারে একথা কোথাও নেই যে, সে ক্ষমা ও করুণার জন্য প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে সে-কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। ঈশ্বর সকলের অন্তর দেখেন এবং সরল প্রার্থনার মধ্যেই একটি ভবিষ্যৎ শুভ-জীবনের ব্যাকুলতা ও চেষ্টা বুঝতে পারেন।

তরুণ ভাস্কর-শিল্পী Dionisiu এই রকমই একজন—যার কথা না বলে পারছি না। তাকে আমারই বন্দীকক্ষে রাখা হয়েছিল—আমার কারাবাসের দ্বিতীয় বৎসরে, তার হাত দুখানা পিছন দিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আহারাদি থেকে সমস্ত কিছুতেই তাকে আমি সাহায্য করতাম।

দেশ ও সরকার তখন কেবলমাত্র ষ্টালিনের মূর্তি-ই চায়—অন্য কোন শিল্পকার্য চায় না। ফলে ডায়োনিসিউ দারিদ্র্যের পীড়নে বাধ্য হয়ে গোয়েন্দা পুলিশের চাকরী গ্রহণ করে। এ কাজের মধ্যে বন্দীদের পীড়ন ও প্রহারও একটি অঙ্গ ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সে গোপনে বন্দীদের নানা ভাবে সাহায্য ও সহায়তাও করত। ক্রমে সে বুঝতে পারে যে—তার ওপরেও নজর রাখা হচ্ছে এবং সে রাষ্ট্রের সন্দেহের পাত্র। সে দেশত্যাগী হবার বাসনায় একদিন রওনা হল—কিন্তু চিরমুক্তির একান্ত নিকটবর্তী হয়েও সে একটা অদ্ভুত অনুপ্রেরণায় প্রত্যাবর্তন করে ও পুলিশের হাতে ধরা দেয়। এই প্রকার দ্বিমুখী ও স্ববিরোধী আচরণ কম্যুনিষ্টদের মধ্যে অনেক দেখা যায়। জানতে পারলাম ডায়োনিসিউ চিরদিনই এই দ্বিমুখী প্রভাবের দ্বারা জীবনে বহু কষ্ট ও জটিলতা ভোগ করেছে।

দশটি রাত্রি ধরে আমি তাকে বাইবেল শিক্ষা দিই। তার অন্তরের গভীর অপরাধ-বোধকে অবশেষে বহিষ্কার করা সম্ভব হয়। আমার বন্দীকক্ষ থেকে তাকে সরিয়ে ফেলার আগে এক সময়ে সে বলেছিল: আমাদের ছোট শহরের পনেরোজন পুরোহিতের মধ্যে একজনও যদি আগে কোনদিনও আমার সঙ্গে একটু কথা বলতেন তাহলে বহু বৎসর পূর্বেই জীবনে আমি যীশুকে লাভ করতাম।

লেফটেনাণ্ট Grecu অপসারিত হওয়ার পরও আমার জেরা ও জিজ্ঞাসাবাদের জের মেটেনি। ঈশ্বরের মহাদয়ায়—পীড়া ও দুর্বলতার

জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক এই জেরার সময়ে আমার কোন সহকর্মীর নামই আমি মনে রাখতে অথবা সঠিক প্রকাশ করতে পারিনি। দীর্ঘ কারাবাসের সময়ে আমি বহু কবিতা রচনা করেছি—সেগুলি মুক্তির পরে যথাযথ লিপিবদ্ধও করা হয়েছে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে আমার স্মৃতি ও চিন্তাকে আমি শূন্য ও ফাঁকা করে ফেলতাম।

অপরদিকে, কারাবিভাগের চিকিৎসকেরাও আমার টিউবার-কুলোসিস পীড়ার জন্য এইবার একটি নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে আমার নিদ্রার মাত্রা খুব বৃদ্ধি পেল এবং নানা প্রকার সুখকর স্বপ্নও আমি দেখতে আরম্ভ করলাম। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ওষুধও আমাকে দেওয়া হতে লাগল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, এই নূতন ঔষধটি বিরোধী ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। কার্ডিনাল Mindszenty, ট্রটস্কী-পন্থী নেতা ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

কিন্তু এত ঔষধের পরেও আমি কোন নামই প্রকাশ করিনি। কেননা, পরে, বিচারের সময়ে কাঠগড়ায় আমার সঙ্গে আর কোন সহযোগী বা সহকর্মীর সাক্ষাৎ আমি পাইনি।

কিন্তু, ক্রমে ক্রমে আমি আরও দুর্বল হয়ে পড়লাম। একদিন অচেতনও হয়ে গেলাম। বিছানা থেকে উঠতেও আমাকে অতিশয় বেগ পেতে হত।

প্রাতঃস্মরণীয় সেণ্ট অ্যানটনি, মার্টিন লুথার এবং অন্যান্য সাধারণ খ্রীষ্টান অনেকেই যে তাঁদের জীবনে শয়তানকে চাক্ষুষ দর্শন করেছেন—একথা কল্পনাবিলাস নয়। বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম আমি এ-বিষয়ে উল্লেখ করলাম। নির্জন বন্দীকক্ষে নিশীথের অন্ধকারে এই সময়ে আমিও তাকে দেখলাম। বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গি করে সে তাকিয়ে

থাকে আমার দিকে। বাইবেলে—প্রেতের নৃত্যের কথা লিখিত আছে—এই শীতল, অন্ধকার ও নির্জন কক্ষেই যেন তার নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল। শ্লেষপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে সে যেন বলতে থাকে: কোথায় তোমার যীশু? তোমার ত্রাণকর্তা তোমাকে উদ্ধার করতে পারছেন না কেন? তুমি নিজে প্রবঞ্চিত হয়েছ—অপরকেও তুমি প্রতারণা করছ। মেশায়ার নামে তুমি ভুল মানুষকে অনুসরণ করে চলেছ! .....

এই যন্ত্রণাময় ও তমসাবৃত সময়ের মধ্যেই ধীরে ধীরে একটি কবিতা আমি রচনা করেছিলাম—ছন্দ মাত্রা হীন আকৃতিভরা দীর্ঘ গদ্য-কবিতা। যাঁরা আমার মতন যাতনাময় অভিজ্ঞতার আস্বাদ গ্রহণ করেন নি—তারা হয়তো আমার এই বেদনা-বিলাপকে সমর্থন ও প্রশংসা করতে পারবেন না। কিন্তু রুমানিয়ার ভাষায় রচিত এই কবিতাটি আমি এখানে লিপিবদ্ধ না করেও পারছি না:—

শৈশব থেকেই আমি মন্দিরে ও গীর্জায় যাতায়াত করেছি। ঈশ্বর সর্বত্রই মহিমান্বিত। পুরোহিতেরা স্তব ও আরাধনায় উৎসাহদীপ্ত। তোমাকে ভালবাসাই তাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে শিখিয়েছেন। কিন্তু বড় হয়ে এই ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীতে এমন গভীর বিষাদ আমি দেখেছি যে, আমাকে বলতে হয়েছে, এই ঈশ্বরের হৃদয় পাষাণময়। তা না হলে তিনি আমাদের এই কষ্ট দূর করে দিতেন। পীড়িত ছেলেমেয়েরা হাসপাতালে রোগ-যাতনায় ছটফট করে—দুঃখ-ভারাক্রান্ত পিতামাতারা অশ্রুধারায় প্রার্থনা করে। স্বর্গ যেন বধির। আমাদের ভালবাসার ধন মৃত্যুর উপত্যকায় চলে যায়—এমন কি, আমাদের প্রার্থনা শেষ হওয়ার পূর্বেই! নির্দোষ নরনারীদের অগ্নিচুল্লীতে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। স্বর্গ নিস্তব্ধ থাকে। সমস্ত কিছুই যেন সে হতে দেয়! তাহলে, বিশ্বাসীরাও যদি চুপি চুপি সন্দেহের কথা বলে, ঈশ্বরের তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকে কি? ক্ষুৎপীড়িত, উৎপীড়িত, আপন দেশেই

অত্যাচারিত—সকলেই আজ যেন নীরব, নিরুত্তর ও অপেক্ষমান। আমাদের বিভীষিকা ও যন্ত্রণায় সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু আজ বিড়ম্বিত লজ্জাহত!

মানুষের সর্বনাশকারী ব্যাঘ্র এবং রোগ-বীজাণুর সৃষ্টিকর্তাকে আমি প্রেম করব কি করে? কোনদিন একটি মানুষ কোন একটি বৃক্ষের ফল খেয়েছিল বলে চিরদিনই ভক্তের পীড়নকারী এই ঈশ্বরকে আমি ভালবাসা দেব কি করে? ইয়োব অপেক্ষাও বিষাদক্লিষ্ট আমি, আমার সান্ত্বনাকারী বন্ধু নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র-কন্যা নেই এবং এই কারাগারে রৌদ্র, বাতাসও নেই। যার ফলে এ জীবনভার দিনে দিনে দুর্বহ ও দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

আমার বিছানার তক্তাগুলি দিয়েই ওরা আমার শবাধার তৈরী করবে। এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি কেন আমার চিন্তা নিয়ত তোমার দিকেই ধাবিত—আমার রচনাগুলি কেন তোমারই কথায় পরিপূর্ণ। তোমার প্রেম কেন যে আমার আত্মায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—কেন আমার সমস্ত সঙ্গীতের সুর তোমারই দিকে উৎসারিত? আমি জানি, আমি আজ পরিত্যক্ত—শীঘ্রই মৃত্তিকার কবরে আমি গলিত শবে পরিণত হবো……

অনেক পাপের ক্ষমা লাভ করে মগ্দালিনীর প্রেম আরও বেড়েই গিয়েছিল। তোমার ক্ষমাদানের পূর্বেই সে সুগন্ধি উপহার এনেছিল এবং অশ্রু বর্ষণ করেছিল। কি জানি, তুমি ক্ষমাদান না করলেও হয়ত পাপের মধ্যে থেকেই তোমার প্রতি প্রেমে সে বসে বসে অশ্রুবর্ষণ করতে থাকতো। তুমি জীবন দান করার পূর্বেই সে তোমাকে ভালবেসেছিল। তুমি ক্ষমা দান করার পূর্বেই সে তোমাকে প্রেম করেছিল।

আমিও জানতে চাই না তোমাকে ভালবাসা উচিত কি না। পরিত্রাণের আশায় আমি তোমাকে ভালবাসি না। অনন্ত দুর্ভাগ্য ও

যাতনার মধ্যেও আমি তোমাকে ভালবেসে যাবো। মানুষের মধ্যে যদি তুমি না আসতে—তুমি আমার দূরের স্বপ্ন হয়ে থাকতে। যদি তোমার বাক্য-বীজ বপন না করতে—তথাপি, কিছু না শুনেও তোমাকে আমি প্রেম করতাম। যদি ইতস্ততঃ করে তুমি ক্রুশকে এড়িয়ে পলায়ন করতে এবং আমারও পরিত্রাণ ব্যবস্থা না হত—তবু, হে প্রিয়তম, তোমাকে আমি প্রেম করতাম। তোমার মধ্যে পাপের চিহ্ন দেখলেও আমার ভালবাসা দিয়ে আমি তাকে আবৃত করে দিতাম।

আমাকে লোকে উন্মাদ বলবে, হয়তো বিকৃত মস্তিষ্কও বলবে, কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসার কথা না বলেও যে পারি না। যদি ভাববাদীরা অন্য কারোর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন—আমি তাঁদের পরিত্যাগ করে তোমারই প্রতি আসক্ত থাকতাম। ওঁদের যুক্তি ও প্রমাণে তুমি প্রতারক প্রমাণিত হলেও আমি তোমাকে ছাড়তাম না অশ্রুধারায় তোমার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করতাম। শৌলের জন্য শমূয়েল যেমন ক্রন্দন ও উপবাসেই দিনের পর দিন কাটিয়েছিল—তেমনি তোমার পরাজয় ও পরাভবে আমিও সেইভাবে আমার জীবন যাপন করতাম। শয়তানের পরিবর্তে যদি তুমিই স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও ও প্রতাপ হারিয়ে ফেলতে আমি এই আশা ও তপস্যার দিন কাটাতাম যেন কোনদিন পুনরায় তুমি পিতার ক্ষমালাভ করে সোনার স্বর্গে তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত ও পুনপ্রতিষ্ঠিত হও।

তুমি যদি কেবল মিথ্যা কাহিনী মাত্র হতে—আমি বাস্তবকে পরিত্যাগ করে তোমার সঙ্গেই স্বপ্নরাজ্যে বাস করতাম। যদি ওঁরা প্রমাণ করতেন যে তোমার অস্তিত্বই নেই, আমার গভীর প্রেমই তোমাকে জীবন দান করত। আমার প্রেম, উন্মাদের প্রেম, কোন অভিসন্ধি বা স্বার্থপ্রণোদিত নয়। হে প্রভু, হে প্রিয় যীশু, বিশ্বাস করো ও নিশ্চিন্ত হও। এর অধিক আমার আর কিছুই নেই যে।...

এই কবিতা শেষ করার পর থেকেই আমি মনে প্রাণে ধীর ও শান্ত হয়ে উঠলাম। শয়তানের উপস্থিতির ভয় সমূলে অপসারিত হয়ে গেল। সেই শান্তিময় নিস্তব্ধতা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে আমি যেন অন্ধকারেই প্রিয় যীশুর চুম্বন স্পর্শ অনুভব করলাম। একটা গভীর প্রশান্তি ও আনন্দানুভূতিতে আমার সমস্ত অন্তর আপ্লুত হয়ে উঠল.....

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ॥ ১ ॥

তিন বৎসরের নির্জন কারাবাসের পরিণামে আমি মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লাম। মুখ দিয়ে প্রায়ই আমার রক্ত বার হত।

কর্ণেল Dulgheru আমাকে দেখে বললেন, আমরা নাজীদের মতন নই। তুমি সেরে ওঠো এবং যাতনা ভোগ করতে থাকো—আমাদের সেই-ই লক্ষ্য। একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হল। সংক্রমণের আশঙ্কা এড়ানোর জন্য তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে আমার রোগ পরীক্ষা করলেন। পাতালপুরীর বন্দীকক্ষ থেকে আমাকে কারা-হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার আদেশ হয়ে গেল।

স্ট্রেচারে শুইয়ে আমাকে উপরে নিয়ে আসা হল। বহুদিন পরে আমি আবার তারাভরা আকাশ দেখলাম, চাঁদনীর শোভা নিরীক্ষণ করলাম। অ্যামবুলেন্সে শুয়ে শুয়েই আমি বুঝতে পারলাম ওরা আমাকে রাজধানী বুখারেষ্ট শহরের রাজপথ দিয়ে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ নিমেষের জন্য চমকে উঠলাম, ওরা আমাকে আমার বাড়ীতেই ফিরিয়ে দিচ্ছে নাকি —শান্তিতে মরবার জন্য! আমার বাড়ীর রাস্তায় যেতে যেতেই সহসা ওরা মোড় ঘুরলো এবং একটি পাহাড়ী চড়াই পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা ভাকারেস্তি চলেছি— বুখারেষ্টের একটি শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী মঠ পূর্বে এইখানে ছিল। যেটা সম্প্রতি জেলখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। নিকটবর্তী গির্জা ও চ্যাপেলকে ভাণ্ডার রক্ষার কার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন কক্ষগুলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বন্দীদের থাকার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। প্রান্তভাগের কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষকে নির্জন কারাবাসের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। একটা চাদরে মুখমণ্ডল আবৃত করে আমাকে প্রহরীরা ষ্ট্রেচারে তুললো।

বড় আঙ্গিনা, বারান্দা এবং কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যখন ওরা আমার মস্তকাবরণী খুলে ফেললো—দেখলাম, সঙ্কীর্ণ একটি Cell-এ আমাকে একাকী রাখা হয়েছে। বারান্দায় একজন অফিসার আমার প্রহরীকে বলছেন, কোন লোক একে দেখতে পাবে না, কেবল ডাক্তার ছাড়া—কিন্তু তখনও তুমি সামনে থাকবে। বুঝলাম, আমার এখনও জীবিত থাকার খবরটা সযত্নে গোপন রাখারই ব্যবস্থা বলবৎ আছে!

বয়স্ক প্রহরী এই ধরনের কথায় বেশ কৌতূহলী হয়ে পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি হে, তোমার নামে কিসের অভিযোগ? কি করেছো তুমি?

দুর্বল কণ্ঠে উত্তর দিলাম, আমি একজন পুরোহিত—ঈশ্বরের সন্তান।

প্রহরী আমার ওপরে ঝুঁকে নত হয়ে নিম্নস্বরে বলল, প্রভুর নাম ধন্য হউক। আমি একজন যীশুর সৈনিক। অর্থাৎ, পরে বুঝলাম—রুমানিয়ার গোপন খ্রীষ্ট সঙ্ঘ "Army of Lord"-এর সে একজন গোপন সভ্য! কম্যুনিষ্ট অত্যাচার, সন্ত্রাস ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রুমানিয়ার গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার সভ্য দিনে দিনে এই গোপন খ্রীষ্ট-বাহিনীর দলে ভর্তি হয়ে চলেছে।

প্রহরীর নাম Tachici, ক্রমে জানলাম। আমরা পরস্পর বাইবেলের বহু পদ পরস্পরকে শোনালাম। টাচিসি আমাকে বহু প্রকারে সাহায্য ও সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। অবশ্য, যতটা সম্ভব গোপনতা রক্ষা করে। বহু প্রহরীর এজন্য বারো বৎসর পর্যন্ত কারাবাসের শাস্তি হয়েছে। আমি তখন নিতান্তই অসহায়। বিছানা ছেড়ে ওঠারও কোন শক্তি নেই। বহু সময়ে আপন ময়লার মধ্যেই আমি পড়ে থাকতাম।

প্রাতঃকালে খুব অল্প সময়ের জন্য আমার পূর্ণ চেতনা থাকতো। তারপরই আরম্ভ হত যন্ত্রণার অস্থিরতা এবং প্রলাপ। ঘুম আমার

সামান্যই হত। তবে সান্ত্বনার মধ্যে, একটি ছোট গবাক্ষ দিয়ে আমি আবার আকাশ দেখতে পেলাম। সকালে আবার বহুদিন পরে সেই সুমিষ্ট শব্দে মন একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠত। পাখীর ডাক আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

একদিন Tachiciকে বললাম, বনের পথে যাওয়ার সময়ে মার্টিন লুথার পাখীদের লক্ষ্য করে মাথার টুপী খুলে সম্ভাষণ জানিয়ে বলতেন—সুপ্রভাত, ধার্মিকগণ, তোমরা জেগে উঠেই গান ধরো। কিন্তু আমি বৃদ্ধ মূর্খ, তোমাদের চেয়ে খুবই কম শিখেছি—তাই সব কিছুতেই চিন্তা করে মরি। স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারি না।

গবাক্ষপথে সামান্য একটু আঙ্গিনা ও ঘাস দেখা যেত। সর্বদাই শূন্যতা। মাঝে মাঝে হাসপাতালের ডাক্তারদের যেতে ও আসতে দেখা যেত। কেউ মুখ তুলে তাকাতো না। সকলেই যেন শ্রেণী-সংগ্রামে সচেতন! মানুষের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেতাম মধ্যে মধ্যে। আগে এই মনুষ্যকণ্ঠ শুনবার জন্যে কি অধীরতা বোধ করতাম, কিন্তু এখন, বেশীর ভাগ কথাবার্তা শুনে দারুণ বিরক্তি লাগতো। মানুষ কত অধিক মাত্রায় বাজে কথা বলে। যেমন বাজে চিন্তা, তেমনি অন্ধ যুক্তি!

একদিন সকালে পাশের কক্ষ থেকে শব্দ এল, আমি Leonte Filipescu। আপনি কে?

চিনতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে। রুমানিয়ার প্রাথমিক সমাজবাদী সভ্যদের একজন। দলীয় নেতারা তাঁকেও প্রথমে কাজে লাগিয়ে নিয়ে পরে বাতিল করে দিয়েছেন! আমার নাম শুনেই তিনি পুনরায় বলে উঠলেন, সাবধান, হার মানবেন না! পীড়াকে পরাজিত করতেই হবে। মাত্র দুটি সপ্তাহের পরেই আমরা সবাই মুক্ত হচ্ছি—

—কি করে জানলেন আপনি?

—কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যরা কম্যুনিষ্টদের দারুণ শিক্ষা দিচ্ছে। এখানে আসতে বড় জোর দুটি সপ্তাহ!

—সে কি? দলে দলে ছুটে এলেও যে দুটি সপ্তাহে তা মোটেই সম্ভব নয় বন্ধু!

—রাবিশ! দূর আবার কোথায়? ওদের যে সুপারসোনিক জেট বিমান আছে।

আমি তর্ক করলাম না। বন্দীদের মনোভাবের এই-ই একটা রহস্য। আত্ম সান্ত্বনার জন্য সর্বদাই যুক্তি ও সূত্র সন্ধানে ব্যগ্র! দৈনিক খাদ্য যদি সামান্যও ভাল রান্না হয়, বন্দীরা বলে, মার্কিন হুঁশিয়ারী পেয়েই এরা ভাল ব্যবহার আরম্ভ করেছে। কোন ওয়ার্ডার যদি ভুল করেও কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়—ওরা বলে, শেষবারের মত এরা শক্তিমত্তা দেখিয়ে নিচ্ছে। প্রাঙ্গণে ব্যায়াম অভ্যাস সাঙ্গ করে বন্দীরা ফিরে এসে খবর দিল, রাজা মাইকেল আগামী মাসেই নিজের সিংহাসন পুনর্দখল করবেন—রেডিয়োতে ঘোষণা করেছেন!

আগামী দশ বা কুড়ি বৎসর যে বন্দীশালাতেই আটক থাকতে হবে—এ চিন্তা কোন বন্দীর পক্ষেই সম্ভব বা পছন্দজনক নয়! দিনকয়েক পরেই Leonte Filipescu অন্য বন্দী হাসপাতালে বদলী হওয়ার সময়েও শীঘ্রই মুক্তি পাওয়ার আস্থা ও বিশ্বাসের কথা জানিয়ে গেলেন। সেখানেও আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

॥ ২ ॥

সেদিন আমার খুব জ্বর। মধ্যে মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ছি। প্রহরীরা আমাকে নিতে এল। মাথার ওপরে একটা কাপড় ঢাকা দিয়ে দুই জনে দুদিকে ধরে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। যখন মাথার কাপড়

খোলা হল, আমি তখন একটা বড় ঘরে—সামনের প্রকাণ্ড টেবিলের চারিদিকে চারজন পুরুষ ও একজন মহিলা বসে আছেন।

আজ আমার বিচার এবং এঁরাই আমার বিচারক।

প্রহরীরা একটি চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিয়ে ধরে থাকলো। একটা ইনজেকসান দিয়ে আমাকে কিছুটা স্থির ও শান্ত করা হল।

কোর্টের সভাপতি বললেন, আপনার পক্ষে সমর্থনের জন্য একজন আইনজীবি নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনার কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নাই।

সরকারী আইনজীবি উঠে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অভিযোগ-গুলি বলতে লাগলেন :

যুগোশ্লোভিয়ায় জোসেফ ব্রজ্ টিটো যে অপরাধমূলক আদর্শবাদে অভিযুক্ত—আপনার বিরুদ্ধে এই আদালতের সেই একই অভিযোগ! আমার মনে হল—আমি যেন বিকারের ঘোরেই আছি! আমার গ্রেফতারের সময়ে দুনিয়ার সকলেই জানতেন যে মার্শাল টিটো একজন আদর্শ কম্যুনিষ্ট। একথা আমার জানাই ছিল না যে, তারপরে তাঁকে আবার স্বাতন্ত্র্যবাদী ও দেশদ্রোহী বলে দোষী করা হয়েছে। সরকারী উকিল আমার অপরাধ সম্বন্ধে ফিরিস্তি দিয়েই চললেন :

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মণ্ডলীর সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে আমি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের চরবৃত্তি করেছি। বিশ্ব মণ্ডলী পরিষদের মাধ্যমে ও ধর্মপ্রচারের আবরণে আমি রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদ প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর বক্তৃতা তখনও শেষ হয়নি—এর মধ্যে আমি একবার চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার মত হলাম। আদালতের কাজ কিছুক্ষণ স্থগিত রেখে আমাকে আর একটা ইনজেকসন দেওয়া হল।

আমার পক্ষের আইনজীবি তাঁর আপন স্বার্থ রক্ষা করে যতটা পারলেন করলেন। সভাপতি প্রশ্ন করলেন :

—আপনার কিছু বলবার আছে ?

বহুদূর থেকে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো। সমস্ত ঘরটা চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে উঠলো। কেবল একটি মাত্র কথা-ই আমার মনের মধ্যে জেগে উঠলো। আমি জড়িত ও কম্পিত স্বরে বললাম—আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি।

প্রধান বিচারক আমার সাজা ঘোষণা করে রায় দিলেন : কুড়ি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড।

মাথায় সেই চাদরখানা মুড়ে দিয়ে পুনরায় দুইজন প্রহরী আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

দিন দুই পরে Tachici চুপি চুপি জানালো, আপনাকে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে! ঈশ্বর আপনার সঙ্গী হোন।

অন্য আর একজন প্রহরী এল। তারা দুজনে আমাকে ধরে ধরে বারান্দা পার হয়ে প্রধান প্রবেশ ফটকের কাছে নিয়ে এল। নীচের দিকে তাকিয়ে বুখারেষ্ট শহর আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তখনও জানি না যে, এই দেখা ছয় বৎসরের জন্য শেষ দেখা!

এইবার আমার দুটি পায়ে লোহার শিকল হাতুড়ী মেরে পরিয়ে দিয়ে আমাকে নিকটবর্তী ট্রাকে তুলে দেওয়া হল। ট্রাকে প্রায় চল্লিশ জন পুরুষ ও কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিল। পীড়িত, সুস্থ—সকলকেই শিকল পরানো হয়েছিল। আমার নিকটেই একটি তরুণী বন্দী হঠাৎ কাঁদতে লাগলো! আমি চেষ্টা করলাম—তাকে সাধ্যমত সান্ত্বনা দিতে। সে বললে, - আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ?

আর একবার তার মুখের দিকে তাকিয়েও কিছু মনে করতে পারলাম না। সে বিনীত কণ্ঠে বলল—

—আমি আপনারই মণ্ডলীর একজন সভ্য! আমার আজ দুঃখের সীমা নেই। আজ আপনি যীশুর শহীদ হতে চলেছেন, আর আমি অভাবের তাড়নায় চোর হয়েছি!

—দুঃখ করোনা, আমিও ঘোর পাপী। ঈশ্বরের দয়ায় উদ্ধার পেয়েছি। ঈশ্বরের বিশ্বাস রাখো। তোমার পাপও তিনি ক্ষমা করবেন।

সে আমার হাতটা তুলে নিয়ে তাতে চুম্বন করে বলল, ছাড়া পাওয়ার পরে সর্বপ্রথমে সে আমার পরিবারস্থ সকলকে আমার সংবাদটা জানিয়ে দেবে।

এর পরবর্তী অবস্থায় একটা রেলওয়ে বিরতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা-বিশিষ্ট ওয়াগনে আমাদের সকলকে তোলা হল এবং পুনরায় দীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ হল। কার্পেথিয়ান পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে রেলগাড়ী চলতে লাগল। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম যে আমার সহযাত্রী সকলেই টি-বি রোগী। সঙ্গে সঙ্গে আমি আন্দাজ করলাম যে এই অঞ্চলে Tirgul-Ocna নামক যে T. B. হাসপাতাল আছে—নিশ্চয়ই সেইখানেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক Romascanu এই স্যানাটোরিয়ামটি নির্মাণ করেছিলেন।

একটা পূর্ণ দিন রাত্রির পরে এই দুইশত মাইলের পথ অতিক্রম করে আমরা Tirgul-Ocna শহরের ষ্টেশনে এসে পৌছালাম। আমার মতন আরও ছয়জন রোগী—যারা হাঁটতে অক্ষম—একটা ঠেলা গাড়ীতে আমাদের তুলে দেওয়া হল। অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীরা আমাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। সুস্থ-দেহ ও বলিষ্ঠাকৃতি প্রহরীরা দেখতে দেখতে সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ক্ষুদ্র শহরের প্রান্তভাগে বৃহদাকৃতি অট্টলিকার দ্বারদেশে পৌঁছিয়ে আমাদের একে একে ভিতরে নিয়ে এসে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় পৌঁছে দেওয়ার পরই একটি চেনা মুখ দেখে আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। Dr. Aldea আমাকে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, আমি নিজেও একজন বন্দী, কিন্তু ওরা আমাকে ডাক্তারের পদে কাজ করতে দিয়েছে। এখানে কোন নার্স নেই—কেবল একজন ডাক্তার আছেন। সেজন্য, আমরাই পরস্পরের সাহায্য করে থাকি।

আমার জ্বরতাপ দেখলেন এবং অন্য কয়েকটি পরীক্ষাও করলেন Dr. Aldea। শেষে বললেন, আপনার সঙ্গে লুকোচুরি করতে আমি চাই না। আপনার উপকার বা চিকিৎসা করার মত কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই। সম্ভবতঃ আরও দুটি সপ্তাহ আপনার জীবনের মেয়াদ। ওরা যা দেয়, যাই-ই হোক—খেতে চেষ্টা করবেন। পুষ্টিহীনতাই আপনার এই অবস্থার কারণ। খাবেন, কষ্ট করেও খাবেন—না হলে—

আমার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করে তিনি অন্য রোগীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

পরবর্তী দুই দিনে—আমাদের ঠেলাগাড়ীর সহযাত্রী দুইজনের জীবনাবসান ঘটল। তৃতীয় একজনকে Dr. Aldea-র সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম, না ডাক্তার, আমি আজ অনেক ভাল আছি। জ্বর কমে আসছে, মাত্র দুইবার আজ রক্ত কাশ বার হয়েছে। সত্যি বলছি ডাক্তার। আমাকে চার নম্বর ঘরে পাঠাবেন না। প্লিজ!

অল্পক্ষণ পরে একজন হাসপাতালের কর্মচারী একবাটি জলীয় খাদ্য আমার সম্মুখে রাখতে এল। তাকে আমি বললাম, আচ্ছা, চার নম্বর কামরায় কেউ যেতে চায় না কেন ভাই?

লোকটা আমার বাটি ও প্লেট সন্তর্পণে সম্মুখে স্থাপন করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিঞ্চিৎ ভদ্রস্বরে বলল, আর কোন আশাই যার নেই—তাকেই চার নম্বর ঘরে পাঠান হয়। ওঘর থেকে আর কেউ ফেরে না……

জলীয় খাদ্য পদার্থটি প্রাণপণে খাওয়ার চেষ্টা আমি করলাম, কিন্তু পারলাম না। একজন এসে চামচে করে আমাকে খাওয়াতে লাগল। কিন্তু—সে খাদ্য কিছুতেই আমার উদরে থাকলো না। আমার আহারাদি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

পরদিন Dr. Aldea পুনরায় আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, ভারী দুঃখিত রেভারেণ্ড, ওদের কড়া আদেশ—আপনাকে চার নম্বরে যেতেই হচ্ছে—

অবিলম্বে আমার ঠেলা-গাড়ীর সাথীদের পুনরায় সঙ্গ ধরলাম আমি চার নম্বর ঘরে এসে। .....

আমার অবস্থাও প্রায় মৃতেরই সমান হয়ে উঠল। বন্দীরা আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সম্মুখে ক্রশ এঁকে আমাকে অভিবাদন করত। অধিকাংশ সময়েই আমি অচেতন অবস্থায় থাকতাম। কোন রকম কাতরানির শব্দ হলে অন্যেরা এসে আমাকে ধীরে ধীরে অন্য পাশে ফিরিয়ে দিত অথবা মুখে একটু জল দিত।

Dr. Aldea হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিনি দুঃখ করতেন, আধুনিক ঔষধ সামান্য কিছু পেলেও আপনাকে সুস্থ করতে পারা যেত। নতুন মার্কিন ঔষধ—ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন আজকাল টি-বি রোগে মহৌষধির কাজ করছে—কিন্তু এঁদের দলীয় মুরব্বিরা সাফ বলে দিয়েছে যে—ওসব পশ্চিমী গুজব। সাম্রাজ্যবাদী শ্লোগান!

পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে আমার সঙ্গের চার জন সাথী মারা পড়ল। আমি বুঝতে পারতাম না, বেঁচে আছে কি মরে গেছে। রাত্রে ছাড়া ছাড়া ভাবে সামান্য ঘুম হত। জেগে উঠলেই যন্ত্রণায় নানা প্রকার শব্দ করতাম। আমার ভিতরে দশ বারোটি ক্ষত স্থানে অজস্র পুঁজ সঞ্চিত হয়ে বক্ষদেশ স্ফীত হয়ে উঠেছিল। শিরদাঁড়াও আক্রান্ত হয়েছিল। থুথুর সঙ্গে রক্ত প্রায়ই বার হত। আমার আত্মা ও শরীরের বন্ধনসূত্র

ধীরে ধীরে খুবই দুর্বল হয়ে উঠল। দৈহিক জীবন সীমানার প্রান্তভাগেই আমি তখন অবস্থিতি করছিলাম বলা চলে।

কিন্তু কি করে তা আমিও জানি না, এই প্রথম সঙ্কটের পরিস্থিতিকে আমি কাটিয়ে উঠলাম। Dr Aldea অত্যন্ত মমতা ও করুণার সঙ্গে পরীক্ষা আরম্ভ করে অবশেষে রীতিমত সন্দেহ ও বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কোন ঔষধির সাহায্য আমি পাইনি—তত্রাচ আমি মৃত্যুকে এড়িয়ে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচেই থাকলাম। প্রতিদিন সকালে প্রায় ঘণ্টা-খানেকের মতন আমার জ্বর থাকতো না—আমার চিন্তা ও মনন শক্তিও এই সময়ে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। আমি যেন এইবার নতুন করে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম—আমার আবেষ্টনীর পরিচয় গ্রহণ আরম্ভ করলাম।

কক্ষটিতে বারোটি শয্যা ছিল। কাছাকাছি। কয়েকটা ছোট টেবিল। জানালাগুলি খোলাই থাকতো। সামনের সব্জী বাগানে লোকদের কাজ করতে দেখা যেত, তার অপর পারেই সুউচ্চ প্রাচীর এবং কাঁটা তার।

এই হাসপাতালে কোন প্রহরী নেই, পাগলা ঘণ্টি নেই, কোন বন্দুক-ধারী গার্ডও নেই। এখানে ওদের একমাত্র ভয় এই সংক্রামক রোগীদের। চিকিৎসা, সেবা ও শুশ্রূষা সম্পাদিত হত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই। সুতরাং, অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে এইখানে কারাযন্ত্রণার কঠোরতা-ও যেন কিছুটা কম ছিল। আমাদের জন্য কিছুই করা হত না। যে কাপড়ে আমাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেই কাপড়েই সকলে আজও আছি। ছিঁড়ে গেলেও কোন রকমে জোড়াতালি দিয়েও গায়ে টেনে রেখেছি এবং সম্ভবতঃ সেই কাপড়েই কেউ কেউ জীবনও শেষ করে দেবে।

সাধারণ কয়েদীরা আমাদের খাদ্য এনে দিত। যারা সক্ষম তারা

নিজেরাই খেত। বাকী আমাদেরটা সামনে ধরে দেওয়া হত। কপি সেদ্ধ ও সুপ ছিল সাধারণ খাদ্য। মাঝে মাঝে কড়াইশুঁটি এবং বার্লি বা ভুট্টা সিদ্ধ। এতেই সকলে অভ্যস্ত ছিল। অসুস্থ বন্দীদের মধ্যে সক্ষম যারা—সম্মুখের সব্জী ক্ষেতে কাজ করত। বাকী সকলে রোগ-শয্যায় শুয়ে পড়ে থাকতো এবং পরস্পর কথাবার্তায় রোগযন্ত্রণা ভুলতে চেষ্টা করত। কিন্তু চার নম্বর ঘরের কথা আলাদা। এ ঘর থেকে জীবিত বার হয়ে আসা সম্ভব ছিল না। সেজন্য অনেকেই এই ঘরটির নাম দিয়েছিল—'মৃত্যুঘর'!

ত্রিশ মাস আমি এই মৃত্যুঘরে কাটিয়েছি। এর মধ্যে কতজন যে এখানে এসে মারা পড়ল—তা আর মনে করতেও পারছি না। কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। নিরীশ্বরবাদী থেকে কেউ মরেনি। একজনও না! একটি ছোট ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বিছানায় ফ্যাসী-বাদী, কম্যুনিষ্ট, সাধু, নরঘাতক, তস্কর, পুরোহিত, ধনী জমিদার এবং দরিদ্রতম কৃষক—সকলেই থাকতে বাধ্য হয়েছে। তথাপি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও সকলেই আকুলকণ্ঠে ঈশ্বরের দয়া, ক্ষমা ও আশ্রয় ভিক্ষা করেছে। গোঁড়া অবিশ্বাসী মন নিয়ে বহু বন্দী এই ঘরে প্রবেশ করেছে। আমি দেখেছি মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে তাদের অবিশ্বাসের দৃঢ়তা ভেঙ্গে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সকলেই বলে থাকেন যে, নতুন সেতু নির্মিত হলে একটা কুকুর বা বিড়াল চলে গেলেই সেতুর শক্তি-সামর্থ্যের যথার্থ পরীক্ষা হয় না। একটা রেলগাড়ী তার ওপর দিয়ে গেলেই সেতুর যথার্থ পরীক্ষা হয়। তেমনি, আপন ঘরে পুত্র কন্যা ও পত্নী পরিবেষ্টিত হয়ে চা-ও কেক খেতে খেতে নিরীশ্বর বাদের যুক্তি তর্কের বহ্বাড়ম্বর করা সহজ, কিন্তু যে কোন মতবাদের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা সত্যিকারের সঙ্কট ও বিপদের পরিস্থিতিতেই পরীক্ষিত হয়। নিরীশ্বরবাদ কোন দিনই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না!

## ॥ ৩ ॥

বৃদ্ধ Filipescu প্রায়ই তার প্রিয় কবি শেকস্‌পীয়ার থেকে আবৃত্তি করে আমাদের শোনাতো। জীবনের পঞ্চাশটি বছর সে একজন বিপ্লবী ছিল। সে প্রথম বার গ্রেফতার হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু, ১৯৪৮ সালে গোপন গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস তাকে গ্রেফতার করতে এলে ফিলিপেসকু দুঃখের হাসি হেসে বলল: তোমাদের জন্মাবার অনেক আগেই আমি সমাজবাদের জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগস্বীকার করেছি।

তারা বলল, তাহলে আপনার উচিত ছিল, কম্যুনিজমের পক্ষে যোগদান করে জয় ও সাফল্যের অংশ ভোগ করা! ফিলিপেসকু বলল, সমাজবাদের দুটি বাহু। এক—গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও দ্বিতীয় বিপ্লবী সমাজবাদ। একটা বাহু কেটে ফেলার অর্থ-ই হচ্ছে সমাজবাদকে বিকলাঙ্গ করা।

ওরা সকলে হেসে উঠেছিল ও কথায়।

ফিলিপেসকুর বিশ বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

সে আমাদের বলত—তার জীবনের অনেক কথা। প্রথম জীবনে সে জুতা তৈরী করত। ক্রমে কিছু লেখাপড়া শিখে জীবনের সৌন্দর্যময় দিকটারও নানা সন্ধান ও স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসের শিক্ষা-ধারাই সে মেনে নিয়েছিল। মণ্ডলী সর্বদাই ধনীদের পক্ষে এবং দরিদ্রের বিপক্ষে। ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই খ্রীষ্ট-মণ্ডলী দরিদ্রদের বুঝায় যে, তাদের পুরস্কার অক্ষয় স্বর্গে। কিন্তু নিজের অন্তরের গভীর সংবাদ অনেকেই সঠিক জানেন না। যাঁরা মনে করেন যে নিরীশ্বরবাদীতাই প্রকৃত ধর্ম তাঁরাও মনে মনে প্রকৃত নিরীশ্বরবাদী নন। ফিলিপেসকু ঈশ্বরকে অস্বীকার করত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে সে আদিম ধারণাটিকেই অস্বীকার করত মাত্র, প্রেম, ন্যায়-

পরায়ণতার ও অক্ষয় অনন্ত জীবনকে নয়। একথা আমিও তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম।

সে বলল, আমি যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের একজন হিসাবে—ঈশ্বর রূপে নয়।

তার স্বাস্থ্য দিনের পর দিন খারাপই হচ্ছিল—কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বারকয়েক রক্তস্রাব হওয়ার ফলে তার অন্তিম সময় সন্নিকটস্থ হয়ে উঠল। অতিশয় ক্ষীণ-দুর্বল কণ্ঠে পরিষ্কার ধীর উচ্চারণে বৃদ্ধ ফিলিপেসকু তার শেষ কথাগুলি বলল: আমি যীশুকে ভালবাসি! সেই সপ্তাহে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং অন্যদের সঙ্গে সাধারণ কবরেই ফিলিপেস্কুকে নগ্নদেহে মাটি চাপা দেওয়া হল।

চার নম্বর ঘরের প্রান্তস্থিত শয্যা থেকে প্রাক্তন পুলিস-কর্তা জেনারেল টোবেস্কু সমস্ত খবর শুনে রুগ্ন স্বরে বললেন, পশ্চিমের সমাজ-বাদীরা আজ কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিতালী স্থাপন করে এই বুদ্ধের পরিণাম-ব্যবস্থারই পথ-প্রস্তুত আরম্ভ করেছে .....

আমার পাশের শয্যার সাথী টিস্‌মানিয়ার Abbot Iscu সম্মুখে ক্রুশচিহ্ন এঁকে নিম্নকণ্ঠে বললেন, শেষ সময়েও যে ফিলিপেস্কু ঈশ্বরের শরণাপন্ন হল—এই জন্যও আমি মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও সান্ত্বনাবোধ করছি···অন্য দিকের রোগী সার্জেন্ট মেজর Bucur আপত্তির স্বরে বললেন,—তা বলবেন না। বৃদ্ধ ফিলিপেস্কু শেষ পর্যন্ত বলে গেল যে যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলতে সে সম্মত নয়।

শান্ত ধীর স্বরে আমি বললাম—এতক্ষণে মৃত্যুর পরপারে পৌঁছিয়ে ফিলিপেস্কু তার সমস্ত সন্দেহেরই মীমাংসা পেয়ে গেছে, কেন না যীশুকে যে ভালবাসে, যীশু তাকে কখনও পরিত্যাগ করেন না। গল-গথায় ক্রুশের ওপরে যে দস্যু তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল এবং পরমদেশের

প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল সে-ও তাঁকে মানুষ বলেই সম্বোধন করেছিল। আমি যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি এবং জানি যে, যারা এখনও স্পষ্ট ভাবে একথা জানে না, তাদেরও তিনি প্রেম করেন।

সার্জেন্ট-মেজর Bucur কাউকেই প্রেম করতেন না। তিনি রাষ্ট্রকেই নিজের আদর্শ ও ধারণানুযায়ী সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। যে গ্রামে তিনি বাস করতেন—সেখানে তিনি শাসনকর্তার ভূমিকায় আচরণ-ব্যবহার করতেন। চোর-ডাকাত ও সমাজবিরোধীদের তিনি কেমন শাসন ও দণ্ড প্রদান করতেন—কিভাবে সকলকেই সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে বাধ্য করতেন—এসব কথা প্রায়ই গর্বভরে তিনি আমাদের শোনাতেন। তাঁর বিশেষ অহঙ্কারের বিবরণী ছিল যীহুদির নিপীড়ন কাহিনী। কি করে সামান্য বালি-ভর্তি থলে চাপা দিয়ে নির্দয়ভাবে তাদের তিনি প্রহার করতেন—এটি যেন তাঁর জীবনকালের একটা মস্ত কীর্তি বিশেষ।

Bucur কিছুতেই মানতেন না যে, চার নম্বর ঘরে থাকার যোগ্য কোন পীড়া তাঁর আছে। একদিন Dr. Aldea-কে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমাকে এ-ঘরে রাখা হয়েছে কেন? আমি কি এই সব রোগীদের মতন কোন কঠিন রোগাক্রান্ত?

থার্মোমিটার দেখতে দেখতে Dr. Aldea বললেন, চুপ করুন সার্জেন্ট-মেজর। আপনার অবস্থা একটুও ভাল নয়। আপনি বরং আত্মার কথা একটু চিন্তা করুন।

ডাক্তারের প্রস্থানের পরে Bucur অসন্তুষ্ট প্রতিবাদের স্বরে বললেন, এই ডাক্তারটার শরীরে নিশ্চয়ই যিহুদী-রক্ত আছে!

Bucur প্রায়ই ঘোষণা করতেন যে তিনি একজন সক্রিয় খ্রীষ্টান। কিন্তু কার্যতঃ, তাঁর সমস্ত জীবনটাই যেন ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সুদীর্ঘ কলহের সম্পর্কেই যাপিত হয়ে এসেছে। তিনি গির্জায় যেতেন—কিন্তু

কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য। তাঁর মণ্ডলীর পুরোহিতরা সকলেই ধর্মগুরু বা উপদেশকের পরিবর্তে আচার-অনুষ্ঠান ও পর্বীয়-রীতির আচার্য ছিলেন মাত্র। তিনি বুঝতেই পারতেন না যে, কেন তাঁর এই পীড়া এবং কেনই বা তাঁকে এত শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে।

সান্ত্বনার কণ্ঠে আমি তাঁকে একদিন বললাম, অত দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি ভাবছেন—আপনার কোন আশাই আর নেই। কিন্তু জানবেন মেজর, ভোরের আগেই আঁধার জমাট হয়ে ওঠে। আমরা খ্রীষ্টীয়ানরা বিশ্বাস করি যে, ভোরের আলো ফুটে উঠবেই। দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যেও এই বিশ্বাস আমাদের রক্ষা করা উচিত। এতে প্রচুর শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া যায়।

Bucur সন্তুষ্ট হলেন—তাঁর সম্বন্ধে আমি আগ্রহ দেখিয়েছি বলে। কিন্তু জীবনের ভুল এবং অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণগুলির জন্য তিনি একবারও দুঃখ প্রকাশ বা অনুশোচনা করলেন না। এই ভাবেই কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরে একদিন অকস্মাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে, Dr. Aldea যথার্থই রোগ নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর জীবনী-শক্তি অতি দ্রুত গতিতে তাঁকে ত্যাগ করে যাচ্ছে। একান্ত ভীত-সন্ত্রস্ত স্বরে তিনি আমাকে বললেন, আমি দেশের জন্য জীবন দান করছি।

কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তিনি অচেতন থাকলেন। চেতনা ফিরলে তিনি হঠাৎ বললেন, আমি স্বীকার করতে চাই—সকলের সম্মুখেই। আমার এত পাপের চিন্তা বুকে নিয়ে আমি মরতে পারবো না।

বিনা আদেশে ও বিনা প্রয়োজনে তিনি কত অধিকসংখ্যক যীহুদিকে হত্যা করেছেন—কিভাবে স্ত্রীলোকদের পর্যন্ত গুলি করেছেন—সেই সমস্ত কথা তিনি সকলের সমক্ষে বলে যেতে লাগলেন। একটি বারো বছরের অসহায় ও ক্রন্দনরত বালককে কি জঘন্যভাবে তিনি মেরে ফেলেছেন—

তাও অনুশোচনার সঙ্গে বিবৃত করলেন। রক্তপিপাসু বন্য শ্বাপদের মতই যেন সে সময়ে তিনি হিংস্র ও মমতাহীন হয়ে উঠেছিলেন।

বিবরণী শেষ করে ক্ষণকাল তিনি মুহ্যমান হয়ে রইলেন। তারপরে ধীর স্থির স্বরে বললেন, এইবার মিঃ ওয়ার্মব্রাণ্ড আমাকে ঘৃণা করবেন—তাও আমি বুঝতে পারছি।

—না মেজর, আপনি নিজেই সেই নরপশুটাকে এখন ঘৃণা ও নিন্দা করছেন। সেই অত্যাচারী ও হত্যাকারীর সঙ্গে বর্তমান আপনার কোন মিল নেই। আত্মগ্লানি ও অনুশোচনাই আমাদের জীবনে নবজন্ম এনে দেয়।

মনে হল—এই স্বীকারোক্তির জন্যই তাঁর প্রাণবায়ু অপেক্ষা করছিল। ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। সহসা একসময়ে তাঁর নিশ্বাস অনিয়মিত ও সশব্দ হয়ে উঠল। আরও বাতাস আরও নিঃশ্বাসের জন্য তাঁর বক্ষদেশ যেন হাপরের মত ওঠা-নামা করতে লাগল। মুখ হাঁ করে তিনি যেন জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। আমরা সকলেই নীরব নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। মেজরের হাতের মুঠো বার কয়েক কেঁপে কেঁপে উঠে একসময়ে স্থির ও নিশ্চল হয়ে গেল।

একটু পরে বাইরে থেকে দুইজন Bucur-এর প্রাণহীন দেহটি বাইরে নিয়ে যাবার জন্য নিকটে এল। প্রভাতের সোনার রৌদ্র-কিরণ তখন মেজরের মুখে একটা অপূর্ব আভা ফুটিয়ে তুলেছে—তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলের ওপরে একটা শান্তি ও নিশ্চিন্ততার ভাব জেগে উঠেছে.....

## ॥ ৪ ॥

হাসপাতালের অন্যান্য ওয়ার্ডের বন্দীরা কেউ কেউ চার নম্বর ঘরে এসে আমাদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করত। সাহস, উৎসাহ ও ভরসা দেবার এবং সম্ভবমত সেবা করার জন্যই তারা আসত।

ঈষ্টারের দিনে একটি বন্ধু একটা কাগজের মোড়কের উপহার এনে আমাদের ঘরের Valeriu Gagencuকে দিয়ে বলল, এটি তোমারই জন্য। অনেক কষ্টে এটি ওদের চোখের আড়াল দিয়ে আনা হয়েছে, খুলে দেখ।

Gagencu মোড়কটি খুলল। দেখা গেল, দুটি বড় বড় ঝকঝকে চিনির চৌকো বরফি! আমাদের সকলেরই দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। চিনি! ও বস্তু যে কতদিন আমরা চোখেও দেখিনি! অথচ, প্রত্যেকের শরীরেই এখন চিনির পুষ্টির একান্তই অভাব। Gagencu ধীরে ধীরে সে দুটি কাগজে মুড়ল এবং বলল, আমাদের সকলের পক্ষেই এ বস্তু আজ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু—কি জানি, হয়তো আরও বেশী করে এর প্রয়োজন আছে—এমন কারো খবর আমরা পেতেও পারি। ভাই—আন্তরিক ধন্যবাদ দিই তোমাকে।

দিন কয়েক পরেই আমার জ্বরের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল, উত্তাপের আওতায় খুবই দুর্বল হয়ে পড়লাম। সেই চিনির মোড়কটা পাশাপাশি বিছানাগুলি পার হয়ে হাতে হাতে আমার বিছানায় এসে পৌছালো। সকলেই একসঙ্গে অনুরোধ করল, আপনার এখন ওটা খুবই দরকার, আপনি খেয়ে নিন। Gagencu উচ্চকণ্ঠে বলল, ওটা আমার উপহার…।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি চিনির সেই মোড়কটা না খুলে মাথার কাছে রেখে দিলাম। বার বার আমার মনে হতে লাগলো—হয়তো, আমার চেয়েও কারো বেশী দরকার হয়ে পড়তে পারে শীঘ্রই…

আমার জ্বরের সংকট পার হয়ে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিনির মোড়কটা আমি Soteris-এর বিছানায় পাঠিয়ে দিলাম। ওর অবস্থা তখন অতিশয় সংকটজনক। Soteris হচ্ছে সেই দুজন গ্রীক কম্যুনিষ্ট বন্দীদের একজন।

দীর্ঘ দুটি বৎসর সেই মহামূল্য চিনির মোড়কটি চার নম্বর মৃত্যু-ঘরের বিছানা থেকে বিছানায় হাতবদল হতে থাকলো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দুর্ভোগকারী ও পীড়াগ্রস্ত হলেও প্রতিজনই আমরা সে বস্তু খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে সক্ষম হলাম।

গ্রীক গৃহযুদ্ধের সময়ে Soteris ও Glafkos কম্যুনিষ্ট গেরিলার ভূমিকায় বহু সংগ্রাম করে যুদ্ধাবসানে রুমানিয়ায় পালিয়ে আসে। পরে সংগ্রামে অবহেলা করার অপরাধে অন্যদের সঙ্গে তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এখন, সেই গৃহযুদ্ধ ও তাদের অংশ সম্বন্ধে বহু বিবরণ ও কাহিনী আমাদের তারা শোনাতো। মাউণ্ট অ্যাথোস্-এর প্রসিদ্ধ মঠ আক্রমণ ও লুণ্ঠন কাহিনী তারা সবিস্তারে বর্ণনা করত। মাউণ্ট অ্যাথোস-এ রমণী-প্রবেশ নিষিদ্ধ।

—আমরা একদল তরুণী নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের আক্রমণ-কারী দলের সঙ্গে! দাড়িওয়ালা সেই সন্ন্যাসীগুলোর সে কি দৌড়—যদি দেখতে তোমরা।

Soteris-এর নিরীশ্বরবাদীতার আস্ফালন ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল। তার পীড়া তাকে দিনে দিনে দুর্বল করে তুলল। অবশেষে একদিন সে কোন পুরোহিতের শরণাপন্ন হল। পুরোহিতের আশ্বাস ও উপদেশ, সমস্ত পাপের ক্ষমার সম্বন্ধে পিতার প্রতিজ্ঞা—এই সবই তাকে তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে অসীম সান্ত্বনা ও নিশ্চিন্ততা প্রদান করল। সে নিজেই একদিন বলে বসল, না। আমার চেয়েও কোন কঠিন রোগীর জন্য ঐ চিনি দরকার হতে পারে, আমার না হলেও চলবে।

একজন সুস্থ বন্দী আমাদের সাহায্য করতে মাঝে মাঝে আসতেন। তিনিই Soteris-এর মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য এলেন। ওঁকে সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে 'প্রোফেশার' বলে সম্বোধন করত। কিন্তু তাঁর নাম ছিল 'পপ'। ইতিহাস, ফ্রেঞ্চ এবং অন্য কয়েকটা বিষয়ে তিনি অধ্যাপনা করতেন—সেকথা আমরা পরে জেনেছিলাম।

একদিন ওঁকে বললাম, আপনি কারাগারে দিন কাটান কি করে? কিছু লিখলে তো হয়? মুখে মুখে সব কি মনে থাকে?

তিনি বললেন, আমাকে সাবান দিয়ে টেবিল ধুতে হয় প্রতিদিন। তখন সঙ্গের ছাত্রকে আমি শিক্ষা দেই—টেবিলে নখের দাগে লিখে এবং নক্সা এঁকে!

আশ্চর্য!—আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে সহাস্যে তিনি বললেন, আগে ভাবতাম—জীবিকার জন্য শিক্ষা দিই। এখন কারাগারে এসে দেখলাম, তা নয়, ছাত্রদের ভালবাসি বলেই শিক্ষা দিই।

অর্থাৎ, পুরোহিতদের মতন আপনিও একজন জীবনব্রতী!—এই রকম পরিস্থিতিতে না পড়লে তো তার পরীক্ষা হয় না।

একদিন পপকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি খ্রীষ্টান? কোন উত্তর দিলেন না তিনি। মনে হল—ভিতরে ভিতরে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তিনি পরে বলেছিলেন, পুরোহিত মশায়, আমার জীবনে খুব বেশী রকম হতাশা আছে। আমার আগের কারাগারের ভিতরে গির্জাটাকে ভেঙ্গে ওরা আড়ত-ঘর বানিয়েছিল। গির্জার চূড়ার ওপরের ক্রুশটিকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য ওরা কাউকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একজন পুরোহিত-বন্দী স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন!

চমক দমন করে আমি বললাম অভিষিক্ত হওয়া সকলেই মনে প্রাণে পৌরহিত্য-ব্রতী হয় না—খ্রীষ্টের শিষ্য বলে পরিচয় দিলেও সকলে তা হতে

পারেন না। যাঁরা কেবল পাপ-মুক্তি ও উদ্ধারের আশায় যীশুর কাছে আসেন—তাঁরা শিষ্য নন। যাঁরা এসে বলেন, প্রভু, আমাকে তোমার ভৃত্য করে নাও, আমি তোমার কাজ করব। লোকের অশ্রু মুছাবো পীড়ায় সেবা করব, দ্বারে দ্বারে তোমার কথা বলে বেড়াবো—তারাই শিষ্য।

পপের মুখে এইবার সামান্য হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, যারা জীবনের শেষ অবস্থায় শিষ্যত্ব ভিক্ষা করতে আসে—তাদের কি হয়? কত গোঁড়া নিরীশ্বরবাদীকে শেষ পর্যন্ত অনুতাপ ও অশ্রুধারায় বিশ্বাসী হতে দেখলাম যে আমি!

আমাদের মন সর্বদা একই পথে ও সীমায় চিন্তা করে না। একজন মনিষীও সময়ে সময়ে বাজে কথা বলতে পারেন, অথবা স্ত্রীর সঙ্গে বকাবকি করতে পারেন—কিন্তু তাই দিয়ে তাঁকে বিচার করা হয় না। আমাদের মন যখন ধীর, স্থির ও শান্ত থাকে—সেই সময়েই তার বিচার হওয়া উচিত। বিশেষতঃ কোন সংকটময় পরিস্থিতির মীমাংসার জন্য মন যখন চিন্তামগ্ন থাকে—তখনই মননশীলতার প্রকৃত মূল্য জানা যায়। ঠিক এই রকম সময়েই নিরীশ্বরবাদী বহু মন তার দৃঢ়তা ও দম্ভ হারিয়ে তছনছ ও চুরমার হয়ে যায়!—কিন্তু সার্জেন্ট Bucur-এর মতন মানুষ সকলের সামনে পাপ স্বীকার করতে ব্যগ্র হয় কেন?

—এক সময়ে আমি রেল-লাইনের কাছাকাছি বাস করতাম। দিনের বেলায় কখনই কোন ট্রেনের গতিবিধি লক্ষ্য করতাম না। কিন্তু রাত্রের কয়েক ঘণ্টা প্রতিটি ট্রেনের সব রকম শব্দই আমার কানে আসতো! জীবনের ভীড় ও শব্দে আমাদের বিবেকের ধীর ও মৃদু শব্দ আমাদের মন আকর্ষণ করে না। কিন্তু—কারাগারের নির্জনতায় গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে যখন মৃত্যু এগিয়ে আসে—তখন সেই অবহেলিত বিবেকের মৃদু বাণীগুলি সুস্পষ্টভাবে আমাদের চেতনার মধ্যে সাড়া জাগায়!

আমার আগের কারাগারের কথা বলছিলাম তো! একজন খুনী আসামী একটি নির্জন কক্ষে বন্দী ছিল। সে প্রায়ই জেগে জেগে রাত কাটাতো এবং চীৎকার করে বলত, পাশের ঘরে তুমি কে? দেয়ালে শব্দ করছ কেন?

—তারপর?

পাশের দুটো সেল-ই খালি ছিল!

আর একজন বন্দী এইবার বলল, আমারও আগের কারাগারে একজন Iron Guard বন্দী ছিল। একজন যীহুদি রব্বিকে সে হত্যা করেছিল। সে সকলকেই বলত যে, সারারাত সেই রব্বি তার কাঁধে চড়ে ঘোড়া হাঁকানোর মত বুটের ঠোক্কর মেরে মেরে জাগিয়ে রাখতো! লোকটা একদিনও ঘুমাতে পারতো না!

॥ ৫ ॥

পপ প্রায়ই আমাকে ধোওয়া-মোছা করতে সাহায্য করতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের দিকে কি বাথরুমে ঝরণা-কল আছে?

পপ বললেন, নিশ্চয়! রুমানিয়ার সাধারণতন্ত্রে আমাদের সমস্তই আধুনিক ব্যবস্থা আছে, তবে, সেগুলি খারাপ। ঝরণা-কলঘর বহু বৎসর যাবৎ শুকনো। সাম্যবাদী ও পুঁজিবাদী দুজন মৃত্যুর পরে নরকে মিলিত হয়েছিল, শুনেছেন? দুদিকে দুটো প্রবেশদ্বার দেখলো দুজনে। সাম্যবাদী নরক ও পুঁজিবাদী নরক! পরস্পর শ্রেণীশত্রু হলেও সেখানে দুজনে একসঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল, কোন্ গেট দিয়ে ঢোকা সুবিধা-জনক হবে। সাম্যবাদী বলল, কমরেড, চলো, সাম্যবাদী নরকটাই আগে দেখা যাক। ওখানে, যখন কয়লা পাওয়া যাবে, তখন দেশলাই মিলবে

না, যখন দেশলাই থাকবে, তখন কয়লা শেষ! আবার যখন কয়লা ও দেশলাই দুটোই থাকবে—তখন চুল্লীটাই ভাঙ্গা থাকবে……

চার নম্বর ঘরের প্রায় সকলেই হাসতে লাগল……

প্রফেসার পপ আমাকে ধোওয়াতেই থাকলেন। দূরের বিছানা থেকে কৃষক নেতা Aristar বলল, আদম ও ইভ-ই প্রথম কম্যুনিষ্ট ছিল।

পপ তার কারণ জানতে চাইলেন। Aristar বলল, জামা নেই, কাপড় নেই, ঘরবাড়ী নেই—এমন কি, একটা আপেল তাও ভাগ করে খেতে হল—তবু তারা পরমদেশে ছিল!

চার নম্বর ঘরে এই রহস্য ও হাসি-তামাশা অনেক মূল্যবান ছিল। সারাদিন আমাদের হততাগ্য পীড়া এবং বেদনা যন্ত্রণা নিয়ে আমরা পড়ে থাকি এবং সেই কথা এবং তার পরিণাম ভেবে ভেবেই সারা হই। যদি কেউ কিছুক্ষণের জন্যও সেইসব ভুলে থাকতে আমাদের সহায় হয় সে কেবল সেই সময়ের জন্য সাহায্য করে না, অনেক সময়ে মানসিক কষ্ট ও ভারও বহু পরিমাণে লাঘব করে। পপ যখন আমাকে বলতেন, শক্তির অপচয় করবেন না। তখন আমি বলতাম, পপ, আর একটা গল্প বলবার মত শক্তি এখনও আছে আমার।—যীহুদি শাস্ত্রকার Talmud একটা কাহিনী বলেছেন: একজন রব্বি পথ দিয়ে চলেছেন এমন সময়ে ভাববাদী Elijah বললেন, যদিও তুমি উপবাস ও প্রার্থনা করো, স্বর্গে তোমার জন্যে তেমন উচ্চ আসন নেই। যতটা আছে পথের অপর ধারে ঐ দুটি পথিকের জন্য!

রব্বি দৌড়িয়ে পথের অপর ধারে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি দরিদ্রদের অনেক দান কর?

ওরা হেসে উঠল,—আমরাই তো ফকির!

—তবে, তোমরা কি অবিরাম প্রার্থনা করো?

—না, আমরা অশিক্ষিত। প্রার্থনা করা আমরা জানিই না!

—তাহলে, তোমরা করো কি ? বলবে সে কথা ?

—কেন বলব না ! আমরা হাস্য-পরিহাস আমদানী করি। আমাদের পাশ দিয়ে কোন বিমর্ষ, বিষণ্ণ লোক গেলে তাকে আমরা হাসিয়ে দিই !

চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের স্বরে পপ বললেন, তাহলে, যারা হাসায়, শোক-যন্ত্রণা ভোলায়, তারা স্বর্গে গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনাকারীদের চেয়েও সম্মানের স্থান পাবে ?—Talmud এই রকম শিক্ষা দিয়েছেন। বাইবেলে—গীতসংহিতাতেও আমরা দেখি, ঈশ্বরও সময়ে সময়ে হাস্য করেন !

আমাকে জামা পরাতে পরাতে পপ বললেন, তা হতে পারে। কিন্তু, ঈশ্বর এই চার নম্বর ঘরে হাস্য করার মত কিছুই পাবেন না। তিনি কোথায় ? আমাদের একটু সাহায্য করেন না কেন ?

—একজন পুরোহিতের কথা শুনুন। একজনের মৃত্যুশয্যার নিকটে তিনি উপস্থিত হয়ে দেখলেন, মাতা তাঁর শোকবিহ্বলা কন্যার স্কন্ধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কন্যাটি পুরোহিতকে দেখেই যেন ফেটে পড়ল : কোথায় আপনার ঈশ্বর, কোথায় তাঁর রক্ষাকারী সবল হাত, পুরোহিত মশায় ?

পুরোহিত শান্তস্বরে বললেন, ঈশ্বরের রক্ষাকারী স্নেহ-হস্ত তোমাকে বেষ্টন করে ধরে আছে তোমার মায়ের হাতের মাধ্যমে……এই কারাগারেও ঈশ্বর নানাভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন। এইতো দেখছেন, কয়েকজন খ্রীষ্টীয়ান ডাক্তার বন্দীদের। ওঁরা প্রহার ও লাঞ্ছনা ভোগ করেও গোপনে গোপনে আমাদের সেবা ও সাহায্য করে আসছেন। Vacaresti জেলে জন কয়েক সরকারী ডাক্তারও গোপন পথে বন্দী রোগীদের জন্য ওষুধ ও ট্যাবলেট আমদানী করতে গিয়ে দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড লাভ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্ট এখানে আমাদের মধ্যে পরোপকারী পুরোহিত ও ধর্ম

প্রচারকদের মধ্যে আছেন—এমন কি, অন্যান্য বহু খ্রীষ্টান যাঁরা নিজেদের বঞ্চিত রেখেও অপরের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য জুগিয়ে দিচ্ছেন তাদের মধ্যেও রয়েছেন।

যীশু বলেছেন, শেষ বিচারের সময়ে ঈশ্বর ভাল ও মন্দদের আলাদা করবেন—তাঁর ডান ও বাম দিকে। যীশু দক্ষিণ দিকের সকলকে বলবেন, এসো তোমরা, আনন্দ রাজ্যে প্রবেশ করো। পৃথিবী সৃষ্টির সময় হতেই তোমাদের জন্য এ রাজ্য তৈরী হয়েছে। কেননা, আমি ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে। আমি অতিথি হয়েছিলাম তোমার ঘরে আশ্রয়ে দিয়েছিলে। আমি উলঙ্গ হয়েছিলাম, তোমরা বস্ত্র দিয়েছিলে।

দক্ষিণ দিকে ভাল লোকেরা বলবেন, প্রভু কবে আমরা এইসব করলাম?

প্রভু উত্তর দিবেন, আমার দরিদ্র ও দুঃস্থ ভাইদের জন্য যাহা করিয়াছ তাহা তোমরা আমার প্রতিই করিয়াছ……

॥ ৬ ॥

Tirgul-Ocna বন্দী-শিবিরে এই সময়ে বহু নূতন অতিথির আগমন ঘটল। এদের মুখে মুখে বাইরের জগতের অনেক সংবাদ আমরা জানতে লাগলাম। এক একবার মনে হল যে, বন্দী হলেও, বাইরের বহু মুক্ত নর-নারী অপেক্ষা আমরা ভালই আছি। শ্রমিকদের মজুরীর হার অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। তারপর সরকারীভাবে আট ঘণ্টার কর্ম-সূচী গৃহীত ও ঘোষিত হলেও—সাধারণত বারো ঘণ্টার পূর্বে কোন শ্রমিকই ছাড়া পায় না। এর পরেও আছে রাষ্ট্রের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম দানের হুজুগ। তারপরে মার্কসিষ্ট নেতাদের দলীয় সভায় বক্তৃতা শোনার কর্তব্য! ফলে, পারিবারিক জীবন বলে কোন বস্তুই আর এখন নাই।

ধর্মঘট এখন বে-আইনি। একজন পরিপক্ক বৃদ্ধ ট্রেড-ইউনিয়ান কর্মী —নাম বোরিস মাটেয়ী অধৈর্যস্বরে বললেন, আজ চল্লিশ বৎসর হ'ল— আট ঘণ্টা রোজের দাবীতে আমি জেল খেটেছিলাম। এখন, কম্যুনিষ্ট সরকারের অধীনে সেই আমি আজ পনেরো ঘণ্টা খেটে মরছি।

বোরিস মাটেয়ীর কারাদণ্ডের কাহিনী আরও চমকপ্রদ!

দলীয় নেতা কমরেড Gheorghiu Dej-এর নামে একটা বেনামী পত্রে বোরিস তার শ্রমিক দলের মুখপাত্র হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই রকম অবমাননা ও অত্যাচার মূলক শ্রম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে কোন পুঁজীবাদী রাষ্ট্রে ধর্মঘট ও কাজ-বন্ধ করা চলে—কিন্তু শ্রমিক সরকার সে বিষয়ে একটুও দৃষ্টিপাত বা সুবিচার করছেন না।

গোপন গোয়েন্দা বিভাগের চর এর পরে অনুসন্ধান আরম্ভ করল। হাজার হাজার কর্মচারীর হাতের লেখা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে অবশেষে বোরিসকে গ্রেফতার করা হল এবং কয়েক সপ্তাহ পরীক্ষা ও বিচারের শেষে ষ্ট্রাইক ও নাশকতামূলক প্ররোচনার অভিযোগে তার পনেরো বৎসরের কারাদণ্ড হল!

কারাগারে এসেও বোরিস তাঁর মার্কসিষ্ট বিশ্বাসে অচল ছিলেন। তারই সঙ্গে অন্য ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী যাদের ধরে আনা হয়েছিল, তাদের প্রতি বোরিসের কোন প্রীতি বা সহানুভূতি ছিল না। ঔপন্যাসিক, কবি ও অন্যান্য প্রগতিবাদী ও স্বাধীনতাকামী শিল্পীগোষ্ঠীর জন্যও তাঁর কোন দরদ বা আত্মীয়তা বোধ ছিল না।

ধর্ম কথা শোনা মাত্রই বোরিস রেগে উঠতেন। চীৎকার করে তিনি বলতেন—ঈশ্বর আবার কোথায়? আত্মাই বা কোথায়? কেবল পদার্থ ও বস্তুই আছে—তার প্রমাণের অভাবও নেই। ঈশ্বর বা আত্মার প্রমাণ কেউ দিতে পারে?

আমি বললাম, কম্যুনিষ্ট বাঁধাবুলি আপনি খুব সুন্দর শিক্ষা করেছেন।

আমিও সে সব বই-ই দেখেছি। নর নারীর চুম্বন সম্বন্ধেও লেখা আছে—দুই জোড়া ওষ্ঠের মিলন এবং পারস্পরিক মাইক্রোব ও কার্বন ডায়োকসাইড-এর আদান প্রদান।

যে প্রেম, যে আকাঙ্ক্ষা অথবা যে অভিনয়মূলক ভাবোন্মাদনা তার পশ্চাতে থাকে—কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারায় তার জন্য কোন স্থান বা বিচার নাই। এই জন্যই কম্যুনিষ্ট দর্শন এত ত্রুটীপূর্ণ ও যোগ্যতাহীন। এই জন্যই শ্রমিকরা কর্কশ কঠোর নিয়মের অধীনে বাধ্যতামূলক কাজ করে, কিন্তু কাজের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দেয় না। ফলে, জগতে আজ সাম্যবাদী দেশের কারখানায় প্রস্তুত করা দ্রব্যসামগ্রীর এত দুর্নাম! এ সব জেনেও নেতারা স্বীকার করতে সাহস পান না! কেননা, এই প্রাথমিক দুর্বলতা ও ত্রুটির কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই দলীয় কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে…

বোরিস বললেন, আমি শুনেছি যে, বিশ্রামবার মানুষের জন্য, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য সৃষ্ট হয়নি। কিন্তু—আমাদের মতে রাষ্ট্রই আগে। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সকলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি-হারা হয়ে আমরা বিশ্ব স্বাধীনতার দিকেই অগ্রসর হবো……

আশ্চর্য যুক্তি! একটা কুকুরও তার হাড়টুকুর জন্য যে কোন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। তবে, পনের বছরের কারদণ্ডও যদি বোরিসকে জ্ঞান দিতে না পারে, তার সংশোধন না হয়, তবে, বৃথা তর্কাতর্কিতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, সে তো আর একজন গোয়েন্দা চর হতেও পারে!

চরবৃত্তি এখন রীতিমত সংক্রামক। ঈশ্বরের নাম করার জন্য, প্রার্থনা করার জন্য, বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য অথবা শিক্ষাদানের জন্য—যে কোন চর আপনার অনিষ্ট করতে পারে। এই চর বৃত্তির জন্য সরকারী চাপ এত বেশী যে, কে আপনার কি বলবে অথবা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে

দেবে, তা আপনি ভাবতেও পারেন না। পুত্র, পিতা, স্ত্রী, স্বামী—দলীয় প্রভাব ও গোপন গোয়েন্দাগিরির জাল এখন সর্বত্রই পাতা হয়ে আছে। মুক্ত স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে এখন জঘন্যতম শত্রু হচ্ছে গুপ্তচর! চার নম্বর ঘরে আমরা অনেক মুক্ত কণ্ঠে কথা বলি—সমস্ত রুমানিয়ার মধ্যে সর্বাধিক বাক্ স্বাধীনতা উপভোগ করি—কেননা, আমরা কেউ-ই বাঁচবো না!

.....নভেম্বর দিবস। পৃথিবীর সমস্ত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে মহাড়ম্বরে বার্ষিকী অনুষ্ঠান ও শোরগোল চলেছে।

অধ্যাপক পপ এই দিনে চার নম্বর ঘরে আমাদের একটি কাহিনী উপহার দিলেন:

বলশেভিক দলের বিরাট জয় ও সাফল্যের প্রথম বার্ষিকী দিবসে শাসক দলের কর্তারা সকলে মস্কো শহরের বাইরে কোন অরণ্যে শিকার অভিযানে গেলেন। অতঃপর আগুনের ধারে বিশ্রাম করার সময়ে লেনিন জিজ্ঞাসা করলেন, কমরেডগণ, তোমাদের বিচারে জীবনে শ্রেষ্ঠ সুখকর কি?

ট্রটস্কী অম্লান বদনে বললেন, যুদ্ধ!

জীনোভীভ্ দ্বিধাহীন স্বরে বললেন, রমণী।

"আমার মতে, কৃতিত্বই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের অভিজ্ঞতা। একটা বৃহৎ সমাবেশকে বক্তৃতা দিয়ে আপন প্রভাবে আনাই সুখের চরম অভিজ্ঞতা! —বুঝিয়ে বললেন কামেনেভ।

ষ্টালিন গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। লেনিন বললেন, কি হল কমরেড, তোমার মতটা শুনি এবার—?

ষ্টালিন বললেন, সত্যিকারের সুখ কি তা আপনারা কেউই জানেন না। বলছি। কাউকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন কিন্তু বৎসরের পর

বৎসর বন্ধুত্বের অভিনয়ে সেই ঘৃণাকে লুকিয়ে রাখেন। অবশেষে একদিন যখন পরম নির্ভরশীলতায় ও বিশ্বাসে তাঁর মস্তকটি আপনার স্কন্ধে বিশ্রাম করচে, সেই সময়ে ধারালো ছুরিটা তাঁর পিঠে আমূল বসিয়ে দেওয়াতেই জীবনের পরম সুখ!

সকলেই নীরব হয়ে গেলেন।...

পরবর্তী কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ষ্টালিনের এই উক্তি তার নিজের জীবনে কত কঠোর সত্য!

## তৃতীয় অধ্যায়

### ॥ ১ ॥

কিছুদিন থেকে একটা ভয়ার্ত চাপা কথাবার্তা শুনছিলাম। বন্দীদের নূতন শিক্ষাদানের কি একটা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। Suceava এবং Piteshi জেলখানায় নাকি এই শিক্ষা-ব্যবস্থাটি পরীক্ষিত ও গৃহীত হয়েছে। এ শিক্ষাটি বই বা খাতাপত্র নিয়ে নয়, কেবল প্রহারের দ্বারা। শিক্ষকরা অধিকাংশই পূর্বতন Iron Guard-এর দলত্যাগী কম্যুনিষ্ট সভ্য। এঁদের নিয়েই নতুন একটি সঙ্ঘ গড়া হয়েছে 'সাম্যবাদী বন্দী সঙ্ঘ' নামে। কয়েকটি নাম আমরা শুনতে পেলাম এই সঙ্ঘের সংগঠনকারী হিসাবে: Turcanu, Levitkii এবং Formagiu তাদের মধ্যে অন্যতম। বিবরণ শুনে মনে হল, এরা আদিম যুগের বর্বরদের চেয়েও পশু প্রকৃতির।

আমাদের দুর্ভাবনা হল—সম্ভবতঃ এই সব নতুন নিষ্ঠুরতা এই কারাগারেও আরম্ভ করা হবে! কিন্তু বোরিস মাটেয়ী কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁর প্রাক্তন বামপন্থী সহকর্মীরা কখনই অত্যাচার ও উৎপীড়নকে সমর্থন করবেন না। তিনি বললেন, ওরা জানে যে জন্মগত সংস্কারকে কোন ভয়-ভীতির দ্বারা মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। রুশ বিপ্লবের প্রারম্ভেই Karl Kautsky এ বিষয়ে প্রচুর লিখেছিলেন।

আমি বললাম, ট্রটস্কী তাঁকে কি উত্তর দিয়েছিলেন, তাও আমার মনে আছে। Mr. Kautsky, আপনি জানেন না কি ধরণের বিভীষিকা আমরা প্রয়োগ করব!

অন্য একজন ধর্ম-প্রচারক-বন্দী বললেন, বিভীষিকা এবং শারীরিক উৎপীড়ন নিপুণতার সঙ্গে দীর্ঘকাল প্রয়োগ করলে—ঈশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়া ছাড়া যে কোন মানুষের মানসিক দৃঢ়তাকেই চূর্ণ করা যায়।

বোরিস বললেন, অলৌকিক ক্রিয়ায় আমার বিশ্বাস নেই। আজ পর্যন্ত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আমি দেখিনি—

নব শিক্ষা প্রবর্তক Formagiu দিনকয়েক পরে Piteshi জেল থেকে এসে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করার প্রণালী ও ধারা কয়েকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। ফলে, দেখতে দেখতেই Tirgul Ocna কারাগারের আবহাওয়া রীতিমত ভীতিপ্রদ ও অশান্তিজনক হয়ে উঠল। এখন পর্যন্ত, নানা প্রকার পীড়ন ও অত্যাচার হলেও একথা সকলেই জানতো যে, প্রহরীরাও একসময়ে খেতে ও বিশ্রাম করতে যাবেই। কিন্তু এখন বন্দী সঙ্ঘের সভ্যরাই এর পরিচালক হওয়ায় তারা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকল। ইচ্ছামত আমাদের প্রহার করার ক্ষমতা তাদের দেওয়া হল। বন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও পশু প্রকৃতির লোকগুলিকেই এই সঙ্ঘের সভ্য করা হয়েছিল। প্রতি পঞ্চাশজন বন্দীর ওপরে দশ বা কুড়ি জন শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হল। যারা নিজেদের কম্যুনিজম মতবাদে বিশ্বাসী বলে স্বীকার করল—তাদের সেই বিশ্বাস প্রমাণ করতে বলা হল—অন্যদের শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়ার কাজে।

পাশবিক বর্বরতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারের সূক্ষ্ম প্রণালীরও প্রবর্তন করা হল—ডাক্তারি সমর্থন ও সতর্কতার সঙ্গে। যেন অত্যাচারের যাতনায় কারো মৃত্যু না হয়। এই ডাক্তারদের অনেকেই আবার উক্ত সঙ্ঘের সভ্য। একজন Dr. Turcu কোন প্রহার জর্জরিত সহ-বন্দীকে পরীক্ষা করে ওদের থামতে বললেন এবং একটা ইন্‌জেকসান দিয়ে তার সহনশীলতার মাত্রা বৃদ্ধির চেষ্টা করে একটু পরেই নব শিক্ষাদান চালু করতে বললেন! Dr. Turcu কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তাদের সেদিনকার মতন সহ-বন্দীটিকে ছেড়ে দিতেও বললেন।

সমস্ত কারাগারে যেন একটা উন্মাদাগারের অস্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। টি-বি রোগাক্রান্তদের সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রহীন করে প্রস্তরের

মেঝের উপরে শুইয়ে দেওয়া হল। বালতি বালতি শীতল জল তাদের উপরে ঢালা হতে লাগলো। সম্মুখে শূকরের বিষ্ঠা ফেলে দিয়ে ক্ষুধার্ত বন্দীদের পিঠমোড়া করে হাত বেঁধে বাধ্য করা হত সেইগুলো চেঁটে চেঁটে খেতে। অবমাননা ও উৎপীড়নের কোন মাত্রাই যেন আর বাকী রাখা হল না। বহু কারাগারে দৃঢ়চেতা বন্দীদের মানুষের বিষ্ঠা ও মূত্র গ্রহণ করতেও বাধ্য করা হতে লাগল। আসামীদের বাধ্য করা হত প্রকাশ্যে অশ্লীল যৌনাপরাধ সংঘটন করতে। বলাই বাহুল্য, বহু বন্দীর পীড়ার মাত্রা এর ফলে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল, কেউ কেউ উন্মাদপ্রায় হয়ে "আরও বিষ্ঠা—আরও বিষ্ঠা দাও" বলে দিনরাত চীৎকার করতে লাগল।

যারা নিজের নিজের বিশ্বাস ও মতবাদে দৃঢ় ছিল, দেখা গেল, তাদের উপরেই অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেল। খ্রীষ্টীয়ানদের ক্রুশের সঙ্গে চারদিন ধরে বেঁধে রাখা হল। প্রতিদিন ক্রুশগুলিকে মাটিতে শুইয়ে ফেলা হত—এবং অন্য বন্দীদের বাধ্য করা হত তাদের ওপরে বিষ্ঠাত্যাগ করতে। শেষে ক্রুশগুলি আবার সোজা করে তুলে দেওয়া হত।

চার নম্বর ঘরে একজন ক্যাথলিক পুরোহিতকে আনা হয়েছিল। একটা মলমূত্রের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁকে Mass এবং প্রভুর ভোজের স্তোত্র পাঠ করতে বলা হয়েছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি শুনেছিলেন সেই কথা?

পুরোহিত দুটি হাতে মুখ ঢেকে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে বললেন, বিশ্বাস করুন—আমি যীশু খ্রীষ্টের চেয়েও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি।

এইসব অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচারের পিছনে কর্তাদের সমর্থন ও আদেশ থাকতো। রাজধানী ও দলীয় কেন্দ্র বুখারেষ্ট থেকেই এই সব নির্দেশ আসতো। Turcanu, Formagiu এবং অন্যান্য কয়েকজনকে বিভিন্ন কারাগারে নিয়ে গিয়ে নতুন নতুন কর্ম্মীদের নিযুক্ত ও শিক্ষাদান করানো হত। বিভিন্ন কারাগারে এই সব "খেলা" দেখবার

জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির বিশিষ্ট সভ্য, যেমন Constantin Doncea এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সহ-সচিব Marin Jianu ইত্যাদিরা প্রায়ই আগমন করতেন।

বোরিস মাটেয়ী তার প্রাক্তন সহকর্মী Marin Jianu-এর সম্মুখে প্রহরীদের বেষ্টনী ভেদ করে এসে এই জঘন্য অত্যাচারের দৃঢ় প্রতিবাদ জানালেন। Jianu তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীকে চিনতে পারলেও প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করলেন না। তিনি স্পষ্টকণ্ঠে বললেন, শূয়োরে শূয়োরে মারামারি করলে আমরা থামাতে চাই না। অর্থাৎ, অত্যাচারকারীরা সকলেই বন্দীদের মধ্য হতেই নিযুক্ত, সুতরাং সরকারের এ সম্বন্ধে কোনই দায়িত্ব নাই।

Marin Jianu আদেশ দিলেন, ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে।

তারপর আরম্ভ হল বোরিস মাটেয়ীর চেতনানুষ্ঠান পর্ব। প্রহারের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করলেন। বহুদিনের অভিজ্ঞ, দক্ষ ও দৃঢ়চেতা ট্রেড ইউনিয়ান নেতা বোরিসের সমস্ত দৃঢ়তা ও চরিত্র বল এইবার একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। প্রহার থামতেই সে ক্রন্দনের সুরে বলল, ধন্যবাদ কমরেড, আমিই ভুল করেছি। এর পরেই দেখা গেল, বোরিস মাটেয়ী সেই সাম্যবাদী বন্দীসঙ্ঘের কর্মী নিযুক্ত হয়েছে। আত্মসম্মানের এমন প্রকাশ্য অবমাননায় বেচারা পাগল হওয়ার আশঙ্কা থেকে এইভাবে নিজেকে রক্ষা করল। দিনে দিনে সেও চরম নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগল। তার নির্যাতনের প্রথম লক্ষ্য হয়ে উঠলেন Dr. Aldea।

এই নব-শিক্ষা প্রবর্তনের অমানুষিক প্রণালী—এর প্রথম উদ্ভাবনা হয় রাশিয়ায়—সমস্ত কারাগারেই এই শিক্ষাধারায় প্রচুর ফল হতে লাগল। বহু বন্দী, অপমান ও প্রহারের জ্বালা এড়াতে এবারে অনেক চেপে-রাখা গোপন তথ্য প্রকাশ করল। পিতা, বন্ধু, ভ্রাতা, স্ত্রী এই

স্বীকারোক্তির বন্যায় কেউ-ই মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে পারল না। দেখতে দেখতে নতুন বন্দীর আগমনে বিভিন্ন জেলখানা পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

প্রায় এই সময়েই নিকটবর্তী খনি-অঞ্চল থেকে একদল রুগ্ন ও পীড়িত বন্দীকে Tirgul-Ocna বন্দীনিবাসের বিশেষ cell-এ আনা হল। সেখানে অন্য কয়েকজন বন্দীও তাদের সঙ্গে মিশে গেল। খনি-বন্দীদের মধ্যে জনকয়েক পুরোহিত থাকায় অন্য বন্দীরা কেউ কেউ তাঁদের সঙ্গে আলাপ ও পাপ-স্বীকার (confessions) করে তাঁদের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জন করল। ফলে, এই দুই দলের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হল এবং পুরোহিত ও প্রচারকের দলও নির্ভয়ে বহু গোপন বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন। হঠাৎ এই দলটিকে বড় বন্দীঘরে স্থানান্তরিত করা হল নব শিক্ষা-ধারার জন্য। বেচারারা তখন হতাশ হয়ে উপলব্ধি করলেন যে, যাদের ওপরে বিশ্বাস করে সমস্ত গোপন কথাও তাঁরা বলাবলি করেছেন—তারা সকলেই গোয়েন্দা-চর!

এঁদের একজনকে একদিন রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় আমাদের চার নম্বর ঘরে আনা হল। চেতনা লাভের পরে তার কাছে শুনলাম যে, এবার নব-শিক্ষা প্রদানের নায়ক একজন বলিষ্ঠ ও হাসিখুশী যুবক। হাসি তামাসা তার মুখে লেগেই থাকতো। আঘাত করতে করতেই সে বলত, কি হল? অমন করছ কেন? খুব লাগছে বুঝি? আচ্ছা—এইবারে দেখ,—কি, এবারে তেমন লাগেনি তো?

বলতে বলতে প্রহার জর্জরিত বন্দীটি বিকৃত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যদি—যদি কোন দিন ওকে আমার হাতে পাই, জীবন্ত রেখেই ওর গায়ের চামড়া আমি ছাড়িয়ে ফেলবো……

আমি শান্তস্বরে পরামর্শ দিলাম, প্রতিহিংসায় আত্মহারা হয়ে কোন

লাভ হবে না। আমাদের বোরিস মাটেয়ীর মত মানুষও ওদের হাতে ভেঙ্গে পড়েছে—আমাদের সামনেই।

কিন্তু চার নম্বর ঘরে বোরিস প্রসঙ্গ এখন রীতিমত অপছন্দ ও ঘৃণিত হয়ে উঠেছিল। তার মন-পরিবর্তনের প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তার Aldea-র মত মানুষকে সে যে রকম প্রহার করেছে—যে Turcu এবং সাম্যবাদী সঙ্ঘের অন্য সভ্যদের সম্বন্ধে প্রকাশ্য নিন্দা করেছে—তার ফলে, বলতে গেলে, সারা কারাগারেই এখন বোরিস অত্যন্ত নিন্দার পাত্র হয়ে পড়েছে। Aldea-র সমস্ত পিঠে কয়েকটি বেদনাদায়ক ফোড়া ছিল—বোরিস তার ঘৃণিত উৎসাহের আধিক্যে Aldea ডাক্তারের পৃষ্ঠদেশেই নির্মম প্রহার চালিয়েছিল। এর ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই Aldeaকে চার নম্বর ঘরে আনা হল। এর পরে, একদিন খবর এল, একজন অতিশয় পীড়িত বন্দী Aldea ডাক্তারের সাহায্য কামনা করছে।

একজন প্রচারক বন্দী বলে দিলেন, ডাঃ Aldea নিজেই রীতিমত পীড়িত।

মাথা উঁচু করে ডাঃ Aldea জানতে চাইলেন—কে?

—বোরিস মাটেয়ী……

—এস, আমাকে ধর—আমি যাবো তাকে দেখতে…… সঙ্গীর গায়ে ভর দিয়ে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে Dr. Aldea খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চার নম্বর ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

॥ ২ ॥

Dr. Aldea কয়েকদিন পরে বললেন, আমার একবার Pneumothorax পরীক্ষা হওয়া দরকার। অর্থাৎ একটা ফাঁপা ছুঁচ বুকের ওপর থেকে বিদ্ধ করে ফুসফুস পর্যন্ত বাতাস চালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থায় আমার উপকারই হবে। দেখা গেল, প্রকৃতই, এই চিকিৎসা পদ্ধতি

তেমন বেদনাদায়ক তো নয়-ই, উপরন্তু এর ফলে, আমার সুন্দর ঘুম হতে লাগল।

প্রথম দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠে দেখি, প্রফেশার 'পপ' আমার বিছানায় বসে আছেন! মনটা খুবই খুশী হয়ে উঠল। মাসকয়েক আগে পপ'কে Jilava কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুনলাম, নব-শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনিও অনেক পীড়ন সহ্য করেছেন। আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম। জিলাভা জেলে অনেক আত্মহত্যা হয়েছে—অন্যান্য জেলেও। Gherla এবং Piteshi বন্দীশালায় ওপরের তলা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা এত বেড়ে উঠেছিল যে, কারা-কর্তৃপক্ষ তারের জাল লাগিয়ে সেটা বন্ধ করেন। অনেকে ধারালো কাচ দিয়ে কবজির শিরা কেটে ও রক্তস্রাব ঘটিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। অনেকে আবার ঘর ধোওয়ার ফিনাইল খেয়ে এবং অন্যেরা গলায় ফাঁশ লাগিয়েও নব-শিক্ষা ধারার অসহনীয় যন্ত্রণার কবলমুক্ত হন।

এই সব আত্মঘাতীদের মধ্যে রুমানিয়ার পরিচিত ও প্রসিদ্ধ মানুষও কয়েকজন ছিলেন। প্রাক্-যুদ্ধকালীন রাজনীতিতে প্রখ্যাত George Bratianu এঁদের মধ্যে একজন। কারাগারে অনেকেরই তিনি অপরিচিত থাকায় কেবল নীরবে খাদ্য বর্জন করেই তিনি দেহত্যাগ করেন। উদারপন্থী দলের নেতা Rosculet সিঘেট জেলে আত্মঘাতী হন। বন্দী হওয়ার পূর্বে তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন।

নব শিক্ষা প্রবর্তনের অত্যাচারে বহু কারাগারে বন্দী ও কর্মচারীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো এবং এই সংবাদও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সময়ে দুটি আকস্মিক ঘটনাতে সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী দেশ-বিদেশেও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। Tirgul-Ocna কারাগার পরিদর্শনের সময়ে একজন অতি-ঘৃণিত গোপন গেয়েন্দা-পুলিশ কর্ণেল Sepeanu একটি নূতন বেড়া দেখিয়ে বললেন, এটা

আবার কেন করা হল। এত কাঠ দিয়ে তো বহু প্রতি-বিপ্লবীদের শায়েস্তা করা যেত। বলে নিজেই সশব্দে তিনি হাস্য করলেন। কারাগারের সর্বত্র এই কথা ছড়িয়ে পড়ল এবং একটা গোপন প্রতিশোধ-স্পৃহা সকলের মধ্যেই বেড়ে উঠতে আরম্ভ করল। হঠাৎ একজন প্রাক্তন মেজর উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, একটা কিছু করা একান্তই আবশ্যক। পরে তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে অগ্রসর হবেন স্থির করলেন।

Colonel Sepeanu চলে যাওয়ার পরে মেজর প্রকাশ করলেন যে, স্বীকারোক্তি বিবৃত করার সময়ে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন নি। রাজধানী বুখারেষ্ট থেকে কোন উচ্চপদস্থ অফিসারকে পাঠানো হলে তিনি সেই প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবেন।

অফিসার এলেন। মেজর সরলভাবে বললেন, আপনি জানেন যে, রাশিয়ান বন্দীদের মেরে ফেলার জন্য যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আমি বিশ বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করেছি। ব্রিগেড্ মেজর হিসাবে কোন বন্দীকেই আমি হত্যা করিনি। এখন আমি বলতে পারি কে সেই হত্যা-যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন—লেফ্‌টেনেণ্ট Sepeanu, যিনি আজ গোপন গোয়েন্দা বিভাগের কর্ণেল!

অফিসারের প্রস্থানের পরেই সরকারী অনুসন্ধান হল এবং কয়েক-দিনের মধ্যে Sepeanu-ও যুদ্ধাপরাধীরূপে বিশ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রবেশ করলেন। কিন্তু Sepeanu আবার বিচারের সময়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় বিভিন্ন কারাগারে নব শিক্ষাধারার নামে কি জঘন্য অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে—আদালতে স্পষ্ট ভাষায় সে সব ব্যক্ত করলেন।

দ্বিতীয় আকস্মিক ঘটনাটি আরও চমকপ্রদ ও গুরুতর। এটিও আর একজন গোপন গোয়েন্দা কর্তা সম্বন্ধে। Colonel Weiss পূর্বে মন্ত্রী Ana Pauker এবং অন্যান্য সরকারী কর্তাদের বন্ধু ছিলেন। পরে, তাঁদের বিষ-নজরে পতিত হয়ে বন্দী হন এবং পিটেশী জেলে এসে নতুন

সাম্যবাদী বন্দী-সঙ্ঘের নেতা Turcanu-র নিষ্ঠুর হাতে পড়েন। Turcanu-র অত্যাচার অভিযানের একজন সাহায্যকারী আমাকে বলেন যে, জেরার সময়ে Turcanu'র অত্যাচারের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে Colonel Weiss তিনবার অচেতন হয়ে পড়েন। শীতল জলের ঝাপিটায় তাঁর চেতনা ফিরলে পুনবায় পীড়ন হওয়ার পূর্বেই তিনি বলে উঠলেন—হ্যাঁ বলব, সব বলব। যত যা চেপে রেখেছি এবার সবই খুলে বলব! দেখি আপনাদের কর্তারা সে-সব হজম করতে পারেন কি না!

অত্যাচারী Turcanu ভাবলেন, এইবার বড় রকমের গোপন তথ্য পাওয়া যাবে। সম্ভবতঃ মুক্তি পাওয়ার স্তোকবাক্যে নির্ভর করেই বন্দী মুখ খুলতে রাজী হয়েছে। তবু তিনি শাসালেন, খবরদার কিন্তু, মিথ্যা বললে মেরেই ফেলব! Weiss বললেন, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি ব্যক্ত করব—কিন্তু আপনার কাছে নয়। সে-সব কথা উচ্চপদস্থ লোকদের সম্বন্ধে!

Colonel Weissকে বুখারেষ্টে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনি প্রথমে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকলেন। দিন কয়েক পরে সেইখানেই সরকারী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সভ্য—আনা পকার দলের বিপক্ষ—এসে তাঁর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে। Colonel Weiss এইবার প্রকাশ করলেন যে, শাসক গোষ্ঠীর তিনজন মন্ত্রী—আনা পকার, Luca এবং Georgescu তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করেছিলেন যেন ওঁদের নামে নকল পাশপোর্ট আমি তৈরী করে দিই, বিপদের দিনে রুমানিয়া থেকে সরে পড়ার মতলবে। তাছাড়া, ঐ সময়ে এঁরা মোটা মোটা টাকা সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখতে আরম্ভ করেন।

তথ্যগুলি গোপনে দলীয় প্রধান মন্ত্রী Ghecrghiu-Dej-এর নিকটে পৌঁছে গেল। ইনি সম্প্রতি আনা পকার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ দলের নেতা।

পরবর্তী সাক্ষাৎকারে প্রধান মন্ত্রী Dej-এর বন্ধুদের কাছে Col

Weiss বিভিন্ন কারাগারে নব-শিক্ষা-ধারার নামে জঘন্য পীড়ন ও প্রহার কাহিনী প্রকাশ করেন এবং নিজের গায়ের ক্ষতস্থানগুলি দেখিয়ে তার প্রমাণ করেন। সাক্ষাৎকারীরা সমস্ত দেখে শুনে চঞ্চল, ভীত ও বিব্রত হয়ে চলে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, আর একবার দলীয় অদল-বদল ও ভাঙ্গাভাঙ্গির পালা আসন্ন। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল—কারাগারের মধ্যে নানা অছিলায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের আধিক্য সম্বন্ধে অনেকেই কোন খবর রাখতেন না, অনেকে জেনেও না জানার ভান করতেন। নব-শিক্ষাধারার প্রধান নায়কগুলিকে পুলিশের গোপন গোয়েন্দা কেন্দ্রে ডাকা ও জেরা-অনুসন্ধান করা হল এবং তাদের কয়েকজনকে—Turcanu সহ—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

সঙ্গে সঙ্গে এই অত্যাচার, অনাচার ও কলঙ্ক-প্রকাশের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় ও তার মন্ত্রী Theohari Georgescu বিভিন্ন দায়ে অভিযুক্ত হলেন এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের রাষ্ট্রীয় সংশোধন পর্বে এতদিনের শাসক গোষ্ঠীর যে তিনজন অভিযুক্ত ও অপসারিত হলেন—তাঁরা হচ্ছেন Georgescu, Vasile Luca এবং Ana Pauker……

॥ ৩ ॥

চার নম্বর ঘরে যারা মাঝে মাঝে আমাদের সেবায় সাহায্য করতে আসতেন—তাদের মধ্যে নতুন ভূমি-আইনের বিরোধী অনেক কৃষক বন্দী ছিলেন। রুমানিয়ার বহু কারাগার এই বন্দীদের দিয়ে তখন পূর্ণ করা হয়েছিল। সক্রিয় বিরোধীতা করেছিলেন যারা—তেমন হাজার হাজার কৃষক নেতাদের সারি দিয়ে গুলি করে মারা হয়েছিল।

এদের কাছে অনেক বিবরণী পাওয়া গেল। গত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের নতুন ভূমি-আইন অনুযায়ী এঁদের ভূ-সম্পত্তি সরকার কেড়ে নিল—কোন

প্রকার মূল্য না দিয়েই। রাতারাতি ফকির হয়ে গিয়ে এঁদের অধিকাংশই বিরোধিতা আরম্ভ করল। ভূমি-বিভাগের কর্মচারী ও পুলিশদের যখন তখন ও যেখানে সেখানে হত্যা, প্রহার বা পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে মারা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। তবে, এদের কোন সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কিছুদিনের মধ্যেই সরকার তাদের দমন করে ফেললেন।

একটি লোলচর্ম বৃদ্ধ কৃষক—ঘিকা—আমাকে বলল, গোয়েন্দা পুলিশ দুখানা মরচে-পড়া বন্দুক দেখিয়ে আমাকে পরামর্শ দিল, যৌথ খামারে যোগদান করলে এ সম্বন্ধে কোন মামলা তোলা হবে না, বুঝে দেখ। আমি রাজী হলাম। কিন্তু যেদিন তারা আমার জন্তুগুলোকে নিয়ে যাবার জন্য এলো তখন হঠাৎ আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বড় লাঠি নিয়ে আমি তাদের তাড়া করলাম। ওরা পুলিশ নিয়ে এসে আমায় গ্রেফতার করল। জমি, ভেড়ার পাল, সম্পত্তি, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবই গেছে—আমি পনেরো বছরের দণ্ড ভোগ করছি। এই রকম কাহিনী বহু কৃষকেরই।

আর একজন কৃষক তার অদ্ভুত কাহিনী বলল। যৌথ খামারের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সে বলল, ভেড়ার গলার ঘণ্টাগুলো সে খুলে নেবে কেবল। কর্মচারীরা হেসে বললে—তা নাও। হতভাগা ঘণ্টাগুলো নিয়ে মাঠকোঠার ওপরে গিয়ে সারা রাত বসে বসে বাজালো! তারপর, সকালবেলায় উন্মাদের মতন গ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে যৌথ খামারের কেন্দ্র অফিসে পৌঁছে সেক্রেটারীর বুকে একখানা তীক্ষ্ণ ছুরি বসিয়ে তাকে শেষ করে দিল···ঘোড়া ও মেষপাল কেড়ে নিয়ে যাওয়ার পরে বহু কৃষক উন্মাদ-প্রায় হয়ে ঘরবাড়ীতে আগুন দিয়ে বনে জঙ্গলে চলে যায়—এ কাহিনীও বহু কৃষকের কাছে শুনতে পেলাম।

কিন্তু, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে, নতুন করে দলীয় সংশোধন-পর্ব পরিচালনা করার জন্য দলীয় নেতা Gheorgheu-Dej নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং

যৌথ-খামারের ক্রিয়া-কর্ম কিঞ্চিৎ শ্লথ-গতি করলেন। লুকা, পকার ও জর্জেস্কু ইতিমধ্যেই বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

ক্রমে শীত এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তুষার-ঝটিকাও। কারাগারের বাইরে অসহ্য শৈত্য-প্রবাহ সুরু হয়ে গেল। ডিসেম্বরের সময়ে স্থানে স্থানে ছয় ফুট গভীর তুষারপাত হল। বিগত একশত বৎসরের মধ্যে নাকি এমন ঠাণ্ডা হয়নি! চার নম্বর ঘরে আমরা সবাই দুই-তিনটি করে কম্বল পেয়েছিলাম। যদিও নিয়ম ছিল একখানার। আমাদের মধ্যে যখনই একজন মারা যেত, তার সমস্ত বিছানা আমরা ভাগ করে নিতাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সমস্ত বিছানা পরীক্ষা হত এবং আবার একটা কম্বলেই আমাদের কষ্ট পেতে হত।

বড়দিনের পূর্ব দিনে ও রাত্রে আমরা সকলেই যেন গম্ভীর ও উন্মনা হয়ে পড়লাম। আপন আপন পরিবার ও প্রিয়জনের চিন্তায় আমাদের মন-প্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পরস্পরের সঙ্গে আচরণ ও কথাবার্তাও যেন সেদিন একটা প্রীতি ও অন্তরঙ্গতার প্রভাবে কোমল হয়ে উঠল। অনেকের অনুরোধে, ওদের কাছে খ্রীষ্ট যীশুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমি একটা ভাষণ দিলাম। কিন্তু শীতের প্রচণ্ডতায় আমার হাত দুটো তখন লোহার মত কনকনে ঠাণ্ডা ও উদরে ঠাণ্ডা ক্ষুধার প্রকোপ যেন সারা শরীরটাকে অবশ ও নির্জীব করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে শব্দ হচ্ছিল আমার কথার মধ্যেই।

আমার কথা শেষ হতেই একজন সরলমনা কৃষক যুবক তার পর থেকে বলতে আরম্ভ করল। Avistar উচ্চশিক্ষিত নয়, এমনকি কোন বিদ্যালয়েও যায় নি, কিন্তু, যীশুর জন্মের সেই পল্লী-চিত্রটি এমন সহৃদয় আন্তরিকতার সঙ্গে সে বর্ণনা করতে লাগলো, যে, মনে হল, যেন সমস্ত ঘটনাটি ওরই গ্রামের গোলাবাড়ীর প্রাঙ্গণে কয়েকদিন আগে ঘটেছে। আমাদের অনেকের চোখেই সেদিন সেই চার নম্বর ঘরে অশ্রু এসে পড়েছিল।

হঠাৎ বারান্দা থেকে গান শুনতে পাওয়া গেল। প্রথমে দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠের গান যেন ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল, কিন্তু, একটু পরে, সকলের আন্তরিকতা ও প্রীতিপূর্ণ সাড়া পেয়ে গায়ক যেন অজানা উদ্দীপনায় তীক্ষ্ণ সুমিষ্ট কণ্ঠে গানটি গেয়ে চলল। কারাগারের সমস্ত বারান্দায় বারান্দায় যেন খ্রীষ্ট জন্মের দেশীয় সঙ্গীতের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগল……

গান থামলো। আমরা নীরব হয়েই রইলাম। বারান্দার একটি পাশে প্রহরীরাও প্রশস্ত বেঞ্চে জড়সড় হয়ে সারা সন্ধ্যা বসেই থাকলো। মাঝে মাঝে কারাগারের কয়েকজন অফিসার বারান্দা দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে এই দৃশ্য দেখেও যেন দেখল না……

Tirgul-Ocna বন্দী নিবাসের সেই ক্রিসমাস ইভের সন্ধ্যার কথা এখনও যেন আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে…

ফেব্রুয়ারীতেই Avistar, সেই কৃষক যুবকটি মারা গেল। তুষার-ঢাকা জমি খুঁড়ে, কারা-প্রাঙ্গণের মধ্যেই তার সমাধি ব্যবস্থা আমরা করলাম। ধর্মপ্রচারক Iscu, Gafenca, Bucur এবং চার নম্বর ঘরের আরও বহুজনের পাশেই আমরা Avister-কে মাটি চাপা দিলাম। Avistar-এর বিছানা ও কম্বল এবার Avram Radonovici ( বুখারেষ্ট শহরের পরিচিত সঙ্গীত-রচক ) নিজের বিছানায় নিয়ে নিল।

Avram আমাদের অনেক উপকার করেছিল। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী Bach, Bethoven এবং Mozart-এর বহু সুর সে গুন্‌গুন্ করত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তন্ময় হয়ে তাই শুনতাম। কিন্তু আরও একটা মূল্যবান উপহার Avram এনেছিল আমাদের জন্য। টি-বি রোগী হওয়ার জন্য শিরদাঁড়ায়—সমস্ত বুক ও পিঠ তার প্ল্যাষ্টারের ছাঁচের মধ্যে জড়ানো ছিল। সম্ভবতঃ তার জীবনের শেষ অধ্যায়টুকুর জন্যেই তাকে

Tirgul-Ocnaতে আনা হয়েছিল। একদিন, Avram তার সেই প্ল্যাষ্টারের খোপে হাত ঢুকিয়ে একখানা পাতলা ও দুমড়ানো বই বার করে আনল। আজ কত বৎসর আমরা কেউই কোন বই চোখে দেখিনি। অব্রাম নীরবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বইটির পৃষ্ঠা উলটাতে লাগল। আমি বললাম,—ওটা কি বই অব্রাম? কোথায় পেলে ওটা?

—এটা হচ্ছে যোহন লিখিত সুসমাচার। প্রহরীরা আমাকে ধরে আনার পূর্বেই ওটা আমার এই ছাঁচের মধ্যে আমি লুকিয়ে ফেলেছিলাম। দেখবেন—বইটা?

বইটা হাতে নিলাম। হাতের মধ্যে যেন জীবন্ত একটা পাখির মতন! কোন ওষুধ, কোন টনিক বোধ হয় এর চেয়ে অধিক মূল্যবান হত না। বাইবেল কত পড়েছি, কত জায়গা মুখস্থই হয়ে গেছে, কত শিক্ষা দিয়েছি, আলোচনা করেছি—কিন্তু এখন প্রতিদিনই কিছু কিছু করে ভুলে যাচ্ছি। প্রায়ই মনে হয়, বাইবেলের অভাব এক হিসাবে ভালই। নিয়মিত বাইবেলের মধ্যে ভাববাদী ও সাধুদের নিকটে ঈশ্বরের নির্দেশ বাণী পড়তে পড়তে আমরা খেয়াল করতে ভুলে যাই যে আমাদের প্রতি তাঁর কি নির্দেশ!

সুসমাচারখানি হাতে হাতে ঘুরতে থাকলো। অনেকে বইখানার আদ্যোপান্ত মুখস্থ করে ফেলল। কিন্তু এরই মধ্যে আমরা সতর্ক হলাম—বন্দীদের কতজন এই গোপন বিষয়টার অংশীদার হচ্ছে। নিরপেক্ষ ও উদাসীন কেউ কেউ নতুন করে যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হল। তার মধ্যে প্রফেশার পপ-ই অগ্রগণ্য। ইদানীং আমাদের সঙ্গেই মেলা-মেশা করে তিনি ধীরে ধীরে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এখন এই সুসমাচারখানি যেন বাকীটুকু সম্পাদন করল। একটা বাণীর কথা পপ নিজেই বললেন: আবার প্রার্থনা করা আরম্ভ করেছি। কিন্তু ছেলেবেলায় স্তব স্তুতি আর নিজের জন্য করুণা ভিক্ষা ছাড়া আর কিছুই

তো বলার পাই না। মনে হয়, অত ভিক্ষার দাবীও তো আমার নেই! আপনি প্রার্থনায় কি কথা বলেন?

—আমি প্রথমেই ভেবে নিই যে, যীশু আমার কাছেই এসেছেন। আপনার সঙ্গে যেভাবে কথা বলছি, আমার প্রার্থনাও সেই রকমই হয়। নাসরত ও বেথলেহেমের কেউই তাঁর কাছে স্তব আবৃত্তি করত না। মনের ভাব প্রকাশ করে সহজ ভাষায় বলত। প্রার্থনাও সেই রকমই হওয়া উচিত।

পপ বললেন, সে সময়ে যারা তাঁর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারাও তাঁর শিষ্য হলেন না। কেন বলতে পারেন?

শতাব্দী কাল ধরে যীহুদীরা তাদের অনাগত মশীহের জন্য আরাধনা করে এসেছে। ওদের শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী আন্‌হেড্রিন দল তীব্রতম কণ্ঠে এই প্রার্থনার অনুষ্ঠান করত। কিন্তু যখন তিনি সত্যিই এলেন, তখন তারা বিদ্রূপ করল, গায়ে থুথু দিল, শেষে মৃত্যুদণ্ড দিল। হঠাৎ একজন আবির্ভূত হয়ে তাদের এতদিনের বাঁধা রীতি পদ্ধতি ও নেতৃত্ব নষ্ট করে দেবে এ তারা সহ্য করবে কেমন করে? আজকের বহু খ্রীষ্টান জাতিরও সেই একই কথা!

পপ খ্রীষ্টান হলেন। তিনি বললেন, যেদিন প্রথম আমি দেখলাম আপনাকে, তখনই আমার মন একটা ধাক্কা খেয়েছিল: এই মানুষটা হয়ত আমার জন্য কিছু এনেছে—এর কাছে আমি কিছু পাবো এই জেলখানার মধ্যেই!

পপ ও আমার ভিতরে ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই খুব নিবিড় হয়ে উঠল। দুজনে অনেক সময়েই নীরবে বসে থাকতাম। হঠাৎ পপ কথা বললে আমি চমকিয়ে উঠতাম! অবাক হয়ে ভাকতাম—তিনি আমার গোপন চিন্তার কথাগুলি বলছেন কি করে? দুইজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার মতই আমাদের সখ্যতা এতই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল……

## ॥ ৪ ॥

শীতের শেষ হল! মার্চ। চারিদিকের তুষারপাত তার চিহ্ন মুছে ফেলতে যেন উঠে পড়ে লেগেছে। গাছে গাছে নতুন পাতার কুঁড়ি আত্মপ্রকাশ করছে—পাখীরাও যেন নবীনের আগমনী গান গাইতে সুরু করেছে।

অপ্রত্যাশিত খবরে Tirgul-Ocna কারাগারের মধ্যে যেন একটা অজানা শিহরনের সাড়া পড়ে গেল। ষ্টালিন মারা গেছেন! হতভম্ব হয়ে সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। শোকের চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা গেল না।

.পপ বললেন, যদি ষ্টালিন মারা গিয়ে থাকেন তবে, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টালিনিজম্-এরও শেষ হয়েছে বলতে হবে!

আর একজন বলে উঠলেন—কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিজম তো শেষ হয়ে যায়নি!

দিন কয়েক পরেই শুনতে পেলাম আমরা ট্রেনের একটানা হুইশিল ধ্বনি এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি। ষ্টালিনের সমাধি-পর্ব সমাধা হচ্ছে মস্কো শহরে—আমরা বুঝলাম। কারাগারের প্রহরীরা যেন ভীত ও বিব্রতভাবে আড়ষ্টপ্রায় হয়ে দিন কাটাতে লাগলো। এইবার কি হবে—কেউই বলতে পারে না!

সপ্তাহ কয়েক এইভাবে অতিবাহিত হল। আমরাও যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দিন কাটাচ্ছিলাম। সেদিন এলেন একজন বড় অফিসার কেন্দ্রীয় আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ থেকে। শুনলাম, কারাগারের আভ্যন্তরীণ অবস্থার তদন্ত করার জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছেন। Tirgul-Ocna কারাগারের বিভিন্ন কক্ষে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। সকল প্রশ্নেরই ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত উত্তর তিনি পেতে লাগলেন। সন্দেহ ও ভয়ে কেউই মুখ খুলে সাহস করে কোন প্রশ্নের জবাব দিল না। এটাও একটা কৌশল

হতে পারে—এই চিন্তাতেই সকলে সতর্ক হয়ে রইল। চার নম্বর ঘরে এলেন অফিসার। আমি সহজভাবে বললাম, আমার কিছু বক্তব্য আছে, মানে, আপনি যে-সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন, সে-সম্বন্ধে। তবে, একটা কথা আছে। আমার বক্তব্য সবটাই কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে।

অফিসার ভদ্রভাবে বললেন, আমাকে সেই জন্যই পাঠান হয়েছে।

আমি বললাম—সরকারের প্রতিনিধি—ইতিহাসে আর একজন আপনারই স্থলাভিষিক্ত রাজপুরুষ ছিলেন। তাঁর নাম পন্তীয় পিলাত! একজন নির্দোষ পুরুষের বিচারের ভার তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল। নির্দোষ জেনেও তিনি মনকে বুঝিয়েছিলেন, তাতে কি হয়েছে? একটা যীহুদি ছুতারের জন্য আমি কি আমার চাকরী ও প্রতিষ্ঠা জলাঞ্জলি দেব? দুহাজার বছর অতীত হয়ে গেলেও ন্যায় বিচারের এই ভ্রষ্টতা আজও কেউ ভোলেনি। পৃথিবীর যে কোন গির্জায় ঢুকলে আপনি একই কথা শুনতে পাবেন যে সেই সরকারী প্রতিনিধি পন্তীয় পিলাত যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল।.....

চার নম্বর ঘরের অন্য সকলেই আড়ষ্ট ও নির্জীব হয়ে অস্বস্তির সঙ্গে আমার কথা শুনছিল। তাদের দুর্ভাবনা যে আমারই জন্য তা আমি বুঝতে পারছিলাম।

আমি বললাম, নিজের অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখুন, আমরা সকলেই এখানে অবিচারের শিকার, দলীয় বিচারে দোষী হলেও, জেলেই নাকি আমাদের সংশোধন-ক্রিয়া চলবে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই বিলম্বিত মৃত্যুদণ্ড ভোগ করছি! আপনি তদন্ত-রিপোর্ট দেওয়ার পূর্বে, আমাদের খাদ্য-পানীয় পরীক্ষা করুন, সাধারণ ঔষধ-পথ্যেরও কত অভাব তার সন্ধান নিন, শীতাতপের যোগ্য গাত্রাবরণেরও কত অভাব সেটা লক্ষ্য করুন, ঘৃণ্য অপরিচ্ছন্নতা, পীড়ার প্রাবল্য এবং নিরর্থক পীড়ন-

প্রহারের অনুসন্ধান করুন। পিলাতের মত মনকে বুঝিয়ে আপনার হাত ধুয়ে ফেলবেন না।

অফিসার বিব্রত গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন এবং নীরবেই প্রস্থান করলেন। তিনি যে আমার সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করেছেন —একথা কারাগারের সকলেই জানতে পারলো। ফলে, আরও দু'একজন সাহস করে মুখ খুলে কিছু কিছু তাঁকে বলল।

অফিসার বিদায় নেবার পূর্বে, কারাধ্যক্ষের কক্ষে ক্রুদ্ধ কথাবার্তার খবরও আমরা জানতে পারলাম। সেই দিনই অপরাহ্নের দিক থেকে প্রহরীদের আচরণের লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই Tirgul-Ocna কারাধ্যক্ষের চাকরী বরখাস্ত হয়ে গেল।

কারাগারের নিয়ম কানুনের কিছু উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিছানা ছেড়ে নামা অভ্যাস করতে সুরু করলাম। Dr. Aldea আমাকে সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করতে লাগলেন। একজন বড় ডাক্তারও আমাকে দেখতে এলেন। ডাক্তার Aldea পরে বললেন, আপনার ব্যাপার আমরা বুঝতেই পারছি না, পাদ্রী মশাই। আপনার ফুসফুস দুটি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, শিরদাঁড়াও আক্রান্ত হয়েছে, কোন চিকিৎসাই আপনার হয়নি, আপনার কোন উন্নতি হয়নি, কোন অবনতিও হয়নি। আপনাকে চার নম্বর ঘর থেকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে!

বন্ধুরা সকলেই সুখী, আড়াই বৎসর পরে চার নম্বর ঘর থেকে আমিই প্রথম জীবিত অবস্থায় স্থানান্তরিত হতে চলেছি।

একজন রোগী বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো পাদ্রী মশাই? এমনটা কি করে সম্ভব হল? ডাক্তারদের রোগ নির্ণয় ও বিচার বিবেচনা মতন আপনার ঝরঝরে দেহখানি মারা যাচ্ছে না কেন?

আমি বললাম, ডাক্তারী মতে নিশ্চয়ই এর কোন উত্তর আছে। কয়েকজন দলীয় নেতাকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দ্বিতীয়

যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে ধর্মের বিরুদ্ধে অত্যাচার কম করা হয়েছিল কেন ?

তাঁরা বললেন, আপনিই বলুন, কেন ?

আমার মনে হয়, ব্রিটেন ও আমেরিকাকে একটু সন্তুষ্ট রাখার জন্য ! হিটলারের আক্রমণ থেকে সাহায্য দিয়ে বাঁচাবার প্রতিদান স্বরূপ। তাঁরা বললেন, কম্যুনিষ্ট হিসাবে—ঐ উত্তরটা আমরাই দেব। কিন্তু খ্রীষ্টান হিসাবে বলতে হয় যে, ওটা অনেক প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের উত্তর ! আমি তখন নীরব হয়ে গেলাম। কেননা তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আজও আমার সেই কথাই সত্য বলে মনে হয় ! যদি আমি না মরে আরোগ্যের পথে পদার্পণ করে থাকি, তবে সেটাও বহু প্রার্থনার ফলে অসীম শক্তিমান ঈশ্বরের উত্তর !

আমি জানতাম—অনেকেই আমার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বহু বৎসর পরে জানতে পেরেছিলাম যে, এই প্রার্থনাকারীদের সংখ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার ছিল·····

॥ ৫ ॥

আমাদের চার নম্বর ঘরটি যেন একটা মন্দিরের বেদী হয়ে উঠল দিনে দিনে। কতজন বন্দীর অন্তরের বিশ্বাস যে এই ঘরে এসে নতুন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করল—তা বলা যায় না। মারাত্মক ব্যাধি সত্ত্বেও আমি যে আজও জীবিত আছি এবং এই ঘর থেকে ছাড়া পেতে চলেছি, এটা সত্যিই আনন্দের সংবাদ, কিন্তু এই ঘরখানি পরিত্যাগ করতে আমার ব্যথা অনুভব হচ্ছিল। দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগের মহান আবেষ্টনীর বাইরে অহঙ্কার, প্রতারণা ও বিসম্বাদের নিম্নস্তরে যেন ফিরে চলেছি। আভিজাত্য ও সম্পদের গর্বকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রাণপণ

প্রয়াস এখনও কতজনের মধ্যে দুঃখের সঙ্গে দেখি। প্রাক্তন উচ্চপদস্থ অফিসার ও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে পূর্বদিনের সেই গৌরব ও ঐশ্বর্য বর্ণনার কি করুণ আসক্তি!

এঁদের একজন, Vasile Donca সেদিন আমার কাছে একটু সুতো চেয়ে নিয়ে তার ছেঁড়া ট্রাউজার মেরামত করলেন, কিন্তু ঠিক পরের দিনই যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললাম, তিনি অবজ্ঞাভরে চলে গেলেন। আমার অপরাধ হচ্ছে—আমি তাঁর প্রাক্তন পদবী 'ব্রিগেডিয়ার' বলে সম্বোধন করিনি।

Donca অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে—তাঁর বিছানায় একজন প্রাক্তন অফিসার এলেন—জেনারেল Stavrat এবং দেখা গেল যে, ইনি পূর্বোক্ত অফিসারের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। প্রাক্তন পদবী দিয়ে যেমন বর্তমানে কোন কাজ হয় না তেমনি গেরুয়া ধারণ করলেই কেউ সন্ন্যাসী হয় না—একথা Stavrat ভালই জানতেন। আকৃতিতে ততটা দীর্ঘ না হলেও রাশভারী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি সকলকেই প্রভাবিত করতেন। তীক্ষ্ণভাষী, দুর্বলতাকে ঘৃণাকারী অথচ, দয়ালু স্বভাব ও সদ্বিবেচনায় পূর্ণ এই দুর্লভ চরিত্র মানুষটি অল্প সময়েই সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

জেনারেল হলেও Juliu Stavrat-এর বুট জুতো ছিল না। নিজের দুটি কাকে যেন দান করেছিলেন। আমার জোড়াটাই—আমরা পালানুযায়ী ব্যবহার করতাম প্রাঙ্গণে দৈনিক পদচারণার জন্য। উনি আমাদের কাছে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই আত্মীয়দের প্রেরিত প্রথম খাদ্য পার্শেলগুলি এল। জেনারেল Stavrat-ও একটি পেলেন। সকলের উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখেই সেই পার্শেলটি তিনি খুললেন। সকলের মুখ থেকেই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ নির্গত হল। হ্যাম, সসেজ, কেক, ফল, চকোলেট—কতখানি ত্যাগ স্বীকার করে যে তাঁর স্ত্রী এসকল সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন ভেবে আমরাই অভিভূত হয়ে

গেলাম। আজ আট বছরের বন্দী Stavrat অসহায়ভাবে পুনরায় পার্শেলটি জড়িয়ে নিয়ে আমার নিকটে এসে বললেন, পুরোহিত মশায়, আপনি এগুলি ভাগ করে দিন!

সৈনিক হলেও Stavrat আগে খ্রীষ্টান ছিলেন। রাশিয়া তার প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই খবর শুনে তিনি বললেন, তাহলে মার্কিনদের সঙ্গে পুরোদস্তর যুদ্ধ বাধার আর কোন সম্ভাবনা নেই। জেলের মধ্যে আটক থাকলেও তা আণবিক যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বংস হওয়ার চেয়ে ভাল।

আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, ওতে সমস্ত মানবজাতি বিনষ্ট হয়ে যাবে?

—মানব জাতির ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই নষ্ট হবে। যুগে যুগে অগ্রগতির জন্য মানুষের কি চেষ্টা, কি সংগ্রাম ও কি ধৈর্য—সে কাহিনী বলতেও আর কেউ থাকবে না। Stavrat ইতিহাস ভালবাসতেন। রুমানিয়ার অতীত কাহিনী তিনি ভাল করেই জানতেন ও বলতে ভালবাসতেন।

চিন্তিত স্বরে তিনি বললেন, আণবিক যুদ্ধও যদি কোন মীমাংসাই না করে এবং মানব সভ্যতা ও কম্যুনিজম যদি সহাবস্থান করতে না পারে—তবে এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়—কে বলবে?

—উত্তর হচ্ছে, প্রকৃত ও অকৃত্রিম খ্রীষ্টধর্ম। বড় ছোট যে কোন মানুষের জীবনে খ্রীষ্টধর্ম আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম। মনে আছে—কত অসভ্য ও অমানুষ শাসকদের জীবনেও পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেছে? ফ্রান্সের Clovis, হাঙ্গারীর Stephen, রাশিয়ার Vladimir—এরা সকলেই পরিবর্তিত হয়ে নিজের দেশেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচলিত করেছিলেন। আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তাহলেই লৌহ যবনিকা গলবে···

Stavrat হাসিমুখে বললেন, তাহলে আমরা কি এবার Gheorghiu-Dej দিয়েই অভিযান আরম্ভ করব? ·····

## ॥ ৬ ॥

প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন Gheorghiu-Dej এখন আমাদের ডিক্টেটর। প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হচ্ছে—মহা ঘোষিত ডানিয়ুব-কৃষ্ণসাগর খাল পরিকল্পনা। এই সুবৃহৎ খালটির খননকার্য আরম্ভ হয় ১৯৷৯ খ্রীষ্টাব্দে; প্রধানতঃ রুশ প্ররোচনায়। এই বিরাট পরিকল্পনায় রুমানিয়ার রাজস্ব অবাধে খরচ করা হয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে দুই লক্ষাধিক জনকে এখানে শ্রমিক রূপে ব্যবহার করা হয়। তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে, হাজার হাজার বন্দী জীবন হারিয়েছে এবং পরিকল্পিত চল্লিশ মাইল খালের মাত্র পাঁচ মাইল পর্যন্ত কাজ হয়েছে!

বিশ্বাসঘাতকতা ও নাশকতার অভিযোগে উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার ও পরিচালকদের অভিযুক্ত করা হল। তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল এবং দুই জনকে বিনা বিচারেই শেষ করে ফেলা হল। পনেরো বৎসর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বাকী ত্রিশ জনকে দণ্ডিত করা হল। সঙ্গে সঙ্গে, নূতন একটি নিরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে, উক্ত চল্লিশ মাইল দীর্ঘ খালের উপযোগী জল সরবরাহ করার যোগ্যতা ডানিয়ুব নদীর নাই। ফলে, এইবার পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হল। রুমানিয়ার প্রথম বারো বৎসরের কম্যুনিষ্ট শাসনের ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অসংখ্য বন্দী ও শ্রমিক-শিবির।

আমাদের এই আলোচনা চলছে—এমন সময়ে প্রফেসার পপ আমাকে এক ধারে ডেকে আনলেন: একটা কথা বলবার আছে আপনাকে। এবারে Tirgul-Ocna বন্দী হাসপাতালে ফিরে আসার পর থেকেই কথাটা আপনাকে বলবার চেষ্টা করছি—অথচ, বলতেও পারছি না। ডাঃ Aldea মনে করছেন, আপনার বর্তমান স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে হয়তো বলা ঠিক হবে না।

আমি হাসলাম, দেখলেন তো, ওরা আমাকে চার নম্বর থেকে বার করে দিল শেষ পর্যন্ত! কথাটা কি?

—আপনার স্ত্রীও এখন বন্দীনিবাসে আছেন। এখুনি যে খালের কথা আলোচনা করছিলেন, তিনি সেই খালের কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বুঝতে পারলাম, বিভিন্ন বন্দীর কাছে খবর নিয়ে পপ জানতে পেরেছেন যে, আমার গ্রেফতারের ঠিক দুই বৎসর পরেই আমার পত্নী সাবিনাকে আটক করা হয়! তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হয় না। অন্যান্য নারী বন্দীদের সম্মুখে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী উপদেশ দিতে সে অসম্মত হয়। সুতরাং, শাস্তিস্বরূপ তাকে সেই খালের কাজে পাঠানো হয়। সেখানে কোদালে মাটি কাটা এবং ঠেলাগাড়ী করে সেই মাটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তাকে নিযুক্ত করা হয়। যারা নির্দ্ধারিত পরিমাপ কাজ করতে পারতো না, তাদের রুটি বন্ধ করা হত। এই নারী-শ্রমিকদের মধ্যে সকলেই ছিল। স্কুল কলেজের ছাত্রী, বারবণিতা, ধনী মহিলা এবং গুপ্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর গোপন সেবিকা……

আরও জানতে পারলাম যে, কর্ণেল Albon নামক একজন কুখ্যাত পরিচালকের অধীনেই আমার স্ত্রী ও তাদের দল ছিল। এখানে খাদ্য-বস্তুর মধ্যে ছিল ঘাস, ইঁদুর, সাপ, কুকুর ইত্যাদি। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরে বলেছিলেন, আমরা অভ্যস্ত নই—তা না হলে কুকুরের মাংস তো খারাপ নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি: আবার দিলে এখন আপনি খাবেন? বক্রমুখে তিনি বলে উঠলেন, কখনই না!

সাবিনার দৈহিক গড়ন ছিল রোগা ও হালকা আকৃতির। সেজন্য —স্থানীয় প্রহরীদের একটা প্রিয় তামাশা ছিল, ডানিয়ুবের ঠাণ্ডা জলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় তুলে নিয়ে আসা। ……কিন্তু, এত অত্যাচারেও সে জীবিত থাকে। খাল-খনন পরিকল্পনার অকাল-বিসর্জনেই তারা সকলে মুক্তি পায়। পরে তাদের একটি শূকর-পালন

কৃষি-সংস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাজের মাত্রা এখানেও অতিশয় কষ্টদায়ক ছিল।

পপ শেষকালে বললেন, তিনি অসুস্থ হয়ে মাঝে কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু এখন ভাল আছেন। আপনার সংবাদও তিনি পেয়েছেন।

আমার আত্মসংযম যেন এইবার টলে উঠলো। প্রার্থনায় মনকে সংযত করতে চাইলাম, কিন্তু মনের উপরে যেন একটা ঘন কৃষ্ণ ছায়া চেপে রইল। কয়েকদিন যাবৎ কারো সঙ্গেই কোন কথা বললাম না আমি। একদিন সকালে কারা-প্রাঙ্গণে একজন বৃদ্ধ ও সৌম্যদর্শন পুরোহিতকে দেখতে পেলাম প্রহরীদের ঘরের পাশে। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে তাঁর পাকা দাড়ি অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। অবাক বিস্ময়ে এই নবতম বন্দীটির দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম।

একজন জিজ্ঞাসা করে উঠল, এই পুরোহিত মশাই এখানে কি করতে এলেন? জানো কেউ?

অন্য একজন লঘুস্বরে উত্তর দিল, আমাদের পাপ স্বীকার করাবার জন্য!

কিন্তু এই রহস্যই শেষ পর্যন্ত সত্য হল। ফাদার সুরোইয়ানুর আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা সম্মানীয় পবিত্রতার আভাষ ছিল যাতে একে একে সকলেই আমরা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হলাম। নিজের সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কথা বলা বা কিছু গোপন করার স্পৃহা আমাদের হল না। ধর্মাচার বা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পাপ স্বীকারের রীতিতে আমি বিশ্বাস না করলেও এই পুরোহিতের নিকটে একদিন আমার মনের ভার লাঘব করলাম। তিনি আমাকে বাধা দিলেও আমার মন যেন সমস্ত দুঃখের কথা না বলে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছিল না। অবশেষে আমি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীরব হলাম। কোন প্রকার ভৎর্সনা বা ঘৃণার

পরিবর্তে প্রেমপূর্ণ সজল চক্ষে ফাদার সুরোইয়ানু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ফাদার সর্বদা বলতেন 'আনন্দ কর'। কাউকে কখনও সুপ্রভাত বলতেন না। আমরা বিস্ময় প্রকাশ করলে বলতেন, আনন্দ করো। যেদিন মুখে হাসি থাকবে না, সেদিন তোমার দোকান খুলবে না! মুখের সতেরোটা মাংসপেশীকে ব্যবহার করলেই হাসা যায়, কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে লাগে তেতাল্লিশটা!

আনন্দ করার কারণ আমারও ছিল অন্ততঃ একটি বিষয়ে। আমার চিরদিনের কামনা ছিল, কারাগারের পুরোহিত হওয়ার। সাধারণ জীবনে গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে উপাসকদের আগমন প্রতীক্ষা করতে হয়, কিন্তু, এখানে আমার সভ্যেরা সপ্তাহের মাত্র একটি প্রাতঃকাল নয়, প্রত্যহ সব সময়েই আমার কাছে কাছে আছে, আমার বক্তব্যও শুনছে! কেউ কেউ অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে বাধ্য হচ্ছে!

Lazar Stancu একজন ভাষাবিদ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে বিদেশী সংবাদপত্রের জন্য গোপনে কাজ করত। সে একদিন আমার কথার মধ্যেই হঠাৎ বলল, খ্রীষ্টধর্মের কথা আর নয়, অনেক শুনেছি। আরও অনেক ভাল ভাল ধর্ম আছে। সহাস্যে আমি বললাম, ভালই বলেছো Lazar, বৌদ্ধ ও কনফিউসিয়াসের সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানা আছে আমার।

তারপরে নূতন নিয়মের একটা স্বল্পপরিচিত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলাম। কাহিনীটা শুনে Lazar Stancu হর্ষভরে বলে উঠল, চমৎকার, মৌলিক চিন্তাপূর্ণ কাহিনী……

সহাস্যে আমি বললাম, ভাল লেগেছে? এটাও কিন্তু খ্রীষ্টেরই কাহিনী। আচ্ছা, অন্য ধর্মকথার জন্য এত আগ্রহ কেন বলতে পারো?

রুমানিয়ান প্রবাদ বাক্য—"ও বাড়ীর মুরগীটাই উঁচু জাতের"—এই মনোভাবের বশে বোধহয় ? অথবা নতুন কিছুর জন্য পিপাসা ?

Lazar হাসতে হাসতে বলল, বার্ণার্ড শ' কি বলেছেন জানেন তো ? বাচ্ছা বয়স হতেই বাইবেলের কথা নিয়ে আমাদের এত ঘন ঘন টিকে দেওয়া হয়ে থাকে যে, জীবনে প্রকৃতভাবে বাইবেল আমাদের পক্ষে কার্যকরী হয় না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে একটি তরুণবয়সী বন্দী সহসা চীৎকার করে উঠল—বন্ধ করুন, বন্ধ করুন, থামিয়ে দিন—

সকলেই নীরব হয়ে গেলাম। যুবকটি নূতন এসেছে। সকলেই আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাল। সে দ্রুতপদে নিজের বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল। আমি উঠে তার নিকটে এলাম। সুশ্রী কোমল মুখখানার এক পাশের চোয়াল ও স্কন্ধ দেশের খানিকটা ব্যাণ্ডেজে জড়ানো। অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে সে অন্য দিকে ঘুরে বসল। এখন তার মনের অবস্থা উপযোগী নয় বুঝতে পেরে আমি আর কোন কথা বললাম না।

পরে ডাঃ Aldea বললেন, তার নাম যোষিফ। চমৎকার ছোকরা যোষিফ। একটা বিশ্রী ক্ষতের জন্য তার মুখে চিরকালই দাগ থেকে যাবে। বেচারী আবার Bone T-B'র রোগী। চার বছর আগে জার্মানীতে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে গ্রেফতার হয়। ওর দিদি ছিল জার্মানীতে। সীমান্ত প্রহরীরা ওকে কুকুরের পাহারায় রেখেছিল কয়েকদিন, সামান্য নড়াচড়া করলেই সেগুলো গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ত। কুকুরের কামড়েই বেচারার চোয়ালের ক্ষত হয়। প্রহরীরা যোষিফকে কোন রাজনৈতিক দলের গুপ্তচর সন্দেহ করে পরীক্ষার জন্য রাজধানী বুখারেষ্টে পাঠিয়ে দেয়। তারপর, গোয়েন্দা পুলিশের জেরা তো জানেন। বেচারা পড়ে পড়ে খুব মার হজম করে অসহায়-

ভাবে ; শেষে ওকে সেই ডানিয়ুব খালের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে—অতিরিক্ত পরিশ্রম অথচ যথেষ্ট আহারাদি না পেয়ে পেয়ে বেচারী টি-বিতে আক্রান্ত হয়।

কয়েকদিনেই বুঝলাম, যোষিফ যেমন সৎ তেমনি সরল। সে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিল। মাথাভর্তি কালো কালো চুল, মুখে সরলতার কোমল দৃষ্টি দিয়ে সে আমাদের সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। সামান্য কোন পরিহাসেই সে যন্ত্রণা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে সশব্দে হেসে উঠতো। মাঝে মাঝে ক্ষতের জন্য তার মুখশ্রী চিরদিনের মত নষ্ট হবে ভেবে সে খুব কাতর হয়ে উঠতো। তার সাহায্য দরকার এবং আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো—স্থির করে আমি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকলাম।

॥ ৭ ॥

ষ্টালিনের মৃত্যুর পরে কিছুদিন প্রতি মাসেই বাড়ী থেকে পার্শেল পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হল। আমরা সকলেই এই দিনের জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতাম।

জেলখানা থেকে যে পোষ্টকার্ড দেওয়া হত—তাতে আমি খাদ্য, ছাড়াও সিগারেট এবং ডাক্তার ফিলনের পুরাতন জামা পাঠাতে বলেছিলাম। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা এতে খুবই বিস্মিত হয়েছিল। ডাক্তারটি খুবই ছোটখাটো মানুষ ছিলেন। অথচ আমি খুবই লম্বা। আমার খুবই বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তার ফিলন বুঝতে পারবেন যে আমি তাঁকে ষ্ট্রেপটোমাইসিন পাঠাতে বলেছি।

ডাঃ Aldea বলেছিলেন যে, ওষুধটি আমেরিকায় প্রস্তুত হওয়ার জন্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে আমদানী করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল। কিন্তু,

সকলেই জানে যে, এটি বিশেষ উপকারী। যদি কোন উপায়ে এই ঔষধ আমি বাড়ী থেকে আনাতে পারি, তবে তিনি আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেন।

টি-বি ছাড়া প্রায়ই আমি দাঁতের ব্যথায় ভুগতাম। এটি আমাদের অনেকেরই সাথী ছিল। খাদ্যপুষ্টির অভাব এবং অমানুষিক প্রহারে আমাদের সকলেরই দাঁতের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এছাড়া, পায়ে ভারী শিকল বেঁধে দেওয়ার জন্যও অসহ্য বেদনা আমাকে ভোগ করতে হত। অন্য ডাক্তার থাকলেও এখানে দাঁতের ডাক্তার ছিল না। ফলে, এই সমস্ত কষ্ট আমাদের প্রায় সকলকেই যখন তখন ভোগ করতে হত।

এক সময়ে পড়েছিলাম যে পাসকাল্ তাঁর দাঁতের ব্যথার কষ্টকে ভোলবার জন্য অঙ্কশাস্ত্রের জটিল সমস্যা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। সুতরাং, আমিও এই কষ্টের সময়ে সার্মান রচনায় মন দিতাম। কিন্তু, দুঃখের বিষয় সার্মানগুলিও হতাশাব্যঞ্জক ও উদ্দীপনাহীন হত! এক একবার যোষিফের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতে চেষ্টা করতাম। ওর বিছানায় বসে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্মের কথা বললে তুমি অত ক্ষেপে যাও কেন?

—ঈশ্বরকে আমি ঘৃণা করি। ঐসব কথা আরম্ভ করবেন না। আমি প্রহরীদের ডাকবো তাহলে। আমার দরকার নেই—

অন্য এক সময়ে যোষিফ বলল যে, কোনদিন সে দিদির কাছে জার্মানীতে যাবেই। তারপর, দুজনে মিলে সোজা রওনা হবে আমেরিকায়।

—তাহলে তো তোমাকে ইংরাজী শিখতে হবে।

—তা তো হবেই। কিন্তু উপায় কি? কে শিখাবে?

আমি বললাম, তোমার যদি সে ইচ্ছা থাকে, আমি সাহায্য করব।

যোষিফ উৎসাহিত হয়ে উঠল ইংরাজী শেখবার জন্য। বই, খাতা,

পেনসিল কিছুই নেই, তবু মুখে মুখে আমার জানা ইংরাজী বই-এর বাক্য তুলে তুলে ওর ইংরাজী শিক্ষা আমি আরম্ভ করে দিলাম।

এই ভাবে যোষিফের বাইবেলের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হল।

পরবর্তী মাসের পার্শেলের মধ্যে আমার জন্য ১০০ গ্রাম ষ্ট্রেপটো-মাইসিন দেখতে পেয়েই বুঝলাম যে, আমার সেই সঙ্কেত বাক্য ঘরের লোকেরা ঠিকই বুঝেছিল।

চার নম্বর ঘরে ফেলে আসা বন্ধুদের কথা একে একে স্মরণ করে আমি জেনারেল Stavratকে বললাম, ওঘরে সবচেয়ে গুরুতর অবস্থার রোগীকে এটা দেবার ব্যবস্থা করুন।

জেনারেল মুখ বক্র করে বললেন, সব চেয়ে যার এ-ওষুধটি দরকার সে হচ্ছে স্থলতানিয়াক্—একজন আইরণ-গার্ড-ফ্যাসিস্ত! বলতে গেলে, মৃত্যুর দ্বারদেশেই সে এসে পড়েছে এখন। মুখে যদিও একথা সে স্বীকার করে না। আমি বলি, পুরোহিত মশাই, এ ওষুধ আপনিই গ্রহণ করুন। আচ্ছা আচ্ছা, বলছেন যখন—দেখি—

Stavrat প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন। নিজের বিছানায় বসে তিনি বললেন, স্থলতানিয়াক এ-ওষুধ নেবেন না। তিনি জানতে চান এটা কোথা থেকে এল। যখন বললাম যে, এটি আপনার উপহার, তখন—'কোন Iron Guard-বিরোধীর উপহার আমি নিই না' বলে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এ রকম উৎকট গোঁড়ার সঙ্গে কি পারা যায়?

আমি চিন্তা করতে লাগলাম। ওষুধটা ওরই বিশেষ দরকার—এটা ভেবে মনে মনে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। Stavrat চলে গেলে আমি যোষিফকে আর একবার পাঠালাম। বললাম, তুমি ঠিক পারবে। বলবে, জেনারেল বলতে ভুল করেছিলেন, ওটা আমার নয়। অন্য আইরন গার্ড

Graniceru পাঠিয়েছে। ওঁর বাড়ী থেকেই সম্প্রতি পার্শেলে এটা এসেছে। বুঝিয়ে বলবে।

যোষিফ-ও ফিরে এল ব্যর্থ হয়ে।

সুলতানিয়াক বিশ্বাস করলেন না যে Graniceru তাঁকে কোন উপহার দিতে পারেন। যদি পবিত্র প্রতিজ্ঞা করে বলেন যে, এটা আপনি পাঠাচ্ছেন না—তবে হয়তো ওটা নিতে পারেন।

খুব ভাল কথা যোষিফ। যখন এত মূল্যবান ওষুধটা দিতে পারছি, তখন সামান্য মৌখিক একটা প্রতিজ্ঞা তার সঙ্গে পাঠাতে পারব না? ও ষ্ট্রেপটো-মাইসিন আমার নয়, ঈশ্বরের, ওটা আসা মাত্রই আমি ওকে দান করেছি।

এই সময়ে ডাঃ Aldea এলেন। সমস্ত কথা শুনে বিস্মিতভাবে তিনি চুপ করে রইলেন। জেনারেল ষ্টাভরাটও হতবুদ্ধির মত বললেন, মিথ্যা শপথ নিয়েও ওকে ওটা দিতে হবে? আপনারা পাদ্রী। আমি জানতাম, আপনারা মিথ্যা শপথ করেন না!

সকলে প্রস্থান করলে, পরে যোষিফ জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আপনার বিচারে মিথ্যা কথা কোন্‌টা?

—আমার কাছে এ-প্রশ্ন করছ কেন যোষিফ? তোমার বিবেক যদি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়, দেখবে, জীবনের সব অবস্থাতেই কি বলতে হবে বা হবে না, সে-ই তোমাকে বলে দেবে। ভেবে দেখ। সুলতানিয়াকের কাছে আমার যে শপথ বাক্য তুমি দিয়ে এলে—ওটা কি সত্যিই মিথ্যার দোষে দুষ্ট?

কোমল ও তরুণ মুখখানি হাসিতে ভরিয়ে যোষিফ বলল—না। ওটা প্রেমের উপহার।

এখন আমার ওপর যোষিফের অসন্তোষ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। একদিন ওর ইংরাজী শিক্ষার পর বলসাম, সেদিন কেন বললে যে ঈশ্বরকে তুমি ঘৃণা করো, যোষিফ?

—কেন ঘৃণা করি? ঈশ্বর কেন T. B. রোগের বীজাণু সৃষ্টি করেছেন—আপনি বলতে পারেন?

যোষিফ ভেবে নিল যে, এই প্রশ্নের সঙ্গেই এ-প্রসঙ্গ থেমে যাবে। কিন্তু আমি স্নিগ্ধস্বরে বললাম, বলতে পারি যোষিফ, তুমি শুনতে চাও? দুঃখিতস্বরে যোষিফ বলল, হ্যাঁ শুনতে চাই—আপনি বলুন সারারাত ধরে।

ওকে আমি প্রথমেই সাবধান করে দিয়ে বললাম যে, সত্যিই অনেকক্ষণ লাগবে একথা বুঝিয়ে বলতে এবং ওর দিকেও তা ভাল করে বুঝতে। মানুষের দুঃখ দুর্গতির গোড়ার কথাই হচ্ছে এই। আজ যোষিফ একা নয়, সংসারের সকলেই. বিশেষতঃ এই কারাগারের প্রত্যেকটি বন্দীরই আজ এই একই প্রশ্ন। দয়ালু ঈশ্বরের জগতে এত নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতা কেন? কেবল একটা নয়—এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর আছে।

প্রথমে তোমাকে বুঝতে হবে যা মন্দ এবং যা আমার অপছন্দ এ দুটোই এক নয়। নেকড়ে খারাপ পশু, কেন? সে ভেড়া ছাগল খেয়ে ফেলে। কেমন? এটাতে আমার খুব রাগ! ঐ ছাগল বা ভেড়া আমিই মেরে খেতে চাই। কিন্তু নেকড়ের পক্ষে ছাগল ভেড়া খাওয়াটা জীবনধারণের ব্যাপার, কিন্তু, আমি ছাগল-ভেড়া না খেলেও অন্যান্য বহু খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি! আরও দেখ, ছাগল ভেড়ার প্রতি নেকড়ের কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব নেই, কিন্তু, আমরা বাচ্চা বয়স থেকে ওদের খাদ্য পানীয় দিয়ে বড় করি, যত্ন করি, পাহারা দিয়ে নেকড়ে ও অন্যান্য বিপদ থেকে রক্ষা করি! তারপর যখন সে আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সময়ে একদিন তাকে হত্যা করি আহারের জন্য। আমরা যে নেকড়ের চেয়েও কত জঘন্য—সে কথা কেউ-ই বলে না!

যোষিফ হাঁটু মুড়ে চিন্তিত মুখে আমার কথা শুনছিল। রোগ-

বীজাণুদের কথাও সেই রকমই। একরকম বীজাণু কার্যক্ষম করে, স্বাস্থ্যের সহায়তা করে—অন্য রকম বীজাণু ছেলেমেয়েদের ফুসফুসে T. B. ধরিয়ে দেয়। বীজাণুরা জানে না যে, তারা কি করছে। আমরাই একদলকে ভাল বলি, অন্য দলকে নিন্দা করি। এটাও আমাদেরই সুবিধা ও পছন্দ অনুযায়ী। আমরা চাই, গোটা বিশ্ব ভূমণ্ডল সদা সর্বদাই আমাদের সুখ ও সুবিধানুযায়ী পরিচালিত হোক, যদিও আমরা তার অতি তুচ্ছ একটি ক্ষুদ্রাংশ বিশেষ। এটা না হলেই সেই সবই আমাদের বিচারে মন্দ?

সকলেই, মনে হল, নীরবে আমাদের কথাবার্তা শুনছে।

আমি বললাম, দ্বিতীয়ত—আমরা যেগুলোকে মন্দ বলি, তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ কল্যাণজনক বস্তু।

মৃদু হেসে যোষিফ বলল, আমার ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করা সহজ হবে না।

শোনো যোষিফ, চার হাজার বছর আগে তোমারই এক মিতা ছিল। তার ভাইরা তাকে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই যোষিফ ক্রমে ক্রমে সেই দেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিল। পরে সেই-ই দেশকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত না দেখে হঠাৎ কোন জিনিষকে মন্দ বলা কি ঠিক? শিল্পী ছবি আঁকার সময়ে প্রথমে একটা রং দিয়ে সমস্ত ক্যানভাসটাকে রাঙ্গিয়ে দেয়, তারপর অতিশয় ধীরে ধীরে প্রকৃত ছবির কাজ আরম্ভ হয়। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গেলেও আমাদের সাবধানে ও ধৈর্যের সঙ্গে কষ্ট করে করে উঠতে হয়। উঠতে পারলে, সাফল্য ও মনোরম দৃশ্যে আমরা মুগ্ধ মোহিত হই।

—কিন্তু যারা তার পূর্বেই মারা যায়—আমাদের মতন?

লাসারও দারিদ্র্য ও পীড়ার মধ্যেই মারা পড়েন। কিন্তু যীশুর কথাতেই আমরা জানতে পারি যে, দূতেরা তাঁকে অনন্ত স্বর্গধামে নিয়ে

যায়। শেষ না হলে কি করে আমরা ভাল মন্দের বিচার করব? কথাগুলো মনে লাগছে—?

দাঁড়ান, চিন্তা করে দেখি—

॥ ৮ ॥

শীঘ্রই চিঠি পেলাম এবং আমার অন্তরের সমস্ত দুর্ভাবনার বোঝা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গেল। আমার স্ত্রী মুক্তি পেয়েছেন। বুখারেষ্ট শহরের মধ্যেই এখনও আটক আছেন তিনি এবং শীঘ্রই আমার ছেলে আমাকে দেখতে আসবে। ব্যস্! চিঠির বাকী সমস্ত কথা কাটা এবং জেবড়ে দেওয়া!

আমি যখন কারাগারে আসি, মিহাই তখন মাত্র নয় বছরের ছিল। আজ সে পনের বছরের হয়েছে। কবে সে আমাকে দেখতে আসবে এই চিন্তাতেই আমি পূর্ণ হয়ে উঠলাম।

অবশেষে একদিন ওরা আমাকে একটা বড় হল ঘরে নিয়ে এসে একটা ছোট কাঠের কুঠুরীর মধ্যে বসতে দিল। তার সামনের দিকে ছোট একটা জানালা—এত ছোট যে, সাক্ষাৎকারী কেবল আমার মুখটাই দেখতে পাবেন। প্রহরী হাঁক দিল,—মিহাই উয়ার্মব্র্যাণ্ড!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিহাই এসে আমার সম্মুখে বসল। ওকে খুব শীর্ণ ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। সামান্য গোঁফের রেখাও ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। সাক্ষাতের সময় কতটুকু না জেনে সে সঙ্গে সঙ্গেই বলতে আরম্ভ করল, মা বার বার বলে দিয়েছে, আপনি মনে কোন কষ্ট রাখবেন না। কারাগারে যদি প্রাণও দিতে হয়, তবু আমরা স্বর্গে সম্মিলিত হবই।

ছেলের মুখে প্রথম সান্ত্বনা বাক্য! হাসবো কি কাঁদবো বুঝতেই পারলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—কেমন আছেন তোমার মা ? বাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য আছে তো ?

—মা এখন ভালই আছেন। আমাদের খাদ্য যথেষ্টই আছে। আমাদের পিতা খুবই ধনী !

অপেক্ষমান প্রহরীরা মুখ টিপে টিপে হাসলো ! ওরা ধরেই নিল যে, আমার স্ত্রী পুনরায় একটি ধনী পাত্রকে বিবাহ করেছেন !

আমার প্রতি প্রশ্নের উত্তরেই মিহাই বাইবেল থেকে এক একটি পদ আবৃত্তি করতে লাগল। ফলে, প্রকৃত সংবাদ আমি খুব সামান্যই জানতে পারলাম ! তবে, এটুকু সে জানালো যে, আমার জন্যে একটা পার্সেল এনে সে প্রহরীদের কাছে জমা দিয়েছে। পার্সেলটা আমি পরের দিন পেয়েছিলাম। বলতে গেলে সেই-ই আমার পার্সেল। তারপরই কারাগারে পুনরায় পূর্বের কঠোরতা ফিরে এল। সাক্ষাৎকার, পত্র, পার্সেল—সমস্তই বন্ধ হয়ে গেল !

কয়েকদিন পরেই—তখনও কঠোর নিয়ম-কানুনের পালা আরম্ভ হয়নি একজন প্রহরী একটি বড় বোঁচকা আমাদের হলে নিয়ে এল। ওর মধ্যে বেশ কিছু নতুন চাদর ও তোয়ালে ছিল। দেখা গেল—আমাদের সকলের প্রয়োজনের পক্ষে কিছু বেশীই আছে। আমাদের মধ্যে একজন দর্জি—এমিল বলল, ওদের হিসাবে দেখছি ভুল হয়েছে। গরম চাদরের কয়েকটা কেটে আমি খানকয়েক জামা তৈরী করে দেব। কারোর না কারো উপকার হবেই।

আইনজীবি Madgearu বললেন, তা হয় না, রাষ্ট্রের সম্পত্তি চুরি করা ঠিক হবে না।

—কে জানতে পারছে ? এর কি কোন পরীক্ষা হবে নাকি ?

—মনে রেখো আমি রাজনৈতিক বন্দী। সাধারণ বন্দী নই।

—তুমি একটা গণ্ডমূর্খ !

ক্রমে এই ব্যাপার নিয়ে মহা বাদানুবাদের সৃষ্টি হল! অবশেষে যোষিফ আমাকে মীমাংসা করতে বলল।

আমি বললাম, যথার্থ বলতে গেলে, এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ আমাদের কাছ থেকেই চুরি ও লুট করা জিনিষ। আমরা আজ সকলেই নিঃস্ব ও অভাবী হয়ে রাষ্ট্রকে বৃহত্তম দস্যু হতে সহায়তা করেছি। নিজেদের উলঙ্গতা ও দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য সেই সম্পদের কিছু কিছু আমরা নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিতে পারি। আমাদের পরিবারের সকলে, তারাও এই রাষ্ট্রেরই নাগরিক—তাদের মঙ্গলের জন্যও এই দারুণ শীতে আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা কর্তব্য! প্রহরীরা যখন ঘুমচোখে এসে জিজ্ঞাসা করে—এ ঘরে আজ তোমরা কতজন আছো? আমরা তখন সংখ্যাটা একটু বাড়িয়ে বলতে চেষ্টা করি, যেন সকালের রুটি কয়েকখানা বেশী আমাদের ভাগ্যে জোটে। এ-ও প্রায় সেই রকমই।

Madgearu বললেন, আমি আইন মান্য করে চলার পক্ষে।

আমি বললাম, কিন্তু প্রত্যেক আইনই কারো না কারো পক্ষে অবিচারমূলক। লক্ষপতি ধনী, যার কোনই অভাব নেই এবং যে দীন-হীন নিঃস্ব, আইন দুইজনকেই বলছে—চুরি করিও না। যীশুও ক্ষুধার্ত ডেভিডের আপাতঃ দৃষ্টিতে অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। Madgearu অগত্যা আমাদের মতে মত দিলেন। কিন্তু পরে তিনি আমাকে তাঁর আপত্তির কারণটা খুলে বলেছিলেন:

এক সময়ে আমি নিজে আদালতে রাষ্ট্রীয় আইন প্রতিনিধি ছিলাম। এই প্রকার অপরাধে আমি শত শত জনকে কারাগারে প্রেরণ করেছি। আমি জানতাম, আমি ক্ষমা করলেও দলীয় সরকার এদের জেলে পাঠাবেই। পরে একসময় নিজে যখন এই রকম একটা ভ্রমের জন্য দীর্ঘ পনের বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করলাম—আমি যারপরনাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। বন্দী শ্রমিকরূপে আমাকে পাঠানো হল সীশাখনি Valea Nistrului

শ্রম-শিবিরে। সেখানে একজন খ্রীষ্টীয়ান বন্দীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। ক্ষুধার সময়ে অনেকবার সে তার নিজের খাদ্য আমাকে ভাগ করে দিয়েছে এবং অনেক বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ দিয়েছে। একদিন তাকে প্রশ্ন করলাম, কোথায় যেন তোমাকে আগে আমি দেখেছি বন্ধু। বলতে পারো—কেন তুমি এখানে বন্দী ?

ম্লান হাসি হেসে বন্ধু বললে, তোমার মতই আর একজনকে একবার আমি সাহায্য দিয়েছিলাম। ক্ষুধার্ত ও তাড়িত হয়ে সে আমার কৃষি বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে রাষ্ট্রবিরোধিতার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হল। সেই সঙ্গে তাকে আশ্রয় ও সাহায্য দেওয়ার জন্য আমাকেও কুড়ি বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

বন্ধুর বিবরণী শুনে আমি বলে ফেললাম, কি জঘন্য !

বন্ধু কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্তই মনে পড়ে গেল। এই লোকটিকে আদালতে আমিই কুড়ি বৎসরের সাজা সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু, আজ সমস্ত জানতে পেরেও বন্ধু আমাকে একটি কথাও বলল না। মন্দের প্রতি-দানে ভাল করার এই মর্মান্তিক জাজল্যমান দৃষ্টান্তে আমি সেই দিনই খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলাম।

প্রকাণ্ড তোয়ালের টুকরো দিয়ে এমিলের তৈরী করা জামাখানা মাথায় গলাতে গলাতে যোষিফ আনন্দে গান গেয়ে উঠল। বহুদিন পরে, কারাবাসের মধ্যেই একটা নতুন জামা গায়ে দিতে পেরে সে রীতিমত আনন্দিত হয়ে উঠল। সে উল্লসিত স্বরে বলল, আজকাল সকলেই চুরি করে।

Stavrat সহাস্যে বলল, মাত্র আট দশ বৎসরেই আমরা মিথ্যাবাদী, চর ও চোরের জাতে পরিণত হয়েছি। কৃষকেরা তাদের পূর্বতন নিজস্ব

জমির ফল চুরি করছে, যৌথ-খামারের কর্মীরা তাদের সমবায় থেকে চুরি করছে, এমন কি, নাপিতও তার পূর্বতন দোকান থেকে ক্ষুর-কাঁচি চুরি করছে—তারা জানে যে এগুলি সমস্তই এখন আইনতঃ রাষ্ট্রের। আচ্ছা, পুরোহিত মশাই আপনার আয়কর আপনি নিয়মিতভাবে দিয়ে এসেছেন তো?

আমি শুষ্কস্বরে বললাম, আমার ভক্ত বিশ্বাসীদের টাকা ঈশ্বর-বিরোধী রাষ্ট্রকে দেবার কোন অধিকার আমার নেই।

Stavrat পূর্ববৎ সহাস্যে বলল, চৌর্যবৃত্তি এইবার বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠবে।

যোষিফ বলে উঠল, আমি কোনদিন স্কুলে কারো কথা শুনিনি। মাষ্টারমশাইরা বলতেন, Bessarabia চিরকালই রাশিয়ার অংশ বিশেষ ছিল। অথচ, আমরা সকলেই জানি যে ও-দেশ আমাদের কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া হয়েছে……

আমি বললাম, ভাল কথা যোষিফ, আশা করি ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যা কিছু ওরা শিখিয়েছিল সে-সব তুমি ভুলে গেছ? জানতো সেই অধ্যাপক মশায় কি করতেন? নিজের ঘরের মধ্যে বার বার ক্রশচিহ্ন এঁকে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করে ছাত্রদের কাছে এসে শিক্ষা দিতেন যে, ঈশ্বর নাই!

॥ ৯ ॥

যোষিফের কারাবাসের মেয়াদ আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাকী ছিল। ভবিষ্যতের চিন্তা করতে গিয়ে সে প্রায়ই বলত, জার্মানীতে আমার দিদি আছে। সে চেষ্টা করে আমাদের সকলের আমেরিকা যাওয়ার উপায় করে দেবে। এর মধ্যেই আমাকে ইংরাজীটা শিখে নিতে হবে, যেন, ওখানে গিয়ে কোন একটা শিল্পকর্মে আমি শিক্ষা নিতে পারি।

মধ্যে মধ্যে যোষিফ তার বিকৃত মুখশ্রীর জন্য খুবই মানসিক গ্লানি বোধ করত। একদিন সন্ধ্যায় ওকে আমি মহীয়সী হেলেন কেলারের বিষয়ে বললাম। অন্ধ, বধির ও বাকশক্তিহীন হয়েও তিনি জীবনকালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছিলেন। নিজে বধির হয়েও কি ভাবে তিনি একজন বিশিষ্ট পিয়ানো-বাদিকা হলেন—সেই কাহিনী শুনতে শুনতে যোষিফ যেন তন্ময় হয়ে পড়ল। পিয়ানোর সঙ্গে সংযুক্ত একটা প্রতিধ্বনিসৃষ্টিকারী কাঠের টুকরো নিজের দাঁতের মধ্যে চেপে ধরে তিনি পিয়ানো শিক্ষায় কতদূর সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—সে কথা সভ্য জগতের সকলেই আজ জানেন। তাছাড়া, দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ অন্ধ নরনারীর উদ্ধারকল্পে তিনি যে Braille শিক্ষা-প্রণালীর প্রসার করে গেলেন—তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

একটি নামকরা পুস্তকে তিনি লিখেছেন—তারাভরা আকাশের সৌন্দর্য দেখা আমার হল না বটে, কিন্তু সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য তাঁর নিজের অন্তরের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করেছেন। কতকটা সেই কারণেই তিনি অনেকের পক্ষে দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক্-শক্তি বিশিষ্ট হয়েও এই পৃথিবীর সেই সৌন্দর্য উপভোগে ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করেছেন। হেলেন কেলার ধনী কন্যা ছিলেন। অন্যান্য ধনী কন্যার মত হলে তিনি হয়তো লঘু আনন্দ ও ভোগবিলাসেই জীবন যাপন করে যেতেন। এই সকল বিঘ্ন ও বঞ্চনাগুলিকেই তিনি তাঁর মহৎ জীবন-সাফল্যের সোপান রূপে ব্যবহার করেছেন।

চিন্তিতস্বরে যোষিফ বলল, হেলেন কেলারের মত ঘটনা হাজারের মধ্যে একটির চেয়েও দুর্লভ।

—না। তাঁর মত আরও অনেকেই আছেন। রুশ লেখক Ostrovsky অন্ধ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন। তাছাড়া তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে, মোড়কের কাগজে তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন।

পৃথিবীর বরেণ্য মনীষীদের অনেকেই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। Schiller, Chopin এবং Keats আমাদের মত T. B গ্রস্ত ছিলেন। Baudelaire, Heine এবং আমাদের জাতীয় কবি Eminescu ঘৃণ্য রোগাক্রান্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, ঐ সকল ব্যারামের বীজাণু আমাদের স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা প্রবণতা বৃদ্ধি করে। ফলে, অনেকের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। দেখা যায়, T. B. মন্দ লোককে আরও মন্দ করে তোলে কিন্তু ভাল লোককে আরও ভাল হতে দেখা যায়। জীবন শেষ হয়ে আসছে, বেঁচে থাকার দিনগুলির মধ্যে তাই তাঁরা যতটা পারেন ভাল কাজ করে যেতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তুমি তো চার নম্বর ঘরে অনেক রোগীকে সেবা ও সাহায্য করে থাকো। তুমি কি লক্ষ্য করনি T. B. রোগীদের মধ্যে কয়েকজন কি কোমল, সহৃদয়, অনুভূতিপ্রবণ ও ভদ্র ?

যোষিফ উজ্জ্বল চোখে চেয়ে বলল, সত্যিই তো ! কি আশ্চর্য !

ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই সঙ্গে আমাদের জীবনও। সবই কী সুন্দর ! যোষিফ, আমাদের পীড়া ও যন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে, যেমন যীশুরও ছিল। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুযন্ত্রণার ফলেই মানব জাতির পরিত্রাণ সাধিত হয়েছে।

তোয়ালে-কাটা নতুন জামার মধ্যেও যোষিফ ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। এর মধ্যেই সেটা পাতলা হয়ে এসেছে। পার্সেলের মধ্যে আমার জন্য যে পশমী জ্যাকেট এসেছিল, সেটা ওকে আমি দিলাম। সে খুশী হয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে একটা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কৃতজ্ঞভাবে আমার দিকে তাকালো !

মনে মনে বুঝছিলাম, সম্পূর্ণ না হলেও যোষিফের খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস তখন থেকেই তার অন্তরে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে। এই অসম্পূর্ণতা-টুকুও সেদিন প্রায় দূরীভূত হয়ে গেল।

প্রত্যেকদিন সকালে আমাদের দৈনিক বরাদ্দ রুটি দেওয়া হয়। একটা টেবিলের ওপরে রুটিগুলি সাজানো থাকে। আমরা সারি দিয়ে পরে পরে একটি একটি রুটি নিই। সাড়ে তিন আউন্স ওজনের এই রুটিগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা সামান্য বড় বা ছোট হয়ে পড়ে। সেজন্য, আমাদের সারির মধ্যেও সময়ে সময়ে কলহ বা অশান্তি হত, কার পরে কি আছে এই নিয়ে! অর্থাৎ ঐ সামান্য একটু বড় আকৃতির রুটিগুলি নেবার জন্য কেউ কেউ সারি ভেঙেও আগে গিয়ে হাত বাড়াতো। এই নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ অশান্তি হত।

সেদিন পিছন থেকে একজন বন্দী, Trailescu সহসা আগিয়ে এসে আমার ভাগের রুটিখানি দখল করতে হাত বাড়ালো। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং হাসিমুখে বললাম, আমার ভাগটাও আজ তুমি নাও ভাই, আমি তো জানি তুমি খুবই ক্ষুধার্ত! Trailescu বিনা বাক্যে রুটিটা নিয়ে মুখে পুরে খেতে আরম্ভ করল।

সেই দিন সন্ধ্যায় আমরা নূতন নিয়মের পদগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করছিলাম। হঠাৎ যোষিফ বলে উঠলো, যীশু যা যা বলেছেন, তার প্রায় সমস্তটাই এখন আমার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সময়ে সময়ে আমার বড়ই কৌতূহল হয়—বাস্তবিকই মানুষ হিসাবে তিনি কিরকম ছিলেন?

বলি তবে শোন। যখন চার নম্বর ঘরে ছিলাম, তখন একজন পুরোহিত ছিলেন। তিনি সর্বদাই সব কিছু অপরকে দিয়ে দিতেন। তাঁর নিজের খাদ্য, ওষুধ, গায়ের জামা—যা কিছু অন্য কারো দরকার হত। আমি নিজেও কখনও কখনও অপরকে এই সব দিয়েছি সত্য, কিন্তু, অনেক সময়ে আবার নীরবেই থাকতাম। কোন সহানুভূতি বা দরদ দেখাতাম না। কিন্তু এই পুরোহিতটি একেবারে অন্য প্রকৃতির ছিলেন। কাউকে স্পর্শ করা মাত্রই তার পীড়া যেন অর্দ্ধেকটা সেরে

যেত। একদিন কথাবার্তার মধ্যে একজন প্রশ্ন করে—আচ্ছা পুরোহিত মশাই, যীশু কিরকম ছিলেন, বলুন তো? যেরকম বর্ণনা দিয়ে থাকেন, তেমন ধরণের মানুষ তো চোখে দেখাই যায় না সচরাচর!

পুরোহিত মশায়ের সমস্ত মুখমণ্ডল হঠাৎ ঔজ্জ্বল্য ও কোমলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। শান্ত-স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, যীশু আমারই মতন!

প্রশ্নকারী বন্দী হাসি মুখে বলল, যদি অবিকল আপনার মতন হন, তাহলে যীশুকে আমি সত্যিই ভালবাসি। কিন্তু যোষিফ, মনে রেখ, এই রকম উক্তি করা খুবই কঠিন কথা। কিন্তু, প্রকৃত খ্রীষ্টানের এই সাহস ও দৃঢ়তা থাকবেই। তাঁকে বিশ্বাস করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু,—তাঁর মতন হওয়া—সে এক বিরাট ব্যাপার!

যোষিফ শান্ত-গম্ভীর ও মৃদু কণ্ঠে বললে, পুরোহিত মশাই—আমিও বলতে চাই যে, যীশু যদি আপনার মতন হন—তাহলে আমিও তাঁকে ভালবাসি। যোষিফের নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল যেন সহসা আনন্দাপ্লুত হয়ে উঠলো, তার দুটি চোখেই অশ্রু টলটল করে উঠল।

পরের দিন সর্বক্ষণই যোষিফ চার নম্বর ঘরের রুগ্ন বন্দীদের সেবায় লেগে রইল। আজকাল প্রায়ই সে এই রকম করে। সন্ধ্যাকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে ধীর স্বরে বলল, আমাকে দীক্ষাদান করুন, আমি খ্রীষ্টীয়ান হতে চাই। একটা টিনের মগে জল ছিল, সেই জল নিয়েই আমি যোষিফকে বাপ্তিস্ম প্রদান করলাম এবং ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম—"পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে··· "

এর পর দেখা গেল যোষিফ যেন মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত আনন্দে, প্রেমে ও সেবায় পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। চলে যাওয়ার দিনে সজল চক্ষে আমাকে জড়িয়ে ধরে যোষিফ বলল, আমার নিজের পিতার চেয়েও আপনি অধিক উপকার করেছেন। এখন আমি ঈশ্বরের সম্মুখে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারব। আমাকে বিদায় দিন···

বহু বৎসর পরে আমাদের আবার দেখা হয়েছিল। যোষিফ তখন পূর্ণ বিকশিত খ্রীষ্টান! মুখমণ্ডলের সেই বিকৃত দাগের জন্য বিন্দুমাত্র গ্লানি আর তার মধ্যে ছিল না।

## ॥ ১০ ॥

আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছুই পূর্ণ হল না।

ষ্টালিনের মৃত্যুর সময়ে শাসকমহলে যে অনিশ্চিতি ও ভীতি দেখা গিয়েছিল ধীরে ধীরে সে সকলই অন্তর্হিত হল। সাইবীরিয়ার শ্রম শিবির থেকে নানা গণ্ডগোলের খবর আসতে লাগল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ক্রমেই যেন পূর্বাপেক্ষা কঠোর মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠল। প্রাক্তন বিধিনিষেধ-গুলি সমস্ত কারাগারেই পুনঃপ্রবর্তিত হল, কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কঠোর নিয়মও তার সঙ্গে যুক্ত হল।

আমাদের কারা-হাসপাতালের সমস্ত জানালায় রং লাগানো হল এবং ডাক্তারদের আপত্তি সত্ত্বেও সেঁটে বন্ধ করে দেওয়া হল। রাত্রে—অতিরিক্ত গরমের সময়ে সাবধানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে দিতাম আমার জানালার কবাটগুলো। সে বৎসর গরমও যেন অসহনীয় ছিল।

নতুন একদল বন্দীর সঙ্গে একটি প্রহারজর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত দেহ বন্দীকে নিয়ে আসা হল। একজন খবর দিল, সেই বিক্ষতদেহ বন্দী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়! প্রফেশার পপ ও আমি একসঙ্গেই গেলাম।

Boris Mateiকে পুনরায় এইভাবে দেখবো—কখনও কল্পনাও করিনি। সেই নব শিক্ষা প্রবর্তনকারীদের দলে ভিড়ে যাওয়ার পরে সে অনেক কারাগারে বদলী হয়েছিল। দেখি, পাথরের মেঝেয় সে লম্বিত

হয়ে পড়ে আছে। যেভাবে প্রহরীরা তাকে ফেলে গেছে সেই ভাবেই। অন্যেরা পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করছে—কিন্তু কেউই ফিরে তাকায়নি। অকস্মাৎ পপ সেই পথে যাওয়ার সময়ে তাকে প্রথম দেখতে পায়।

আমরা দুজনে বোরিসকে ধরাধরি করে একটা কাঠের তক্তায় তুলে শুইয়ে দিলাম। ওর অপরিচ্ছন্ন জামাখানি গায়ের ক্ষতের জমাট রক্তের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিল। অতিশয় সন্তর্পণে ও ধীরে ধীরে গরম জলের সাহায্যে সেই সমস্ত ক্ষত আমরা পরিষ্কার করলাম। দেখি, সমস্ত পৃষ্ঠদেশে তার সারি সারি চাবুকের দাগ। রক্তাক্ত ও স্ফীত! নব-শিক্ষা মুরুব্বীদের সঙ্গে আতাঁত করার এই পুরস্কার সে পেয়েছে।

কয়েকজন বন্দী এই সময়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

বোরিস কিঞ্চিৎ আরাম পেয়ে বলে উঠল, আমি নিজেই চাইতে গিয়েছিলাম—এই সব……

একজন বন্দী বলে উঠলো—তাইতো পেয়েছ ভাই……

আমার বাহুতে হাত রেখে বোরিস বলল, আপনার পরিচিত এক-জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। Patrascanu আপনার জন্যে একটা খবর পাঠিয়েছেন।

Lucretiu Patrascanu! কতদিনের কথা আবার যেন নতুন করে মনে পড়তে লাগলো। প্রাক্তন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী, যিনি ১৯৪৮ সালে আমার সঙ্গে একই কক্ষে বন্দী ছিলেন—তিনি মারা গেছেন। ষ্টালিনের মৃত্যুর পরে যে অনিশ্চিতি ও ভীতি দলীয় কর্তাদের আচ্ছন্নপ্রায় করে তোলে, সেই সময়েই কারাগারের মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট, যন্ত্রণা ও পীড়নের মধ্যে পাত্রাসকানুর মৃত্যু হয়।

Patrascanu জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ছাড়া পেলে তিনি হয়তো পুনরায় একটা প্রতি-বিপ্লবের আন্দোলন সৃষ্টি করে বর্তমান দলীয় সরকারকে ধ্বংস করতে উদ্যত হবেন সেই দুশ্চিন্তায়—ছয় বৎসর

কারাযন্ত্রণা ভোগের পরে জেলের মধ্যেই তাঁর বিচার-প্রহসন নিষ্পন্ন এবং মৃত্যু দণ্ড উচ্চারণ করা হয়!

Boris Matei খুব অল্প সময়ের জন্যই তাঁর সঙ্গে ছিল। শেষ অবস্থায় কারা-প্রহরীরা কি নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছিল, সে-কথাও আমরা শুনলাম তার নিকটেই। "মৃত্যুর আগের দিন তিনি আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, যদি পুরোহিত ওয়ার্মব্রাণ্ডের সঙ্গে তোমার কোথাও সাক্ষাৎ হয়—তাঁকে বলবে—তিনি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন"—থেমে থেমে বোরিস বলল।

কিছুক্ষণ পরেই Dr. Aldea এলেন এবং Borisকে পরীক্ষা করে বললেন, এসো ভাই, তোমাকেও চার নম্বর ঘরে যেতে হবে……

আমি সাধ্যমত বোরিসের সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম চার নম্বর 'মৃত্যু ঘরে'। কয়েকদিনের মধ্যেই মনে হল, কি জানি বোরিস বোধহয় একটুখানি মন পরিবর্তনের পথে। একথাও সত্য যে সে এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অনেকটা স্বস্তিতে ছিল।

প্রফেসার পপ এবং আমি দুজনেই পালা করে বোরিসের কাছে থাকতে লাগলাম। Dr. Aldea বলেছিলেন, বোরিস যদি কিছু খেতে পারে, তবে, কি জানি দশ বারো দিন বাঁচতেও পারে। ওর সামনে আমি আসতে চাই না—তাতে ওর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সে যে একদিন বিনা কারণে আমাকেও প্রহার করেছিল, সে কথা ভেবে এখন ও যথেষ্ট মনো-যাতনা ভোগ করে। ওতে বিশেষ ক্ষতি হয়।

আমি বললাম, ওকে আমাদের ঘরে আনা যায় না? ডাঃ Aldea'র ব্যবস্থায় বোরিসকে আমার বিছানার পাশেই আনা হল। জীবনের শেষ দিনগুলি তাকে আমিই সেবা করবার সুযোগ পেলাম। চোখের সম্মুখেই Boris যেন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসতে লাগল। মাথার চুল খসে পড়তে লাগল, গাল দুটি বসে যেতে লাগল। দিনের

পর দিন ওকে Sponge করে দেওয়া সত্ত্বেও বেচারা অবিরত ঘামতে থাকল।

সেদিন মৃদু উচ্চারণে বোরিস বলল, অশেষ ধন্যবাদ বন্ধু! কিন্তু বুঝতে পারছি আমার শেষ হয়ে আসছে। আর বেশী বাকী নেই। একজন পুরোহিত বলেছিলেন, আমি নরকে পচে মরব! তাই হোক—

আমি বললাম, তিনি অমন কথা বলেছিলেন কেন?

—আমার যন্ত্রণা কষ্টের জন্য আমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমার শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে ··

ওর পুরাতন সংস্কার সবই যেন ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু প্রফুল্লতার পরিবর্তে দিনে দিনে যেন অস্বস্তির ভারে সে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল। একদিন বিড়বিড় করে সে বলল, জীবনটাকে নষ্টই করে ফেললাম। ভেবেছিলাম, আমি খুবই বুদ্ধিমান। গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে আমি অনেককে ভুল পথে নিয়ে এসেছি। ঈশ্বর যদি থাকেনও—তিনি কখনই আমার মত কাউকে স্বর্গের কাছাকাছিও নিতে চাইবেন না। সেই বৃদ্ধা শূকরী আনা পকারের সঙ্গেই আমাকে গিয়ে যোগ দিতে হবে। সেই বিভীষিকায় আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কয়েক ঘণ্টা সে নীরবে রইল। ভাবলাম, হয়তো সে এবারে একটু ঘুমাচ্ছে। সহসা নিম্নস্বরে সে উচ্চারণ করল, সেটা কিরকম হবে মনে হয়? বলতে পারেন?

—কোন্‌টার কথা বলছ, বোরিস?

—শেষ বিচার? একটা বিরাট সিংহাসনে বসে ঈশ্বর কি অবিরাম বলে চলেছেন—স্বর্গ—নরক, স্বর্গ—নরক—? যত মৃত লোকের আত্মা একে একে সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে—তাদের এইভাবে বিচার করছেন? আমি তো স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝতে পারছিনা····· ?

—আমার কি মনে হয় জানো? ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনে বসে

আছেন। আমরা একে একে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছি। ডান হাত নেড়ে তিনি কি যেন আদেশ করছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছনের বড় পর্দা সরিয়ে অতি সৌন্দর্যময় একটি মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। আমি বিমূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করছি—ইনি কে, জানতে পারি?

ঈশ্বর বলছেন, ওটা-ই তুমি! আমার অনুগত ও বাধ্য হলে যা হতে পারতে!"

তারপরেই—অবাধ্য ও অবিশ্বস্তদের পালা—অনন্তকালের মনো-যাতনা যাদের প্রাপ্য!

Boris অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল, অনন্ত মনোযাতনা!

সেই রাত্রেই তার একবার রক্তস্রাব হল। ওকে নিয়ে আমিও খুবই বিব্রত হয়ে পড়লাম। তারপরে সে যেন অর্ধ চৈতন্যের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়ল। নীরব, নিথর হয়ে ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পড়ে রইল। ওর নাড়ীর গতি ক্ষীণ হলেও স্পষ্টই অনুভব করছিলাম। হঠাৎ আমার হাত সরিয়ে দিয়ে সে জোর করে উঠে বসল। তারপর একটা মর্মভেদী আর্তনাদ করে সে বলে উঠল,

—প্রভু ঈশ্বর—আমাকে ক্ষমা করুন!

চারিদিকের অন্য রোগীরা জেগে উঠল এবং বিরক্তভাবে পুনরায় ঘুমাবার চেষ্টায় চোখ বন্ধ করল……

সকাল হওয়ার পরেই আমি বোরিসের ধোওয়া মোছা আরম্ভ করলাম সমাধির জন্য। ওর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সুদীর্ঘ বারান্দার পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কক্ষ থেকে একজন Orthodox বিশপ এসে পড়লেন এবং সাড়ম্বরে সমাধি-কৃত্য আরম্ভ করে দিলেন। আমি আমার কাজ করেই যেতে থাকলাম। মাঝে মাঝে বিশপ তার মন্ত্রোচ্চারণ থামিয়ে আমাকে আদেশ দিতে লাগলেন, উঠে দাঁড়াও, যা করবার দাঁড়িয়েই করো। মৃতের প্রতি একটু সম্মান দেখাও হে!

আমি তাঁর কথায় কান দিলাম না। তাঁর কর্তব্য শেষ করে পুনরায় আমাকে কি যেন আদেশ করলেন। আমি বললাম, গত সপ্তাহ ধরে এই মানুষটি ধীরে ধীরে মরণের দিকে যখন এগিয়ে আসছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন জানতে পারি? এখন এসে এই সব অনুষ্ঠান পালন করে আপনি ও বেচারীর কি উপকার করছেন শুনি। এর কি কোন অর্থ হয়?

আমরা দুজনেই রাগান্বিত হয়ে উঠেছিলাম।

বোরিসের মধ্য রাত্রের সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ "প্রভু ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন"—যে শুনেছে সেই-ই বুঝতে পেরেছে—তার নিকটে অন্য সকলপ্রকার মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এখন কত অর্থহীন।

॥ ১১ ॥

বসন্তকাল এসে গেল। ১৯৫৫ সাল।

প্রকৃতির নবীন রূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বোধহয় সমস্ত জেলেই একটা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা লক্ষিত হল। বিভিন্ন কারাগারের কর্তৃস্থানীয়দের অনেককেই গ্রেফতার করা হল—রাষ্ট্র-বিরোধিতার অভিযোগে। আমাদের Tirgul-Ocna কারাগারে বহু দাস-বন্দীর আমদানী হল। এরা সকলেই উক্ত রাষ্ট্রবিরোধী অফিসারদের অন্যায় অবিচারের বলি! কারাগারে স্থান সংকুলান করার জন্য এইবার এখানে থেকেও অনেক বন্দীকে জুনের গোড়ার দিকে অন্য জেলখানায় বদলী করার ব্যবস্থা গৃহীত হল। এদের মধ্যে আমার নামও ছিল।

Dr. Aldea বললেন, আপনার স্থানান্তরের অবস্থা এখনও নয়, কিন্তু আমার ক্ষমতাও কিছু নেই। একটা কথা মনে রাখবেন। ভবিষ্যতে Streptomycin যদি পান, তবে, আর যেন বিলি করে দেবেন না।

বন্ধুদের কাছে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় গ্রহণ করলাম। ওদিকে আমার নাম ধরে হাঁকাহাঁকি শুনে দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে আমি সারির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অদ্ভুত আমাদের এই দৃশ্য। মাথা কামানো, অসুস্থ, রুগ্ন এবং বহু প্রকারের তালিযুক্ত অপরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত এই বন্দীর সারি সত্যিই এক অভিনব ও বেদনাদায়ক দৃশ্য। প্রত্যেকের বগলেই একটা অপরিচ্ছন্ন ও ছিন্ন কাপড়ের বোঁচকা। আমাদের সর্বস্ব!

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি কষ্টে হাঁটতে পারি। যাদের দীর্ঘ মেয়াদের দণ্ড, তাদের কয়েকপদ আগিয়ে গিয়ে মাঠে বসতে বলা হল, যেন পায়ে শিকল দেওয়ার সুবিধা হয়। আমার পালা আসতেই বিদ্রূপের হাসি হেসে অফিসারটি বললেন, এই যে ভ্যাসিলি জর্জেস্কু! পায়ে শিকল লাগানো সম্বন্ধে কি আপনার কোন কথা আছে?

এক দিকে হেলে শুয়ে আমি বললাম, হ্যাঁ লেফটেনেণ্ট, কথা আছে, আমি গান দিয়ে সে কথা বলতে চাই।

পিছনে হাত দুটি রেখে অফিসার বললেন, খুব ভাল কথা! আমরা সকলেই একটা গান শুনতে চাই!

সাধারণ-তন্ত্রী রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইন আমি গেয়ে উঠলাম।

"ভগ্ন শিকল রইল পড়ে মোদের পিছনে…"

ওদিকে কামারের হাতুড়ি ততক্ষণে আমার পায়ের শিকল এঁটে দিয়েছে! গান থামিয়ে দিলাম। সেই অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে আমি আবার বললাম—আপনারা গান করেন ভাঙ্গা শিকল ফেলে দেওয়ার—কিন্তু এই সরকারের আমলেই দেশের সর্বাধিক সংখ্যক নরনারীকে শিকল পরতে হয়েছে…

চারিদিকের নীরবতা যেন আরও অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। ম্লান ও নতমুখে অফিসার দাঁড়িয়েই রইলেন।

ওদিকে ট্রেনও এসে গেল। ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে আমাদের মাল-গাড়ীর মধ্যে ভরা হল। কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ অপেক্ষা করার পরে হঠাৎ শব্দ করে ট্রেন চলতে আরম্ভ করল।

বহুদিন পরে গাড়ীর নানা ছিদ্র ও অবকাশ পথে আমরা আবার দেশের অরণ্য, কৃষিক্ষেত্র ও পাহাড় দেখতে পেলাম···। বসন্ত শেষের সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন আমাদের অনেক ব্যথা-বেদনাকে ভুলিয়ে দিতে চাইল···

## চতুর্থ অধ্যায়

### ॥ ১ ॥

বুখারেষ্ট থেকে পশ্চিম অভিমুখে আমাদের এই ট্রেন-যাত্রাটি মাত্র ২০০ মাইল হলেও পথের মধ্যে এত অধিক থামতে হয়েছিল যে, এই পথটুকুর জন্য আমাদের প্রায় দুটি দিন ও রাত্রি লেগে গেল। একশত বৎসরের পুরাতন, বিরাট ও কুখ্যাত Craiova কারাগার আমাদের দৃষ্টি-পথে জেগে ওঠার বহু পূর্বেই আমাদের মধ্যে খবরটি জানাজানি হয়ে গেল।

শান-বাঁধানো প্রাঙ্গণে আমাদের পায়ের শিকলগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং অধৈর্য প্রহরীদের ধাক্কায় অন্ধকার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে দেওয়া হল। তারপর ছোট ছোট দলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন Cell-এর মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার ঘরের মধ্য থেকেই মুখর প্রতিবাদ উঠল,—এখানে জায়গা কোথায়, গার্ড, আমরাই তো দম বন্ধ করে আছি?

কে কার কথা শোনে!

শিরদাঁড়ায় একটা নিষ্ঠুর ধাক্কায় আমি একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। জমাট আঁধারের মধ্যেও মনে হল যেন একটি উলঙ্গ-প্রায় বন্দীর ওপরেই আমি পড়ে গেলাম।

ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার চোখ-সওয়া হয়ে এলে দেখলাম মাথার ওপরে অল্প-শক্তির একটি লাইট জ্বলছে। চারিদিকের দেয়ালে বাক্সের মত সারি সারি শোবার জায়গা। প্রত্যেকটিতে মানুষ ঠাসা। আরও বহু জন, ঐ অর্ধ-উলঙ্গ ভাবেই মেঝেয় বসে বসে ঘামছে ও দেওয়ালে দেহ এলিয়ে একটু ঘুমাবার প্রয়াস পাচ্ছে। সামান্য একটু হাত পা নাড়ালেও অপরের অসুবিধা ও বিরক্তিজনক আপত্তি শোনা যাচ্ছিল।

এই সেল-এ আমি দু'মাস ছিলাম। বাইরে যাওয়ার জন্য নিয়মিত সুযোগ পেতাম যখন পায়খানার ময়লা-বোঝাই বালতি নিয়ে সেটা নিকটবর্তী আবর্জনায় ফেলতে যেতে হত!

সেই আঁধার সেল-এ দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল পরে আমি শান্ত কোমল স্বরে বললাম, ভাইসকল, আমি একজন খ্রীষ্টান পুরোহিত। আসুন, আমরা একটু প্রার্থনা করি। জনকয়েক আমার প্রতি শ্লেষপূর্ণ কটূক্তি করে উঠল—কিন্তু অধিকাংশ জনই মনোযোগ সহকারে প্রার্থনায় যোগদান করল।

তারপর, অন্ধকারের মধ্যেই দূরবর্তী একটি বাঙ্ক থেকে একজনের কণ্ঠস্বরে শোনা গেল—আমার নামের উচ্চারণ!

—আমি আপনার গলার স্বর চিনতে পেরেছি পাদ্রী মশাই। বহু বৎসর পূর্বে একটি বৃহৎ ধর্মসভায় আমি আপনার ভাষণ শুনেছিলাম।

আমি তার পরিচয় জানতে চাইলাম। লোকটি বলল, কাল সকালে আমরা আলাপ করব!

সুদীর্ঘ কারারজনী ভোর পাঁচটায় অবসান হল। রেল-লাইনের টুকরো লোহাতে অন্য একটি লোহা দিয়ে বারংবার শব্দ করে কারাপ্রহরী আমাদের জাগ্রত করল। ওপরের বাঙ্ক থেকে গতরাত্রের সেই লোকটি নিচে এসে আমার করমর্দন করল। আমার দিকে তাকিয়ে দুঃখিত স্বরে সে বলল, অন্ধকারে আপনার চেহারা না দেখে গলার স্বর শুনেই যে চিনে নিয়েছি, তাই-ই ভাল হয়েছে। কেননা আপনাকে চাক্ষুষ দেখে চেনবার কোনই উপায় নেই। সেই ধর্মসভায় আপনার তীব্র প্রতিবাদের জন্য এদের দলীয় সরকার আপনার যোগ্য ব্যবস্থাই করেছে। আপনি অত্যন্ত শীর্ণকায় হয়ে গেছেন।

লোকটির নাম নাসিম। Hodja ধর্মমতের একজন সভ্য। ১৯৪৫-এর সেই ধর্মসভায় সে তার সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

এই নতুন কারাগারে যখন প্রথমবার আহার করতে বসি, তখনই আস্বাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। কুৎসিত দর্শন, বিশ্রী গন্ধযুক্ত ও চট্‌চটে খাদ্য যখন আমি মুখে তুলছিলাম, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি করে পারছেন খেতে? আমার তো সবই উঠে আসছে, পাদ্রী মশায়?

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, এটা একটা খ্রীষ্টীয় গুপ্ত কথা! সাধু পৌলের সেই কথাটি "যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ করো।" আমি মনে করি। তারপরে ভাবি যে, আমার মার্কিনী বন্ধুরা এখন বাচ্ছা মুরগীর সুস্বাদু খাদ্য খাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ও আমার খাদ্যের জন্য ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমার স্তুপও মুখে তুলি। এর পরে, মনে মনে ভাবি ইংলণ্ডের বন্ধুরা এই সময়ে বীফ-রোষ্ট খাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আমিও আর একগাল মুখে তুলি! এই ভাবে, নানা মিত্র দেশের কথা চিন্তা করে আমি তাদের আনন্দেই আনন্দ করি এবং যে কোন রকমে জীবিত থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাই!

হোজা বন্ধুটি তার শোওয়ার বাঙ্কটা আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে আরম্ভ করলেন। সমস্ত গ্রীষ্মের রাত্রি এইভাবে আমরা কিছু কিছু বিশ্রাম পেতে থাকলাম। আমাকে যে মেঝেয় শুতে হয়নি—এ জন্যও আমি মনে মনে অশেষ কৃতজ্ঞ ছিলাম।

সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এত স্থিরভাবে শুয়ে থাকেন কি করে? একটুও তো নড়েন না?

হ্যাঁ, পশ্চিমের বন্ধুরা যে সব আরামের বিছানায় নিদ্রা যাচ্ছে—তাদের কথা স্মরণ করি আর ধন্যবাদের সঙ্গে ঘুমাতে চেষ্টা করি। রোমীয়দের পত্রে পৌলের উক্তি অনুসারে আমি আমার বন্ধুদের ক্রন্দনেও ক্রন্দন করি! আমি নিশ্চিত জানি যে পশ্চিমী হাজার হাজার দরদী বন্ধু আমাদের কথা চিন্তা করছেন এবং সহৃদয় প্রার্থনা করছেন।

## ॥ ২ ॥

কারাগারে দেখতাম বন্দীরা সকলেই যেন আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র। তর্ক, ঝগড়া, গালমন্দ যে কোন ভাবেই হোক। যার কাছে সমান কঠোরতা না পাবে—তাকেই আরও পীড়ন ও অপমান করতে যেন সদাই প্রস্তুত। এই নতুন কারাগারের কষ্টদায়ক আবহাওয়া যেন আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। যখনই কোন উপদেশ দিতাম, তখনই ওরা কেউ নাক ডাকাতো, কেউ কেউ বা যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করত। বন্দীদের কারোরই কোন রকম চিন্তার গভীরতা বা আন্তরিক সম্পদ না থাকায় হালকা ঠাট্টা তামাসা ও লঘু আকর্ষণ নিয়েই ওরা সময় কাটাতে চাইতো। অনেক সময়ে আমাদের উপদেশ নিয়ে আলোচনা ও তর্ক করতে গিয়ে শেষে ঝগড়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু, হালকা গল্প, বিশেষতঃ গোয়েন্দা-গল্প শোনার জন্য বন্দীরা খুবই আগ্রহশীল। সুতরাং, আমিও ওদের কাছে আমার বানানো রোমাঞ্চকর গল্প বলা আরম্ভ করলাম। অস্পষ্ট ভাবে প্রত্যেক গল্পেই খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও নীতি পরিবেশন করতাম। ওদের গল্প শোনার পিপাসার যেন সীমা ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বললেও যেন শেষ হত না।

অন্যান্য বন্দীরাও মধ্যে মধ্যে গল্প বলত। হাস্যকর, দুঃখজনক বা আত্মকাহিনী জাতীয়।

বনবিভাগের কর্মী Radion—দীর্ঘাকৃতি যুবক, একদিন তার কাহিনী বলল :

সেদিন দুজন বন্ধুর সঙ্গে বন পার হয়ে আসতে আসতে দেখি, পিছনে একটা আগুন ধরে গেছে। আরও কিছুক্ষণ হেঁটে পরবর্তী গ্রামে এসে পৌছাতেই আমাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হল—সরকারী অরণ্যে আগুন দিয়ে রাষ্ট্রবিরোধিতা করার অপরাধে। সেখানে প্রহারের যন্ত্রণার মধ্যে আমরা স্বীকার করলাম যে, সে-আগুন আমরাই লাগিয়েছি।

কিন্তু, বিচারের সময়ে প্রকৃত অপরাধী এসে আত্মসমর্পণ করে সমস্ত স্বীকার করল। আমরা বিচারে মুক্ত হলাম। কিন্তু আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল না। পুনরায় থানায় নিয়ে এসে ওরা আমাদের জেরা আরম্ভ করল, আর কি কি করেছিস্ এখনও স্বীকার কর। আবার প্রহার আরম্ভ হল। শেষে একটা বানানো অপরাধ খাড়া করে তাই-ই আমরা স্বীকার করলাম। মানে তখন, প্রহারের যন্ত্রণা এড়াবার জন্য সব কিছুই স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের পনের বছরের কারাদণ্ড হল!

Craiova কারাগারে এরকম কাহিনী অনেক ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পরস্পরের অতি পরিচিত হয়ে উঠলাম। সমগ্র কারাগারের আবহাওয়াটি যেমন ঘৃণ্য তেমনি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল।

ছোটখাটো মানুষ নাসিম আমাদের প্রায়ই ঈশ্বর-ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা সম্পর্কে শিক্ষা দিত। সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচারিত ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের পরেই কোরাণের স্থান এবং সেই কোরাণের প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনায় আছে: "করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লার নামে।" এই নীতিটি সে নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনে গ্রহণ করেছিল। দিনের মধ্যে পাঁচবার সে মক্কার দিকে ফিরে নমাজ পড়ত! প্রতিদিন—চিরকালই এই নিয়ম সে মেনে এসেছে।

অন্যেরা তাকে পরিহাস করত। আমি তাদের বলতাম: কোন ইংরাজ যেমন রুটি চায়, জার্মান brot, এবং ইতালীয় চায় Pane তখন তারা যেমন সকলে একই জিনিষ চাইছে—তেমনই ক্যাথলিক Gheorghe Orthodox বিশ্বাসী Carol, বা ব্যাপটিষ্ট Ion—সকলেই নিজের নিজের মত ও নাম অনুযায়ী সেই একই বিশ্বাসের আরাধনা করে। ঈশ্বর এই তুচ্ছ পার্থক্যগুলি বাদ দিয়ে আমাদের অন্তর পরীক্ষা করেন। আমাদেরও কর্তব্য সেইভাবে দেখা।

কারাকক্ষের অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যেই নাসিমের সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা ও আলোচনা হত। সে প্রধানতঃ তার ধর্মবিশ্বাসের সম্বন্ধেই বলত। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল দর্শন যোগে এই ধর্মকথা তার ভাববাদীকে বলেছেন। তার ভক্তি তার নিষ্ঠা ও তার গভীর বিশ্বাসের মাত্রা লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে আমিও যেন অবাক হয়ে যেতাম। তার বর্ণনার মধ্যে যীশুর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করেও আমি বিস্মিত হয়ে উঠতাম।

—আমার বিশ্বাসে যীশু একজন পবিত্র ও জ্ঞানী ভাববাদী। তিনি ঈশ্বরের ভাষাতেই কথা বলতেন। কিন্তু আমাদের বিচারে তিনি ঈশ্বরের পুত্র হতে পারেন না। আশা করি, আপনাকে ক্ষুণ্ণ করিনি!

—মোটেই না। প্রকৃত কথায়, আমিও তোমার সঙ্গে একমত।

—সে কি? কোন খ্রীষ্টিয়ান সে কথা বলবে কেমন করে?

—বলতে পারি এই জন্য যে, নর ও নারীর প্রেমের ফলেই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কোন খ্রীষ্টান সেই হিসাবে খ্রীষ্টকে ঈশ্বর-পুত্র বলে বিশ্বাস করে না। আমরা তাঁকে 'ঈশ্বর-পুত্র' অন্য এবং অদ্বিতীয় অর্থে বলে থাকি। ঈশ্বর থেকেই তাঁর উৎপত্তি, ঈশ্বরের পরিচয় তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে বর্তমান, পিতার সাদৃশ্য যেমন থাকে পুত্রের মধ্যে। তিনি ঈশ্বর-পুত্র, কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রেম ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ!

নাসিম ক্ষণকাল নীরবে থেকে চিন্তামগ্ন ধীর স্বরে বলল, সেই বিচারে আমারও বিশ্বাস করতে বাধা নেই।

॥ ৩ ॥

বন্দীদের আসা ও যাওয়া অব্যাহত ছিল। এক দল যাচ্ছে—অন্য দল আসছে। কিন্তু কারাগারের বাতাস অপরিবর্তিত থেকে যেত।

Craiova কারাগারে নবাগত এঞ্জিনীয়ার Glodeanu সেদিন বললেন যে, তিনি B. B. C. বেতারে শুনেছেন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী কোন কথা আর বলবে না। মনে হয়, এটাই ঠিক।

আমি আপত্তি করলাম,—কিন্তু যে নৌকাতে আমরা সকলেই ভেসে চলেছি, তারই একদিকে যদি আমি একটা ফুটো করি, এবং বলি, খবর্দার! এটা আমার দিক! কিছু বলবে না!—তাহলে আপনি রাজী হবেন কি? না। আমার দিকের ফুটোও নৌকার সকলকেই ডুবিয়ে মারবে। কম্যুনিষ্টরা এক একটা দেশ দখল করেছে এবং নানা ধ্বনি ও বাগাড়ম্বর দিয়ে যুব-সমাজের মন হিংসা ও ঘৃণায় ভরে দিয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা যে কোন উপায়ে উলটিয়ে দেওয়ার এই বিরাট দুরভিসন্ধিকে কখনই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আখ্যা দেওয়া যায় না।

Calescu বলে উঠলেন, একে বলা যায়—আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি!

Constanescu ও বললেন, পশ্চিমীরাই যে সর্বদা ঠিক এমন বলা যায় না। ষ্টালিনও যে সম্পূর্ণ মন্দ ছিলেন তাও বলা ঠিক নয়। তিনিই তো বলতেন, মানুষই আমাদের মহার্ঘ্য পুঁজি।

Calescu পরিহাস করল, সেই জন্যই আমাদের তালা দিয়ে রাখা হয়েছে।

Constanescu বললেন, শিল্প, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কম্যুনিজমের শাসনকালে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে—একথা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না।

আমি উত্তর দিলাম, রাশিয়া এবং অন্যান্য তাঁবেদার রাষ্ট্রে আজ বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারা (Slave labour) বড় বড় অট্টালিকা, কারখানা, এবং স্কুল কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে – যেগুলোর কথা

আপনি বলছেন। এই সব বিদ্যালয়ে কি শেখানো হয় জানেন? পশ্চিমের সমস্ত কিছুর প্রতি ঘৃণা!

Constanescu বললেন, ওরা বলে ওদের পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্য। একটি কি দুটি পুরুষ হয়তো কষ্ট করবে, স্বার্থ ত্যাগ করবে কিন্তু পরবর্তী পুরুষ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মানব সমাজ বহু পরিমাণে উপকৃত হবেই!

—ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে সুখী করতে হলে তাদের নিজেদেরই ভাল হতে হবে। কিন্তু, কম্যুনিষ্ট নেতারা সর্বদাই পরস্পরের মধ্যে ঘৃণ্য দস্যু-তস্করের মতই হিংসাহিংসী করছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু শক্তিশালী দক্ষ নেতাকে তাঁদের কম্যুনিষ্ট কমরেডরাই হত্যা করেছে। পরবর্তী সংশোধন অভিযানের (Purge) দুর্ভাবনার মধ্যে কোন কম্যুনিষ্ট নেতাই মনে মনে সুখী বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না।

দেখলাম, কম্যুনিজম সম্বন্ধে Constanescu-র মতন বহু শিক্ষিত মানুষেরও একটা মন-গড়া সন্তোষ ভাব রয়েছে। লেনিন ও ষ্টালিনের সংস্কৃতিতে প্রভাবিত মানুষদের অনেকেরই ধারণা যে, মানুষের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছা হচ্ছে দুর্বলতা। তাকে ভেঙ্গে চুরে নিজেদের কাজে ব্যবহার করা দরকার। এই ভাবে উৎপীড়িত হলেও তাদের মঙ্গল হবে। প্রেমই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মৈত্রী বন্ধন নয়। প্রেম দিয়ে শস্য মাড়ানো যায় না। কম্যুনিষ্ট শাসকরা আন্তর্জাতিক অপরাধী। অপরাধীদের শাস্তি বিধান হলেই অনুতাপ আসবে এবং তখনই তারা খ্রীষ্টের নিকটে এসে পৌঁছাবে।

জেনেভা-সম্মিলনের খবর রটনার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিজমের দুর্নাম হ্রাস করার অভিপ্রায়ে সমস্ত কারাগারের শাসন-বিধির নিষ্ঠুরতা কিঞ্চিৎ সীমাবদ্ধ করার আদেশ এসে গেল। Salcia কারাগারে একটা শাস্তি ছিল বন্দীদের পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখা এবং স্ত্রী-বন্দীদের

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরফ ঠাণ্ডা জলে থাকতে বাধ্য করা। বর্তমান আদেশের ফলে Salcia কারাগারের সেই সমস্ত কর্মচারী ও প্রহরীদের গ্রেফতার করা হল। সরকারী অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল যে, এই কারাগারের কর্মচারীদের মধ্যে কে কত অধিক জনকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলতে পারে—সেই প্রতিযোগিতায় আটান্ন জন মারা পড়েছিল। Salcia থেকে যারা জীবিত বদলী হয়ে আসতে পেরেছিল—তারা বলল, ওখানে অন্ততঃ ৮০০ জন মারা পড়েছিল।

আন্তর্জাতিক সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার অজুহাতে Salcia কারাগারের প্রহরীদের বিচারে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। এর ফলে, কিছুদিনের জন্য অন্য সকল কারাগারেও উৎপীড়ন ও অপমানের মাত্রা কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়। প্রহরীদের আচরণের মধ্যেও একটু ভদ্রতার আভাষ ফুটে ওঠে। সরকারী অধ্যক্ষ কর্ণেল Gheorghiu যখন জিলাভা কারাগারে পরিদর্শনে এসে প্রকাশ্যে প্রশ্ন করলেন, কারো কোন নালিশ আছে? তখন একজন বন্দী তথাকথিত বার্লির পাত্রটি ছুঁড়ে তাঁর দিকে দেখতে দিল। কিন্তু এর জন্যও তার সাজা হল মাত্র একদিনের নির্জনবাস!

কিন্তু এই কারাসংস্কার অভিযানও স্থায়ী হল না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার প্রহার ও অপমান আরম্ভ হয়ে গেল। বৎসর খানেক পরে, যখন বাইরের জগৎ পূর্ব-কুখ্যাতির কথা ভুলে গেছে—Salcia কারাগারের সেই হত্যাকারী কর্মচারী ও দণ্ডিত প্রহরীদের ফিরিয়ে এনে উচ্চপদে পুনরায় বহাল করা হল।

কারা-সংস্কারের এই ওলোট-পালোটের সময়ে, আমাকে কয়েকবারই স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই সকল আসা-ও-যাওয়া আমার স্মৃতিপটে এখন যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত জেগে আছে। চোখ বন্ধ করলেই আমি দেখি: অপরিচ্ছন্ন গোঁফ-দাড়ি, মাথা কামানো কয়েদীরা দল বেঁধে ট্রেনের এক একটা কক্ষে ঝিমুতে ঝিমুতে কোথাও যাচ্ছে। সর্বদাই আমাদের

পায়ে পঞ্চাশ পাউণ্ডের শিকল থাকতো। এই শিকলের ঘর্ষণে আমাদের পায়ের ঘা শুকাতে তিন চার মাস লাগতো!

একবারের যাত্রায় মধ্যরাত্রে কোথাও ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন উচ্চ আর্তনাদ করে উঠল, আমার সব চুরি গেছে!

আমি উঠে বসে দেখলাম, বুখারেষ্টের নামকরা ছিঁচকে চোর ড্যান একে একে গাড়ীর মধ্যে শায়িত প্রত্যেক জনের নিকটে এসে তার পুঁটুলী পরীক্ষা আরম্ভ করেছে। সকলেই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওকে ধমক ও গাল দিচ্ছে। ড্যান সকলের পুঁটলী পরীক্ষা করে চলেছে আর চীৎকার করছে, আমার পোঁটলায় ৫০০ লেঈ ছিল, উধাও হয়ে গেছে। আমার সর্বস্ব গেছে!

ওকে ঠাণ্ডা করার জন্য বললাম, একটা পুরোহিতকে তুমি কি সন্দেহ করো বন্ধু? তাহলে আমার গায়ের চামড়া পর্যন্ত তল্লাসী করে দেখতে পারো?

অন্যেরাও এইবার নীরবেই তাকে নিজের নিজের পোঁটলা খুলে দেখতে অনুমতি দিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া গেল না। এদিকে গাড়ী চলতে আরম্ভ করল, আমরাও আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রত্যুষে অতি ভোরে আরও প্রবল চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমাদের গাড়ীর বাকী আঠারো জন বন্দীরও পয়সাকড়ি সমস্তই চুরি গেছে।

ড্যান্ চীৎকার করে উঠল, আমি তো কাল থেকেই বলছি—আমাদের মধ্যে চোর আছে—

দিন কয়েক পরে পরবর্তী Poarta Alba কারাগারে অন্য একজন বন্দী—সেও চুরির অপরাধে এক বৎসরের মেয়াদ খাটছে—তাকে আমাদের ট্রেনের মধ্যে চুরির কাহিনী বলতেই সে সশব্দে হেসে উঠল, কে—ড্যান? ওকে আমি বহুকাল থেকে চিনি! নিজের চুরি গেছে ঐ

ভাণ্ডতা দিয়ে সে নিজেই অন্য সকলের পয়সাকড়ি হাতিয়েছিল—আমি বাজী রেখে বলে দিতে পারি!

॥ ৪ ॥

Craiova এবং Poarta-Alba কারাগারের ভিজে ঠাণ্ডায় এবং ভারী শিকল-বাঁধা পায়ে ঘন ঘন চলতে ফিরতে বাধ্য হওয়ায় আমার T. B. রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। Transylvanian পাহাড়ের গায়ে Gherla কারাগারে যখন আমাকে আনা হল, তখন আমার এমনই অবস্থা যে, সেই কারাগারের মধ্যে পৃথক করা কয়েকটি সেল—যার নাম হাসপাতাল—সেখানেই আমাকে রাখা হল। এখানে চিকিৎসক ছিলেন সদ্য পাশ করা তরুণী ডাক্তার Marina—তাঁর প্রথম চাকরীর পদে। অন্যান্য রোগীদের কাছে শুনলাম, তিনি প্রথম দিন হাসপাতালের সেল কয়টিতে ঘুরে ঘুরে দেখে হতাশ ও বিবর্ণপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার সময়ে এই অবর্ণনীয় অপরিচ্ছন্নতা, রোগীদের খাদ্য, ঔষধ ও সাধারণ যন্ত্রপাতির নিদারুণ অব্যবস্থার সম্বন্ধে কোন উপদেশই পাননি। মানুষের জীবন, রোগীর সাধারণ শুশ্রূষা ও যত্ন সম্বন্ধে এই অপরাধজনক ঔদাসীন্য ও হৃদয়হীনতা দেখে তিনি নাকি অচেতনপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন।

ডাঃ মারিনা দীর্ঘাকৃতি মধ্যম স্বাস্থ্যবতী এবং সদাক্লান্ত মুখমণ্ডল ঘেরা কেশবতী যুবতী। প্রথম দিন আমাকে ভালমত পরীক্ষা করে তিনি বললেন, আপনার এখন যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর বাতাস দরকার!

আমি হেসে ফেললাম, আমরা কোথায় আছি তা কি আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ডাঃ মারিনা?

ওঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। উনি নিম্নস্বরে বললেন, আমরা তো মেডিক্যাল কলেজে সেই রকমই শিক্ষা পেয়েছি।

দিনকয়েক পরে জনকয়েক উচ্চপদস্থ অফিসার পরিদর্শনে এলেন। সেলগুলির বাইরের বারান্দায় ডাঃ মারিনা তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন। সোজাসুজি ও স্পষ্ট ভাষায় তিনি বললেন,—কমরেড, এই মানুষগুলি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী নয়। রাষ্ট্র আমাকে এদের চিকিৎসা ও নিরাময় করার জন্য নিযুক্ত করেছে, যেমন আপনারাও নিযুক্ত হয়েছেন ওদের নিরাপত্তার জন্য। যেন আমার চাকরী আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে করতে পারি, কেবল সেই ব্যবস্থাটুকু আপনারা করে দিন।

একজন বলে উঠলেন, তাহলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীদের পক্ষই নিতে চান?

—এঁরা আপনার চোখে অসাধ্য হতে পারে, কমরেড ইন্সপেক্টার, কিন্তু আমার কাছে এরা কেবল রোগী।

অবস্থার কোনই তারতম্য হল না। কিন্তু অন্য একটি সুসংবাদে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধির চেয়েও আমি বেশী উপকার বোধ করলাম। আসন্ন জেনিভা বৈঠকের পূর্বেই সমস্ত বন্দীদের আপন আপন আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

কারাগারের সর্বত্রই উত্তেজিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা সকলেই যেন ছেলেমানুষের মত অস্থির, চঞ্চল ও অধৈর্য হয়ে উঠলাম। কেউ হয়তো আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে দেখা গেল, আবার পরক্ষণেই সে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আপন পরিবারের কোন খোঁজখবর না পেয়ে গত দশ বারো বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জেলে দিন যাপন করছে—এমন বন্দী প্রচুর ছিল। আমিও গত আট বৎসর সাবিনাকে দেখিনি।

অবশেষে সেই দিন উপস্থিত হল। আমার নাম হাঁকার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড হল-এ একটি টেবিলের পিছনে আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে বলা

হল। প্রায় বিশ গজ সম্মুখে আর একটি টেবিলের পেছনে দেখলাম—সাবিনা দাঁড়িয়ে আছে।

নির্বাকভাবে আমি তাকিয়েই রইলাম তার দিকে। দেখলাম—দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে থেকে তার সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন একটা শান্তি ও সৌন্দর্যের আভাস ফুটে উঠেছে—যা আগে কোনদিন দেখিনি। দুটি হাত বুকের ওপর মুড়িয়ে সাবিনা হাসিমাখা মুখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

টেবিলের ধারে হাত রেখে আমি বললাম, বাড়ীতে সবাই ভাল আছ তো?

বিরাট হল-এর মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর যেন একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলল।

—হ্যাঁ, সকলেই আমরা ঈশ্বরের দয়ায় ভাল আছি।

কারাধ্যক্ষের রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঈশ্বরের নাম করা চলবে না।

আমি প্রশ্ন করলাম, আমার মা কি এখনও বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ, ঈশ্বরের দয়ায় বেঁচে আছেন।

কারাধ্যক্ষের কণ্ঠস্বর আরও রুক্ষ হয়ে উঠল, আমি বলেছি যে সাক্ষাতের সময়ে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা চলবে না।

সাবিনা প্রশ্ন করল—তোমার স্বাস্থ্য এখন কেমন?

—আমি কারাগারের হাসপাতালে আছি।

কারাধ্যক্ষ: কারাগারের কোথায় আছেন, তা বলা চলবে না।

আমি পুনরায় কথা বললাম, আমার মামলার কি হল সাবিনা, আপীলের ব্যবস্থা কি সম্ভব হবে?

কারাধ্যক্ষ: মামলার বিষয় আলোচনা করা চলবে না।

এই ভাবেই চলল। অবশেষে আমি বললাম, সাবিনা, দেখছ তো এরা আমাদের কথা বলতেই দেবে না। তুমি বরং বাড়ী চলে যাও মণি।

সাবিনা আমার জন্যে যথেষ্ট খাদ্য ও কাপড় জামা এনেছিল, কিন্তু

আমাকে একটি আপেল দেওয়ার অনুমতিও সে পায়নি। প্রহরীরা যখন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, হল-এর অপর দরজার দিকে ওরা আমার স্ত্রীকেও নিয়ে যাচ্ছে। কারাধ্যক্ষ নিশ্চিন্ত-ভাবে সিগারেট টানছে!

॥ ৫ ॥

এর পরের যাত্রায় আমাদের ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হল। ট্রাকের গায়ে বড় হরফে লেখা "রাষ্ট্রীয় খাদ্য সংস্থা"! গোপনে কিছু নিয়ে যাওয়ার জন্যে এই ধরণের নামওয়ালা ট্রাকই ওরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে। এই ট্রাকে করে বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হলে বাইরের কেউ তা জানতে পারে না। সেই সঙ্গে পথের কোন জায়গায় দল বেঁধে এসে গাড়ী ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টাটাও সম্ভব হয় না।

এই নতুন কারাগারের নাম জিলাভা। এর অর্থ—ভিজা স্থান। নামটি যথার্থ সত্য! বাইরে থেকে প্রবেশ করতে হলে নীচের দিকে নেমে আসতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ভিতরের ট্রাক বাইরে থেকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। জিলাভা কারাগার বহুকাল পূর্বে প্রথমে নির্মিত হয় দুর্গ হিসাবে। এর চারিদিকে গড় আছে—কিন্তু এখন গাছপালায় ঢাকা। কারাগারের নিম্নতম কক্ষটি বাইরের সমতল থেকে ত্রিশ ফুট নীচে।

এখানে ৫০০ সৈনিকের আবাসস্থান নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু এখন ২০০০ বন্দীকে ঠাসাঠাসি করে গলদঘর্ম হয়ে থাকতে হয়।

আমার পাশের কক্ষে যে মানুষটি ছিলেন, ওডেসা শহরের প্রাক্তন পুলিশ অধ্যক্ষ কর্ণেল Popescu বললেন, উনি পৌছাবার সময়ে এর অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। আমাদের এই ছোট সেল-এ নাকি একশত জন

বন্দীকে ঠেলে চেপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, দম আটকিয়ে জনকয়েক মারাও পড়ে।

বাইরের বারান্দায় হাঁক দিয়ে আমাদের খাবারের খবর জানানো হয়। আমার ভাগের আধপচা কপিপাতা সিদ্ধ নিয়ে আমি আর একজন বন্দীর বাঙ্কে গিয়ে বসে কথা আরম্ভ করলাম। এই তরুণ বয়স্ক বন্দীটি একজন রেডিয়ো ইঞ্জিনীয়ার। তার অপরাধ—পশ্চিমী শক্তিদের নিকটে সে এখানকার গোপন স্বদেশী দলের বার্তা প্রেরণ করত। সে আরও বলল, MORSE সঙ্কেত পদ্ধতির সাহায্যে সে খ্রীষ্টের নিকটে আকৃষ্ট হয়েছে। উৎসাহের সঙ্গে সে বলতে লাগল, পাঁচ সাড়ে পাঁচ বৎসর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন কারাকক্ষে যখন আমাকে রাখা হয় সেই সময়ে একজন অপরিচিত পুরোহিত পাশের কক্ষ থেকে দেওয়ালে MORSE সঙ্কেত শব্দের মাধ্যমে বাইবেলের পদ আমাকে শেখাতে থাকেন!

ওর সেলের পরিস্থিতিটা শুনে নিয়ে হাসিমুখে আমি বললাম, সে পুরোহিত আমিই! সে খুবই আনন্দিত হল। এর সঙ্গে আমি ক্রমে আরও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর সন্ধান পেলাম এবং ক্রমে ক্রমে কারাগারের মধ্যে একটি ছোট ভক্তগোষ্ঠী গড়ে ফেললাম। কিন্তু একজনকে দেখলাম, তাকে কারাগারের সকলেই এড়িয়ে চলত, কেউ তার সঙ্গে মিশতো না।

সে একজন Orthodox বিশপের ছেলে Gheorge Bajenaru, তার দুর্নাম ছিল, রুমানিয়ায় জঘন্যতম পুরোহিত বলে। পিতার স্বাক্ষর নকল করে সে বহুজনকে সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী দিয়েছে। যে বিদ্যালয়ে তার স্ত্রী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন, তারই টাকাকড়ি সে চুরি করেছিল। স্বামীর অপরাধ লুকাবার চেষ্টায় যখন তিনি আত্মহত্যা করলেন তখনও Bajenaru একটুও অনুশোচনা প্রকাশ করেনি। টাকার লোভে সে তার পিতার নামেও মিথ্যা দুর্নাম পুলিশের কাছে লাগিয়ে দিত। অবশেষে

সে শরণার্থী সেজে পশ্চিমে পালিয়ে যায়। সেখানে, কোন রকমে সে বিশপ পদে নিযুক্ত হয়। রুমানিয়ার সমস্ত নির্বাসিত Orthodox সভ্যদের ভার তার উপরে ন্যস্ত হয়। বহু অর্থ সে কাজের জন্য পায়, বিশ্বমণ্ডলী পরিষদও যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু দূরে থেকে নীরবে কম্যুনিষ্টরা সমস্তই লক্ষ্য করে যাচ্ছিল।

বৈষয়িক চাতুর্যপূর্ণ ও কর্কশ মেজাজ এই মানুষটি পূর্বে ষণ্ডাকৃতি ও বলিষ্ঠ দেহী হলেও এখন সে যেমন শীর্ণ তেমনই দুর্বল। তার গ্রেফতারের ঘটনার কথাটি সে নিজেই আমাকে বলেছিল। অষ্ট্রীয়াতে কোন ধনী রুমানিয়ানের বিবাহ উপলক্ষে Bajenaru যোগদান করে এবং কয়েক দিন সেখানেই থাকে। শহরের ফরাসী অঞ্চলের কোন রেষ্টুরেণ্ট থেকে একদিন রাত্রে বাইরে চলে আসার সময়ে সে পশ্চাতে পদশব্দ শুনে ঘুরে তাকানোর পূর্বেই তার মাথায় লাঠি এসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে আঘাত সামলিয়ে সে তাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায়। চার জনে মিলে তাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে থাকে। ইতিমধ্যে তার পায়ে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়।

যখন চেতনা ফিরলো—তখন আমি সোভিয়েট এলাকায়। সামনের দেয়ালে একটা আর্শি ছিল। তাতে আমার প্রতিবিম্বকে আমিই চিনতে পারলাম না। আমার কাল দাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার মাথার চুলও ছোট করে ছেঁটে লাল কলপ লাগানো হয়েছে! তারপরে ওরা আমাকে মস্কো পাঠিয়ে দিল বিমানপথে। সেখানে Lubianka কারাগারের জিজ্ঞাসাবাদ বিশেষজ্ঞরা মনে করলেন, ইঙ্গমার্কিন গোপন চর-চক্র সম্পর্কে আমার নিকটে অনেক তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। বিশ্ব মণ্ডলী পরিষদ রুশ লৌহ যবনিকার পিছনে কি পরিকল্পনা কার্যকরী করতে চান এবং পশ্চিমী দেশে রুমানিয়ান নির্বাসিতেরা কি গোপন ষড়যন্ত্র করছেন—আমাকে এই সকল বিষয়ে জেরা আরম্ভ করা হল। আমি

ওদের কিছুই বলতে পারলাম না। আরামে বিলাসে দিন কাটিয়েছি একথা ওদের বিশ্বাস করাতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আমাকে বলল: খুব ভাল, মাননীয় বিশপ মহোদয়, এইবার অস্ত্রোপচার কক্ষে আপনার স্মৃতি-শক্তির জাগরণ-প্রক্রিয়া দেখা যাক···Bajenaru তার হাত দুটি উঁচু করে আমাকে দেখালো, কোন আঙুলেরই নখ নাই!

—ওরা একটার পর একটা নখ টেনে টেনে উপড়ে ফেলতে লাগল। সাদা গাউন পরা ডাক্তার ও ততোধিক সাদা অ্যাপ্রন পরা দুজন নার্স। বৈজ্ঞানিক সকল প্রকার প্রক্রিয়াই সেখানে মজুত ছিল। কিন্তু ছিল না কেবল অচেতন করার ঔষধ!

সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাজেনারুর ওপরে যন্ত্রণা-প্রক্রিয়া চালানো হয়—স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। অবশেষে তার অবস্থা যখন উন্মাদের মত—তখন রাশিয়ানরা স্বীকার করল যে, তার কাছে সত্যিই কোন খবর নাই। বাজেনারুকে বুখারেষ্টের গোয়েন্দা পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এখানেও আবার সেই একই উৎপীড়ন ব্যবস্থা।

প্রতিদিন জিজ্ঞাসাবাদের পরে সেল-এ ফিরে এলে অন্য বন্দীরা তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, কি, এবারে আমাদের নামে মিথ্যে করে সব লাগিয়ে এলে তো? কোন বন্দী তার সঙ্গে মিশতো না, কথা বলত না। অথচ, বাজেনারু প্রাণপণ চেষ্টা করত সকলের মন রাখতে ও তাদের সহানুভূতি পেতে। একদিন প্রকাশ্য প্রার্থনার সময়ে বাজেনারু পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী "রাজা এবং রাজ-পরিবারের" জন্যও প্রার্থনা উচ্চারণ করে। একজন প্রহরীকে সে কথা জানিয়ে দেওয়া মাত্রই তাকে "Black Room"-এ পাঠিয়ে দেওয়া হল আমার ও অন্য কয়েকজন পাদ্রীর সঙ্গে। আমাদের সম্বন্ধেও সে কিছু কিছু বলে এসেছিল।

মৃত্তিকার নিম্নে, জানালাহীন, স্যাঁত সেঁতে, অন্ধকার কক্ষে আমাদের রাখা হল। দারুণ গ্রীষ্মের সময়েও সে ঘরে অসহ্য ঠাণ্ডা!

একজন সেই অন্ধকারের মধ্যেই বলে উঠল, ক্রমাগত নড়ে বেড়াতে হবে নাহলে মারা পড়বে।

সকলেই আমরা চক্রাকারে সেই ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম। ভিজে. পিছল মেঝেয় কেউ কেউ আমরা পড়ে গেলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পুনরায় হাঁটতে লাগলাম। অবশেষে, বহু ঘণ্টার পরে আমাদের মুক্ত করা হল।

বাজেনারু রাজার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়ল না। শেষ বিচার থেকে ফিরে এসে সে শান্তস্বরে বলল, আমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

কর্ণেল পপেস্কু পরামর্শ দিলেন—তুমি আপীল করো দয়ার জন্য। বাজেনারু বলল, আমি এই সকল বিচারকদের কোন সম্মান দিই না। আমি একমাত্র ঈশ্বর ও রাজাকে মানি!

মৃত্যুদণ্ডের জন্য নির্জন কক্ষে বাজেনারুকে পাঠানো হল। Popescu বললেন, ওর বিচারক সাজতে গিয়ে আমরাও বোধহয় অন্যায় করেছি।

কয়েক মাস পরে বাজেনারু পুনরায় আমাদের ঘরে ফিরে এল। তার মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য বন্দীরা কিন্তু তাকে গ্রহণ করল না। তাদের সন্দেহ যে, সকলের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া ও গোপনে চর-বৃত্তি করার জন্যই তার মৃত্যুদণ্ড খারিজ করে এই ঘরে পাঠানো হয়েছে।

বাজেনারু আমাদের বলল, আমাকে ওরা বলেছে, আমি গোপন গোয়েন্দাদের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত কি না? আমি জবাব দিয়েছি—কারাগার থেকে সমস্ত পুরোহিত মুক্তি পেয়ে বাইরে গেলে—তবেই আমি মুক্তি কামনা করি!

বাজেনারুকে অপর একটি কক্ষে স্থানান্তরিত করা হল। কিন্তু সে-ঘরের বন্দীরা যেন আরও উগ্রভাবে তাকে অপমান ও লাঞ্ছনা আরম্ভ করল। ঘৃণ্য চর বলে কেউ-ই তাকে দলের মধ্যে গ্রহণ করল না।

লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালায় সে দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত, অন্য একটি কারাগারে বদলী হয়ে সেখানেই সে প্রাণত্যাগ করে।

॥ ৬ ॥

জিলাভা কারাগারে থাকার সময়ে প্রথম মৃত্যুদণ্ড হয় দুটি ভাই-এর। নাম তাদের Arnautoiu। গভীর অরণ্যের মধ্যে তাদের গোপন স্বদেশী গোষ্ঠীর ঘাঁটি ছিল। বছরের পর বছর তারা সেই বনেই থাকতো। ক্রমে, একটি স্ত্রীলোক তাদের সেই ঘাঁটিতে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে এবং সৈনিকরা তাকে অনুসরণ করেই ভাই দুটির সন্ধান পেয়ে যায়।

প্রাণদণ্ড অনুষ্ঠানটি এখানে নিষ্ঠুর সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। মধ্যরাত্রির সময়ে বড় বারান্দায় প্রহরীরা সারি দিয়ে দাঁড়াতো। বিভিন্ন কক্ষের ফাঁক-ফোকর ও অন্যান্য অবকাশ দিয়ে শত শত বন্দী সম্মোহিত দৃষ্টি দিয়ে এই বীভৎস দৃশ্য নিরীক্ষণ করত। কারাধ্যক্ষ একটি ছোট মিছিলের আগে আগে সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতেন। তারপর দুইজন বয়স্ক অফিসারের পিছনে ভাই দুটি তাদের শিকল বহন করে এসে দাঁড়ালো। তাদের দুই পাশে দুইজন প্রহরী। পিছনে আসলেন একজন ডাক্তার এবং মেশিনগান সহ আরও প্রহরী। দূর থেকে আমরা ওদের শিকল ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পেলাম। দুটি থলে ওদের মাথার ওপরে পরিয়ে দেওয়ার পরে একটা মোটরে করে প্রাঙ্গণের আরও দূরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গাড়ী থেকে নামিয়ে ভালো করে দাঁড়াবার পূর্বেই আচমকা দুটো বন্দুকের গুলি তাদের মাথার খুলি ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। দূর থেকে আমরা দুটো গুলির শব্দও শুনলাম।

জল্লাদটি, যে গুলি দিয়ে হত্যা করে—তার নাম নিটা। সে নাকি মিশ্রিত বেদে জাতীয় লোক। প্রতিটি হত্যার জন্য সে ৫০০ লেঙ্গ মুদ্রা

পেয়ে থাকে। সমস্ত প্রহরীদের মধ্যে সেই নাকি সব চেয়ে ভদ্র ও সভ্য! ওকে ওরা নাম দিয়েছিল—জিলাভার কৃষ্ণদূত!

নিটা বলত, কারাকক্ষ থেকে বার করে আনার আগে আমি ওদের সিগারেট দিই। যেন তার সাহায্যে ওরা সাহস বজায় রাখতে পারে, ভেঙ্গে না পড়ে। প্রকৃতই এটা খুব একটা বিভীষিকাময় ব্যাপার নয় ওদের কাছে। কেননা ওরা প্রত্যেকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখে যে তাদের প্রাণদণ্ড মকুব হতেও পারে।

কৃষ্ণ দূত এই ভদ্র আচরণটি দিয়ে যেন আমাদের বুঝাতে চাইতো যে, সে সত্য সত্যই একটা কুৎসিত দানব নয়। এটা তার চাকরী মাত্র। অন্যান্য প্রহরী বা বন্দীরা ভাবতো—সকলেই যা জানে তার জন্য আবার এত অভিনয়ের কি দরকার!

সহসা একদিন আমাকে বুখারেষ্টে নিয়ে আসা হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বড় বড় মোটর গগল্‌সের মত আমাকে পরিয়ে দিয়ে মোটরে করে রাজধানীতে আনা হল। পুলিসের গোপন গেয়েন্দা দফতরে কর্ণেলের প্রশ্নাদি থেকে আমি অনুধাবন করলাম যে, নতুন কোন তথ্য বা স্বীকৃতি আদায় করার জন্য নয়, কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি আমার এখনকার মনোভাব কি—সেটা যাচাই করে নেওয়ার জন্যই এই জিজ্ঞাসাবাদের মহড়া। এ ছাড়া কর্ণেল আর কোন উদ্দেশ্যের আভাস আমাকে জানতে দিলেন না।

গুপ্ত কারাকক্ষে থাকার সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ আমি জানতে পারলাম যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ প্রকাশ্য বক্তৃতায় ষ্টালিনকে একজন নরঘাতক ও অত্যাচারী শাসকরূপে বর্ণনা করেছেন। কিভাবে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের পূর্ব সন্ধ্যায় বেরিয়া এবং ছয়জন মন্ত্রীস্থানীয় নেতাদের হত্যা করা হয় এবং তার পরই সারা দেশে হাজার

হাঙ্গায় গোপন সোভিয়েট কর্মীদের নৃশংসতার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করা হয় তার প্রথম বিবরণী প্রকাশ করা হয়। ফলে, তাঁবেদার রাষ্ট্র রুমানিয়াতেও সমগ্র রাজ্যব্যাপী ষ্টালিন-নিন্দার অভিযান আরম্ভ হয়ে যায়।

জিলাভায় ফিরে এসে এই সংবাদ ওদের বলতেই সমগ্র কারাগার উত্তেজনায় সরগরম হয়ে উঠল। ষ্টালিনের অবমাননায় যেন সকলেই আনন্দিত। সকলেই আশা ও কামনা করতে লাগল যে, এই পরিবর্তনের আবহাওয়ার মধ্যে তাদেরও মুক্তির আদেশ হয়ত এসে পড়বে।

কর্ণেল পপেস্কু বললেন, আমি ওদের দলীয় রীতি জানি। ওরা তস্করকে নিন্দা করবে, দোষী করবে—কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ করবে না!

একজন বন্দী বলে উঠল, যাই-ই হোক, ষ্টালিনবাদ ধ্বংস হল তো?

আর একজনের চীৎকার—নরকে পুড়ে মরুক চিরকাল···

হাস্যধ্বনি, বিদ্রূপ ও উল্লাস-উদ্দীপনার মধ্যে দুটি বন্দী হাত ধরা-ধরি করে ঘরময় ঘুরে ঘুরে লোকনৃত্য জুড়ে দিল। প্রহরীরা সমস্ত দেখে শুনেও কিছু করতে ভরসা পাচ্ছিল না। এই পরিবর্তিত ও অনিশ্চিত সময়ে তাদের ভাগ্যও খুবই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল।

॥ ৭ ॥

কয়েক সপ্তাহ পরে·····

দেখে শুনে মনে হচ্ছে—নূতন প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ষ্টালিন বিরোধী ধুয়ায় সমস্ত রাষ্ট্রেই বেশ একটা সাড়া ও পরিবর্তনের ঢেউ বইতে আরম্ভ হয়েছে। কারাগারের মধ্যে আমাদেরও নতুন ভাবনা সুরু হল—এই-বার কি তাহলে বন্দী মুক্তির পর্ব আরম্ভ হবে? আমি কি ছাড়া পাবো?

চোখের সামনেই একে একে অনেকজন বন্দীকে এই নতুন মেয়াদ

মকুব (Amnesty) ইস্তাহারে মুক্তিদান করা হল। আমাদের বাকী সকলেরই অহরহ একই ভাবনা—এবারে কি তবে আমার পালা? আমার কাছে এই চিন্তা কিছুটা বিষাদমাখা হয়ে উঠল। আমাকে আজ মুক্তি দিলে আমি কোথায় যাবো? আমাকে এখন কোথায় কার দরকার? আমার ছেলে মিহাই যথেষ্ট বড় হয়েছে—বাবাকে হয়তো সে চিনতেই পারবে না। সাবিনা এত দিন একাকী থেকে থেকে সেই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মণ্ডলীর পুরোহিতের পক্ষেও এখন অন্য মানুষ আছেন—যাঁরা আমার মত গোলমাল ও চাঞ্চল্যের ধার ধারেন না! আমি কোথায় যাবো?

একদিন খুব সকালে আমার নিয়মিত প্রাত্যহিক চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মিয়ে উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ হল: আবার জেরা হবে। প্রস্তুত হোন: যেতে হবে!

চমকে উঠলাম! এ কি? এই আমার মুক্তি স্বপ্ন? আবার সেই অপমান ও গ্লানিজনক জেরা? আবার সেই মিথ্যা উত্তর অন্বেষণের প্রাণপণ প্রচেষ্টা! ধীরে ধীরে আমার সেই বোঁচকাটা আর একবার বাঁধতে লাগলাম।—আমার হাঁক উঠলো!

—কোথায়? দেরী হচ্ছে কেন? গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—

প্রাণপণে প্রহরীর পিছন পিছন অনুসরণ করলাম। একে একে লোহার গেটগুলি খুলতে ও পুনরায় বন্ধ হতে লাগল। অবশেষে কারাগারের বাইরে এলাম।

কই? কোথায় গাড়ী? কোথায় সেই গার্ড?

একজন কর্মচারী আমাকে একটা কাগজের টুকরো দিলেন। আদালতের ছাপ-মারা হুকুমনামা। ওপরেই আমার নাম। তার পরে —নতুন মেয়াদ-মকুবের ঘোষণায় আমার বাকী দণ্ডকাল মকুবের আদেশ! হা ঈশ্বর!

কর্মচারীটি চলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে আমি দিশাহারা হয়ে বললাম, কিন্তু—কিন্তু—আমি যাবো কোথায়? আমার পয়সা নেই, পরিষ্কার জামা নেই—

—মাপ করুন। ওসব কথা আমি জানি না। আপনি মুক্ত। যেখানে খুশী চলে যান—

—কিন্তু আমাকে যে এখনই রাস্তার পুলিস ধরবে এইভাবে দেখলে?

—না ধরবে না। কোর্টের আদেশনামা দেখাবেন। যান। কর্মচারী পিছন ফিরে কারাগারের গেটে প্রবেশ করলেন। চারিদিকে কোথাও একটি মানুষও নেই। আমি একা—একান্ত একা। জুনের উষ্ণ বাতাস বইছে। চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে পোকামাকড়ের ভোঁ ভোঁ শব্দটাও যেন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে…

সম্মুখে দীর্ঘ পথ। জিলাভা থেকে রাজধানী বুখারেষ্ট তিন মাইল। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ধীরে ধীরে পথ চলতে আরম্ভ করলাম। পথ ছেড়ে মাঠের ধার দিয়েই চললাম। যেন সহসা আবার কোন নতুন বিপদে না পড়ি।

দুজন স্ত্রী ও পুরুষ আসছে বিপরীত দিক থেকে। মনে অস্বস্তি সৃষ্টি হল। কি বলবে—কি সন্দেহ করবে—কি ভাববে? ওরা নিকটে এসেই জিজ্ঞাসা করল—ঐখান থেকে আসছো? দাঁড়াও। একটা লেউ (১০ পয়সা) বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল—রেখে দাও—কাজে লাগবে—

আমি হেসে ফেললাম। আমাকে কেউ ইতিপূর্বে একটি লেউ দান করেনি। বললাম, ঠিকানা দিন, আমি পরে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।

পুরুষটি বলল, দরকার নেই, ওটা রেখে দাও—

স্পষ্টই বুঝলাম, আমাকে ভিখারীর পর্যায়েই ওরা ধরে নিয়েছে, কেননা, কথাবার্তার ধরণও সেই রকম!

আমার বোঁচকা তুলে নিয়ে পুনরায় হাঁটা ধরলাম।

আর একজন বয়স্ক স্ত্রীলোক আমার পথের সামনে এসে পড়ল।—ঐখান থেকে আসছেন বুঝি? জিলাভা মণ্ডলীর পুরোহিতকে দেখেছেন? কেমন আছেন তিনি?

আমি বললাম, না তাঁকে দেখিনি। আমিও একজন পুরোহিত। একটা সাকোঁর ওপরে বসলাম আমরা। কারামুক্ত হওয়ার পরে এই প্রথম আর একজনের সঙ্গে যীশুর বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। আনন্দের আবেগে আমি ক্ষুধা পিপাসা ভুলে গেলাম, পথ চলার কথাও ভুলে গেলাম।

শেষে, উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটিও একটি লেউ আমাকে দিয়ে বলল, আপনার ট্রাম ভাড়া!

আমি আপত্তি করে বললাম, আমার তো একটা লেউ আছে?

মাথা নেড়ে সে বলল, ওটাও থাক। ঈশ্বরের নামে দিয়েছি।

আমি হাঁটতে লাগলাম। ক্রমে শহরের প্রান্তে এসে একটা ট্রাম-থামার জায়গায় এসে দাঁড়ালাম! সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের সকলেই এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ বাবার কথা, কেউ মামা, ভাই ইত্যাদির খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। প্রতি পরিবারেরই অন্ততঃ একজন তো কারাগারে আছেই।

ট্রাম এসে পড়তে ভয়ে ভয়ে আমি উঠলাম।

এ কি ব্যাপার! কাছাকাছি কয়েকজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বসতে বলল। আমার ভাড়া দেবার জন্যে অনেকেই হাত বাড়িয়ে দিতে লাগলো। রুমানিয়াতে কোন জেল-ফেরৎ বন্দীকে দেখে এখন কেউ ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করে না। তারা সকলেই অতি শ্রদ্ধা ও মান্যের পাত্র।

পোঁটলাটি হাঁটুর ওপরে ধরে আমি বসলাম। ট্রাম ছাড়লো। কিছুদূর আসতেই হঠাৎ পিছনে রব উঠলো—থামো, থামো—

কি হল? ট্রাম থেমে পড়ল। দূর থেকে একটা মিলিটারী মোটর সাইকেল তীব্র বেগে ছুটে আসছে·····

আমার বুকটা আবার ধক্ ধক্ করে উঠলো! তবে কি ভুল করে ওরা আমাকে ছেড়ে দিল? আমাকে কি আবার ধরে নিতে আসছে?

সশব্দে মোটর বাইকটা ট্রামের সম্মুখে এসে থামলো এবং ড্রাইভার চীৎকার করে উঠল, পিছনে বোর্ডের ওপরে কে দাঁড়িয়ে আছে—নামতে বল এখুনি—

ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার নাম—

পাশের একটি স্ত্রীলোক তার ঝুড়িভর্তি পাকা জাম নিয়ে যাচ্ছিল। সন্দেহভরা দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাতেই বুড়ি বলল, নতুন উঠেছে জাম! এ বছরে এখনও খাউনি বোধহয়?

আমি হেসে বললাম,—আট বছর জাম খাইনি মা!

—নাও বাবা নাও, যত ইচ্ছে নাও—খাও—

বলতে বলতে নিজেই মুঠো মুঠো জাম আমার দুটি হাত ভর্তি করে দিল সেই কোমলহৃদয়া নারী!

বাচ্ছা ছেলের মতই ক্ষুধার্ত লোলুপতায় আমি সেগুলো খেতে আরম্ভ করে দিলাম।·····

অবশেষে নিজের গৃহদ্বারে এসে আমি পৌছালাম। দরজায় দাঁড়িয়ে আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। ওরা কেউই আমাকে আশা করছে না। আমার বেশভূষা যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনি দুর্গন্ধময়! বোঁচকাটিও যাচ্ছেতাই নোংরা·····

দরজা খুললাম। সম্মুখের বড় ঘরে কয়েকজন বসেছিল। তার মধ্যে একটি তরুণ, আমার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল—বাবা!

হ্যাঁ—মিহাই! ওকে নয় বছরের রেখে আমি জেলে যাই। আজ সে আঠারো বছরের তরুণ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা দিয়ে আমার স্ত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করল। ওকে বেশ রোগা দেখাচ্ছিল, মাথার চুল এখনও কাল। আমার চোখে সে যেন আরও সুন্দর ও মনোহর হয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছিল। সহসা আমার চোখে জল এসে গেল। বিহ্বলা সাবিনা চোখের নিমেষে নিকটে এসে তার দুটি বাহুর বন্ধনে আমাকে বেঁধে ফেলল।

অশ্রুরুদ্ধস্বরে আমি বললাম, কেবল দুঃখ থেকে সুখের মধ্যে ফিরে এলাম বললেই ঠিক হবে না ডার্লিং। খ্রীষ্টের সঙ্গে জেলখানায় থাকার আনন্দ থেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে আবার আমার সাবিনার ও মিহাই-এর কাছে ফিরে আসার আনন্দই আজ আমার পরম কৃতজ্ঞতার বিষয়। এসো সাবিনা……

একটু পরেই মিহাই ঘরে এসে বলল, অতিথিরা ঘর ভরে ফেলেছেন। আপনাকে না দেখে কেউ যাবেন না বলছেন। ওদিকে, মণ্ডলীর সভ্যরা দলে দলে এসে আমাদের ঘর পূর্ণ করে তুললেন। যাঁরা চেনেন, তাঁরা অচেনাদেরও সঙ্গে করে এনেছেন। ঘরের টেলিফোন অবিরত বেজে চলেছে। বুখারেষ্টের চতুর্দিক থেকেই প্রশ্ন এসে পড়ছে—আমরা খবর পেলাম পুরোহিত ওয়ার্মব্রাণ্ড মুক্ত হয়েছেন—তিনি ঘরে এসেছেন কি?

সকলের চলে যাওয়ার পর—তখন রাত্রি বারোটা—সাবিনা আমাকে পীড়াপীড়ি করল কিছু আহার করতে। আমি কিছু মাত্র ক্ষুধার্ত বোধ করছিলাম না, তাকে সেকথা জানালাম। আরও বললাম, বহু দিন বহু বৎসর পরে আজ এত সুখ এত আনন্দ ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, সাবিনা। আগামী কাল আমরা ধন্যবাদের উপবাস পালন করব। সন্ধ্যায় আহারের পূর্বে আমরা প্রভুর ভোজ উপাসনা করব। কেমন—?

মিহাই-এর দিকে তাকালাম। শুনলাম, সে সম্প্রতি তিন জনকে

খ্রীষ্টের সন্নিকটে এনেছে। একজন হচ্ছেন দর্শনের অধ্যাপক! মনে মনে চমৎকৃত ও আনন্দিত হয়ে আমি কেবল ভাবলাম, কারাগারে আমি কতবার মিহাই-এর ভবিষ্যৎ ভেবে কত ভাবনাগ্রস্ত হয়েছি—কত কাতর প্রার্থনা করেছি। ঈশ্বরই আমার প্রার্থনার অতিরিক্ত কামনা পূর্ণ করেছেন।

মিহাই বলল, বাবা, আপনি এত অবর্ণনীয় দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এলেন। খুব সংক্ষেপে বলতে পারেন কি আপনার শিক্ষার সার?

তাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আমি বললাম, মিহাই বাইবেল আমি প্রায় ভুলেই গেছি। কিন্তু, চারটে বিষয় আমার সর্বদাই মনে জেগে থাকে এবং জেলখানার অভিজ্ঞতাতে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: প্রথম—ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। দ্বিতীয়—খ্রীষ্টই আমাদের ত্রাণকর্তা, তৃতীয়—অনন্ত জীবনও বাস্তব সত্য এবং চতুর্থ হচ্ছে—প্রেমই শ্রেষ্ঠতম পথ।

মিহাই বলল, আমিও এইগুলি গ্রহণ করলাম। আমিও পুরোহিত হতে মনস্থির করেছি, বাবা।

আট বৎসরের অধিক কাল পরে সে রাত্রে নরম ও পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুয়ে আমি ঘুমাতে পারলাম না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে আমি উঠে বসে বাইবেল খুললাম। দানিয়েল-এর পুস্তকটি খুঁজছিলাম। কিন্তু, তার পূর্বেই আমার চোখে নিবদ্ধ হল সাধু যোহনের পত্রের একটি অংশ: "আমার সন্তানেরা সত্যের পথে গমন করে—এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নাই!"

ভাল করে নিদ্রা যাওয়া আমার প্রায় দুই সপ্তাহ চেষ্টার পরে ঘটল। ততদিনে আমি শহরের সর্বোত্তম হাসপাতালের শ্রেষ্ঠতম ক্যাবিনে ভর্তি হয়েছি···

## পঞ্চম অধ্যায়

### ॥ ১ ॥

মুক্তি পাওয়ার পরে আমার প্রবল বাসনা হয়েছিল—একটু নীরবতা ও বিশ্রামের জন্য। কিন্তু—দেখলাম, দেশের সর্বত্রই আজ কম্যুনিজম এমন বিস্তৃতভাবে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে যে, দেশের সমস্ত খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীই আজ বিনাশের পথে। ভেবে দেখলাম, যে শান্তি ও নীরবতা এখন আমি কামনা করছি—তার অর্থ হয়ে উঠবে সংগ্রাম থেকে পলায়নের আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

জেল থেকে ফিরে এলাম খুবই দরিদ্র ঘরে কিন্তু অনেকের অপেক্ষা আমি ভাগ্যবান। ছাদের ওপরে দুইখানি কামরার ছোট ফ্ল্যাট। আসবাবপত্র যৎসামান্যই। একটা পুরাতন খাটে আমি শয়ন করি। একজন প্রতিবাসী আমার জন্য একটি গদি দিয়েছেন—সেটা পাতা হয়। একতলা থেকে এই চারতলায় জল তুলে আনতে হয়। পায়খানার জন্য পাশের বাড়ীতে যেতে হয়। আমি এর থেকে আরও ভাল কিছু কোন দিনই চাইনি। কারাগারের অভিজ্ঞতায় খাদ্যাভাব থেকে সর্বপ্রকার আরাম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের সঙ্গেই আমি সুপরিচিত ও অভ্যস্ত।

বলে রাখি যে, আমাদের আগেকার আরামদায়ক ফ্ল্যাটটি আমার স্ত্রীর জেল থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আমাকে ত্যাগ-পত্র দিতে সম্মত হয়নি বলে তাকে কোন কাজ দেওয়া হয়নি। ফলে, চূড়ান্ত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছিল। লোকের বাড়ীর সেলাইপত্র করে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্যে তার চলছিল। মিহাই না থাকলে—তাদের দিন চলা অসম্ভব হয়ে উঠতো।

তের বৎসর বয়স যখন—তখন থেকেই সে মাকে দেখতে যেত সেই খাল কাটার শ্রম শিবিরে। বাবা ও মা দুইজনেই কারাগারে আবদ্ধ

থাকায়, মিহাই, বন্ধুদের আশ্রয়ে থাকলেও মনে মনে ভাগ্যের উপরে খুবই বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

সে বলেছিল :—আমি টাকা ধার করে মাকে দেখতে যেতাম। জেলখানার উর্দি পরতে হত মাকে—যেমন ময়লা তেমনি গন্ধময়। মা খুবই রোগা হয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখলেই মা কেঁদে ফেলতো। একদিন কাঁদতে কাঁদতেই বলল, মিহাই, যীশুতে বিশ্বাস রাখো, বিশ্বস্ত থাকো।

আমি বললাম, এই রকম জায়গায় এত কষ্ট ও দুঃখের মধ্যেও যদি তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো—তবে আমি তো পারবই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বুখারেষ্টে ফিরে এসে সাবিনা দেখলো, একটা পিয়ানো-নির্মাণের দোকানে মিহাই কাজ শিখে এখন বাজনার সুর ঠিক করার (Tuner) চাকরী করছে। বাজনার শব্দের প্রতি ওর কান বরাবরই বেশ তীক্ষ্ণ ছিল। এখন সেটাই ওর কাজে লেগে গেল। মাত্র এগারো বছর বয়সের সময় থেকেই সে কিছু কিছু উপার্জন করতে আরম্ভ করে। মা ফেরার পরে, ওর উপার্জনেই ওদের কোনরকমে চলছিল। তাছাড়া, সে সন্ধ্যার পরে বিদ্যালয়েও যাচ্ছিল।

মিহাই প্রথম গোলমালে পড়ে, স্কুলে যখন তাদের ভালো ভালো ছাত্রদের জামার বুকে রেড "Tie" পরার হুকুম হয়। মিহাই সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে বলেছিল—ওটা অত্যাচারীদের প্রতীক! প্রকাশ্য নিন্দার সঙ্গে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হলেও, কয়েকদিন পরে গোলমাল থেমে গেলে, শিক্ষকরা তাকে গোপনে আবার বিদ্যালয়ে ডেকে নেন। কারণ, তাঁরা নিজেরাও গোপনে কম্যুনিষ্ট বিরোধী ছিলেন এবং মিহাইও ভাল ছাত্র ছিল। চৌদ্দ বছরের সময়ে তাকে আবার স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়।

ক্লাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে সে বলেছিল, আমি বাইবেল নিজে পড়েছি। আমাদের বই-এ ধর্ম সম্বন্ধে যে নিন্দা করা হয়েছে তার সবই মিথ্যা! মিহাই এখন নিজের আয়ের সাহায্যে সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পড়ে।

মিহাই খ্রীষ্টান। ঘোর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী। কিন্তু কাকের আড্ডার কাছাকাছি কোন গায়ক পক্ষী বাসা বাঁধে না। তাতে তাদের গান নষ্ট ও শান্তিভঙ্গ হয়। চারিদিকে এই কাকের কলরবে সেও অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল। তাকে আমি বুঝালাম যে, পশ্চিমী পুঁজীবাদী দেশের শ্রমিকেরা ক্ষুধায় ও অনশনে দলে দলে মরছে না। ওর অন্য ছাত্রবন্ধুরা এই সকল বানানো খবর অন্ধের মতই গ্রহণ করত। একটি মেয়ে আমার কাছে বলেছিল যে, আমেরিকার অভুক্ত ছেলেমেয়েদের কষ্টের কথা শুনে সে একদিন ক্লাশের মধ্যেই কেঁদে ফেলেছিল।

ছাত্রদের মধ্যে অতি বুদ্ধিমানেরাও ভ্রান্ত ও বিপথ-চালিত। খ্রীষ্টিয় প্রসিদ্ধ লেখকদের বই পড়া তাদের ভাগ্যে ছিল না। অন্যান্য মনিষীদের যেমন, Plato, Kant, Schopenhaur অথবা Einstin প্রভৃতিদের পুস্তকও কেনবার কোন উপায় ছিল না। মিহাই-এর বন্ধুরা বলত—ওদের বাবারা ঘরে একরকম উপদেশ দেয়, স্কুলে শিক্ষকরা বিপরীত শিক্ষা দেয়। আমরা কি করব বলুন তো?

একদিন cluj বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ধর্মতত্ত্বের ছাত্র আমার কাছে তার রচনায় সাহায্যের জন্য আসে।

আমি বললাম—তোমার বিষয়টা কি?

—"লুথারেন মণ্ডলীতে আরাধনা সঙ্গীতের ইতিহাস"।

আমি বললাম, তোমার রচনা আরম্ভ করবে এইভাবে—তরুণ ছাত্রদের মাথার মধ্যে এই প্রকার ঐতিহাসিক আবর্জনা ভরে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, আগামী কালই হয়তো তারা মতবাদ ও বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে।

বেচারী ম্লান হেসে বলল, তাহলে আমি কি শিখবো ?

—জীবনে স্বার্থত্যাগ ও আপন মত-বিশ্বাসের জন্য শহীদ হওয়াই তোমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া দরকার।

কারাজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি তাকে কিছু কিছু বললাম। দিনকয়েক পরে আরও কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সে আসে। আমি তাদের পড়াশোনা সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রশ্ন করলাম।

ওদের একজন বলল, আমাদের ধর্মতত্ত্ব শিক্ষক বলেছেন, ঈশ্বর এ পর্যন্ত তিনবার আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রথমবার মশীহের নিকটে, দ্বিতীয়বার যীশু খ্রীষ্ট এবং তৃতীয় বার কার্ল মার্ক্সের নিকটে।

—তোমাদের মণ্ডলীর পুরোহিত মশাই তাতে কি বলেন ?

—তিনি অনেক কথা ব্যবহার করেন, কিন্তু কিছুই বলেন না।

আরও কথাবার্তার পর আমি cluj সহরের ক্যাথিড্রাল উপাসনা মন্দিরে গিয়ে প্রচার করতে সম্মত হলাম। ওরা আমার পুস্তকগুলির জন্য অনুরোধ করায় আমি বললাম, বইগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক নিষিদ্ধ, সেটা যেন তারা না ভোলে।

কিন্তু এই প্রচারের পূর্বে আমার আরও দরকারী একটি কাজ ছিল। কারাগারে থাকার সময়েই আমি "প্রভুর সৈন্যদলের" কয়েকজন বন্দী সভ্যের নিকটে কথা দিয়েছিলাম যে, মুক্তি পেলে আমি Patriarch Justinian Marina সমীপে উপস্থিত হয়ে উপরোক্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশের হিংস্র অভিযান সম্বন্ধে খবর দিয়ে অনুরোধ করব যেন, এ-বিষয়ে তাঁর যথাসাধ্য তিনি করেন।

দেখলাম, তিনি তাঁর প্রাসাদের পিছনের বাগানে বেড়াচ্ছেন। আমার মনে হল যে, এইখানে আমাকে কথা বলতে ডেকে তিনি আমাদের কথা আর কারো পক্ষে শ্রবণ করাটা এড়াবার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছেন।

আমি সরাসরি বললাম, আপনি সর্বময় Patriarch, আপনার কাছে সকলেই চাকরী ও পেন্‌সনের জন্য আসে, আপনিও সর্বত্রই প্রচার ও গান করে থাকেন। বিশেষতঃ প্রভুর সৈনিকদের গানও নিশ্চয়ই আপনার প্রিয়। আমি তাদের, সেই হতভাগ্যদের কথাই বলতে চাই। দিনের পর দিন তারা সেই কারাগারের মধ্যে বসে বসে অপেক্ষা করবে—তাইই কি ভাল? একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সভ্য বলেই আজ তাদের উপরে এই বৈষম্যমূলক অবিচার চলেছে—আপনি না দেখলে তারা আর কার কাছে যাবে?

সমস্ত কথা শুনে তিনি আমাকে কথা দিলেন যে, এ বিষয়ে যতখানি করা যায়, তা তিনি সাধ্যমত করবেন।

কয়েকদিন পরেই আমি শুনলাম যে, Holy Synod-এর সভায় "প্রভুর সৈন্যদল" সম্পর্কে তিনি কথা তুলেছিলেন এবং একটি প্রস্তাবও পেশ করেছিলেন, কিন্তু Metropolitan স্বয়ং তার বিরুদ্ধতা করেন। রুমানিয়ার Orthodox মণ্ডলীর সর্বময় কর্তা হিসাবে ইনিই বিশ্বমণ্ডলী পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

পরে আরও শুনলাম যে, রাষ্ট্রের মত-বিশ্বাস বিভাগের মন্ত্রণালয় (Ministry of Cults) থেকে আমাকে গ্রহণ ও আমার কথাবার্তা শ্রবণের জন্য Patriarch Justinian Marina তীব্র সমালোচিত হয়েছিলেন। আমি যে Patriarch Marina সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন আবেদন করেছি—সে কথা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরাই গোপনে রাষ্ট্র দফতরে জানিয়ে দিয়েছিল।

॥ ২ ॥

রুমানিয়ার পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় শহরের ক্যাথিড্রেলে আমি কয়েকটি ভাষণ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি এ খবর শীঘ্রই কর্তৃপক্ষ মহলে পৌঁছে গেল।

খ্রীষ্টীয় দর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দিতে অনুরুদ্ধ হলেও আমি যে প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদকেই সমালোচনা ও আক্রমণ করব এবং যুবকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করব একথাও তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। সংবাদটি প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী মহলে পৌছে দিয়েছিলেন একজন ব্যাপটিষ্ট পুরোহিত। তিনি নিজেই সেকথা আমাকে বলেছিলেন।

তাঁর এই আচরণে আমি বিস্মিত হইনি। কেননা, ইতিপূর্বেই তাঁর কয়েকজন সতীর্থ ও সহযোগীদের সঙ্গে মুক্তির পর থেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রচারক, পুরোহিত—এমন কি বিশপ—যাঁরা প্রায়ই মত-বিশ্বাস মন্ত্রণালয়ে গোপন খবর সরবরাহ করে থাকেন, সাধারণতঃ, এই খবরগুলি তাঁদের নিজ মণ্ডলীভুক্ত সভ্যদেরই বিরুদ্ধে। আরও জানি যে, এজন্য তাঁরা সকলেই লজ্জিত ও অনুতাপগ্রস্ত। তাঁরা বলেন, নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নয়—কিন্তু মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ চিন্তাতেই তাঁরা মধ্যে মধ্যে এইরকম কাজ করতে বাধ্য হন। সামান্য মাত্র সন্দেহজনক নালিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী নির্দেশে গীর্জাঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যাইই হোক—আমার সম্বন্ধে সেই ব্যাপটিষ্ট পুরোহিতের গোপন রিপোর্টটি একজন সরকারী গোয়েন্দা Rugojanu নিজেই গ্রহণ করেন। এই বিভাগের অনেক গোয়েন্দা কর্মচারী বিভিন্ন পুরোহিত ও মণ্ডলী কর্তাদের নিকটে নিয়মিত টাকা আদায় করে থাকেন—তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু Rugojanu অতি উৎসাহী ও মণ্ডলী বিদ্বেষী। প্রতি গীর্জায় তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেন ধর্মের নামে কোথাও কম্যুনিষ্ট বিরোধী প্রচারকার্য চলছে কিনা! আমার ভাষণগুলিতেও তিনি নিজে এসে যোগদান করেন।

Cluj-এ প্রথম সন্ধ্যায় পঞ্চাশ জন ছাত্র এবং ধর্মতত্ত্বের জনকয়েক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

আমি জানতাম যে, ধর্মতত্ত্বের ছাত্রগোষ্ঠীর সামনে ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে সর্বদাই আলোচনা হয়ে থাকে। সেইজন্য, আমিও সেই প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করলাম। আমি বললাম, আমাদের নবীন রুমানিয়ায়, সমাজবাদী ও প্রগতিবাদী রুমানিয়ায় আজ পুঁজিবাদী দেশের ও সভ্যতার সমস্ত কিছুই বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু বিস্ময় মনে হয়, যখন দেখি, ইংরাজ বুর্জোয়া, স্যার চার্লস ডারউইনকে কেন আমরা এত সম্মান দিলাম!

Rugojanu মাথা উঁচু করে, চোখ ঠেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারই দিকে চেয়ে আমিও বলে চললাম, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারই হতে চায়, সঙ্গীতজ্ঞের ছেলেও বড় গায়ক হয়ে থাকে, বড় চিত্রকরের ছেলেরও কামনা থাকে প্রসিদ্ধ শিল্পী হওয়ার—এ সবই আমরা জানি। যদি তোমরা বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বরই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, তাহলে, স্বাভাবিকভাবেই তোমরা তাঁর মতই হতে চাইবে! তবে যদি তোমাদের ধারণা ও সংস্কার হয় যে তোমরা বাঁদরের জাতি থেকে উদ্ভূত—তাহলে, খুবই ভয়ের কথা, তোমরা পশুত্বের দিকেই এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

সোমবারে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়। মঙ্গলবারে শ্রোতার সংখ্যা হল দ্বিগুণ। সপ্তাহের শেষের দিকে দেখা গেল, সহস্রাধিক শ্রোতৃসমাগমে সুবৃহৎ হল গমগম করছে। মনে হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই এই বক্তৃতা শুনতে এসে গেছে। আমি জানতাম যে, ছাত্রদের অধিকাংশই চিরদিন সত্যের অনুসারী কিন্তু বহুক্ষেত্রে স্থান কাল ও পরিস্থিতির জন্য প্রকাশ্যে সে সত্য গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে। সেইজন্য আমিও তাদের পরামর্শ দিলাম; তোমাদের এই দেহ তোমরা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ কর, যখন দেখবে তারা তোমাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করছে। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশারোপিত হওয়ার সময় আসন্ন বুঝেই বলেছিলেন, "আমার সময়

উপস্থিত হইয়াছে।" তাঁর সেই সময়টি হচ্ছে যন্ত্রণাভোগের সময়। মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য সেই যন্ত্রণাভোগও তার কাছে আনন্দজনক হয়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের জন্য দুঃখ ভোগ হচ্ছে ঈশ্বর প্রদত্ত মহান দায়িত্বভার!

ক্ষণকালের নীরবতার মধ্যে আমি শ্রোতৃবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। মুহূর্তের জন্য মনে হল আমি যেন সেই যুদ্ধকালে আমার নিজের মণ্ডলীতেই উপস্থিত হয়েছি, যখন গীর্জার মধ্যে Iron Guard-এর অত্যাচারীরা প্রায়ই দলে দলে উপস্থিত থাকতো! আজও যেন সমস্ত বাতাসেই আমি বিপদ ও উপদ্রবের গন্ধ পাচ্ছিলাম। Rugojanu যেখানে বসে বসে ভাষণের Notes লিখে নিচ্ছিলেন—সে জায়গাটি সমেত!

আমি পুনরায় আরম্ভ করলাম: যন্ত্রণা যেন তোমাদের চমক না দেয়। ওকথা প্রায়ই চিন্তা করবে। খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রেরিতদের গুণাবলী চিন্তা কর ও আয়ত্ত কর।

প্রথম যুগের একজন খ্রীষ্টান ডাক্তারের কাহিনী আমি বললাম। সম্রাট তাঁকে অন্যায় ভাবে কারাগারে আবদ্ধ করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর পরিবারকে একবার দেখা করার জন্য অনুমতি দেওয়া হল। প্রথম দর্শনের পরই তাঁরা ক্রন্দন করে। তাঁর জামাকাপড় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন খাদ্যের মধ্যে এক ফালি রুটি এবং এক পিয়ালা মাত্র জল। তাঁর স্ত্রী বললেন, কিন্তু তোমাকে এত সুস্থ দেখাচ্ছে কেন? যেন মনে হচ্ছে, এইমাত্র কোথাও ভোজ খেয়ে এসেছো! ডাক্তার হাসিমুখে বললেন, একপ্রকার পানীয় আমি আবিষ্কার করেছি। সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার সময়ে তা অতি উপকারী। ওতে সাত রকমের শিকড় মিশাতে হয়।

ডাক্তার তাঁর পরিবারকে সেই পানীয়ের প্রয়োজনীয় সাত রকম

উপাদানের কথা বলেছিলেন। আমিও সেগুলি তোমাদের এখন বলছি। দুঃখ ও বিপদের সময়ে সকলের পক্ষেই তা অতিশয় সাহায্যকারী।

প্রথমটি হচ্ছে: মনকে সন্তুষ্ট রাখা। তোমার যা আছে তাই নিয়েই তুমি খুশী থাকবে। হয়তো আমার গায়ে ছেঁড়া কাপড়, কিন্তু সম্রাট আমাকে বস্ত্রহীন করে কারাগারে ফেলে রাখলে এখন কি হত?

দ্বিতীয় উপাদানটি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি। আমি আনন্দই করি আর কান্নাকাটিই করি—আমি তো কারাগারেই থাকবো! তাহলে বৃথা দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি?

আমার পুরাতন ও অতীত পাপের কথা স্মরণে রাখতে হবে—এটাই হচ্ছে সেই পানীয়ের তৃতীয় উপাদান। যত অন্যায় ও অপরাধ করেছি এ জীবনে যদি প্রত্যেকটির জন্যে শাস্তি হিসাবে কারাবাসের এক এক দিন হিসাব করি—তাহলে অপরাধের তুলনায় এক জীবনের দিন সংখ্যায় কি তার সংকুলান হবে?

চতুর্থ উপাদান হচ্ছে: খ্রীষ্ট আমার জন্যে যে দুঃখভার বহন করলেন —সেই চিন্তা। যে নিজের ইচ্ছায় অন্য রকম ভাগ্য পছন্দ করতে পারতো—সেই কিনা দুঃখকেই বরণ করল! ধৈর্য ও আনন্দের সঙ্গে বহন করতে পারলে জীবনে দুঃখভোগের মহান মূল্য!

পঞ্চম উপাদান হিসাবে ডাক্তার বললেন—মনে রাখতে হবে দুঃখ-যন্ত্রণা ঈশ্বরই আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন তাঁর পুত্র হিসাবে। আমাদের শত্রুতা বা ক্ষতি সাধনের জন্য নয়, আমাদের পরিষ্কৃত ও সংশোধিত করার জন্য উন্নত জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে।

ষষ্ঠ উপাদানটি হচ্ছে: কোন দুঃখযন্ত্রণাই খ্রীষ্টীয় জীবনের অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। যদি মাংসের বিলাস ও আনন্দানুভূতিই জীবনের মূলকথা হয়—তাহলে দুঃখকষ্ট নিশ্চয়ই সে জীবনের ধ্বংস ও বিনাশের সমতুল্য হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনের পরম লক্ষ্য যদি হয় সত্য ও প্রেম,

তাহলে কোন কারাদণ্ডই তাকে বিনষ্ট করতে পারবে না। সত্য ও প্রেম চিরজয়ী সহায়!

এই পানীয়ের সপ্তম বা শেষ উপাদানটি হচ্ছে: আশা। জীবনের চক্র—সম্রাটের চিকিৎসককে আজ কারাগারে এনেছে—কিন্তু সে চক্র সেখানে থামেনি—ঘুরছে—ঘুরেই চলেছে। সেই চক্রই আমাকে মুক্ত করবে—হয়তো আমাকে আগের চেয়েও অধিক সুখ ও সম্মান এনে দেবে।

আমি নীরব হলাম।

বিশাল জনতাপূর্ণ হল যেন নিঃশ্বাসরুদ্ধ ও নিঃস্তব্ধ!

নিম্নকণ্ঠে আমি শেষ করলাম: বলতে বাধা নেই তোমাদের, এই অমূল্য পানীয় আমি জীবনে নিরবধি পান করছি এবং এ পানীয় সত্য সত্যই আমোঘ!

পরদিন মাননীয় বিশপ আমাকে ডেকে পাঠালেন।

প্রথমেই তিনি বললেন যে, সরকারী মন্ত্রণালয়, বিশেষতঃ, তাদের গোয়েন্দা কর্মচারী Rugojanu বড়ই গোলমাল আরম্ভ করেছেন। তিনি কথাটা বলছেন এমন সময়ে Rugojanu নিজেই গট্ গট্ করে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাকে দেখেই উত্তেজিত স্বরে তিনি বলে উঠলেন, এই তো! এখন কি উত্তর আছে আপনার শুনি? রাষ্ট্রদ্রোহের বন্যা! আমি নিজে শুনেছি সব!

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় অসন্তুষ্ট হলেন আপনি?

সবই তো মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে বলা হয়েছে? বিশেষতঃ যন্ত্রণাভোগের সেই পানীয় প্রস্তুতি? ওটাও কি ভাল লাগেনি আপনার?

আপনি তাদের বলেছেন—চাকা সদাই ঘুরছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে, এই প্রকার প্রতি-বিপ্লবী ভাষণ দিয়ে আপনি ভুল করছেন। এ চাকা ঘুরবে না—জেনে রাখুন, কম্যুনিজম চিরদিনই থাকবে ··

কম্যুনিজমের কথা তো ওঠেনি? জীবনের চাকা অবিরত ঘুরছে—আমার আলোচ্য বিষয় তো মাত্র এইটুকুই ছিল। আমি জেলে ছিলাম, এখন মুক্ত, আমি অসুস্থ ছিলাম, এখন সুস্থ,—

বাধা দিয়ে Rugojanu বলল, না না না। আপনি ইঙ্গিত করেছেন কম্যুনিজম ব্যর্থ হবে। ওরাও তাই-ই বুঝেছে! এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হল ভাববেন না!

এরপর Rugojanu সমস্ত মণ্ডলী নেতাদের একটা সভার আহ্বান করলেন বিশপের প্রাসাদে। সেই সভায় যুবকদের আমি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছি বলে নিন্দা করা হল। শেষে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আপনারা জেনে রাখুন যে, ওঁর প্রকাশ্য বক্তৃতা করা শেষ হয়ে গেল।

শেষকালে ক্রুদ্ধ বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, ওয়ার্মব্রাণ্ডের শেষ হয়ে গেল, ওয়ার্মব্রাণ্ডের শেষ হয়ে গেল—ওয়ার্মব্রাণ্ডের শেষ হয়ে গেল—নিজের টুপী ও কোট তুলে নিয়ে তিনি নিদারুণ উত্তেজিতভাবে সভাকক্ষ ত্যাগ করে গেলেন।

মাত্র শতখানেক গজ দূরে পথের একটা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে একটি মোটর গাড়ী সবেগে মোড় ঘুরিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়ে দেওয়ালের সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ গোয়েন্দা Rugojanuকে পিষে ফেলল। বেচারা সেইখানেই মারা পড়ল।

Rugojanu'র শেষ ঘোষণা এবং তার মর্মান্তিক পরিণামের কথা মুখে মুখেই সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল। সঙ্কটের সময়ে মাঝে মাঝে ঈশ্বর তাঁর চিহ্ন প্রকাশ করে থাকেন।

॥ ৩ ॥

পুরোহিতের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হলেও প্রচার কাজ আমার থামলো না। তবে এখন আমাকে সেই যুদ্ধপরবর্তীকালে রুশ

সৈনিকদের নিকটে গোপনে প্রচার করার কৌশলই অবলম্বন করতে হল। নতুন একটা বিপদের আমদানী হল—পুরাতন সহবন্দীদের কেউ কেউ সরকারী চর হয়েও আমার কাছে এসে নানারকমে খবরাখবর নেবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল।

অবশ্য—আমাদেরও সহায় ছিল। গোপন গোয়েন্দা পুলিশের মধ্যেও অনেক গুপ্ত খ্রীষ্টান সভ্য ছিলেন, তাঁরাই সময় থাকতে এই সব নতুন চরদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিতেন। আমাদের সান্ধ্য প্রার্থনা সভ্য গোষ্ঠীর সভ্য একটি তরুণ দম্পতি সরকারী প্রচার দফতরে কাজ করতেন। এই প্রার্থনা-গোষ্ঠীর উপাসনা যেমন অনাড়ম্বর তেমনই সরল সুন্দর ছিল। যেন ১৯০০ বৎসর পূর্বের সেই প্রথম যুগের খ্রীষ্টানদের মতই। অনেক সময়ে মুক্ত আকাশের তলেই আমরা মিলিত হতাম। আকাশ ছিল আমাদের ছাউনী, পাখীরা ঐক্যতানবাদক, বনকুসুম আমাদের উপাসনার ধূপ-সুগন্ধি, আকাশের তারকারাজি আমাদের চোখের প্রদীপ এবং সদ্যমুক্ত খ্রীষ্টিয় শহীদের ছিন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পোষাকই পরম পবিত্র পৌরোহিত্য পরিধেয়!

আমি জানতাম, শীঘ্রই আমাকে আবার গ্রেফতার করা হবে। হাঙ্গারীর রক্তাক্ত বিপ্লবের পরে পরিস্থিতি দ্রুত আরও জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। সর্বপ্রকার অন্ধতা ও কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রধান সচিব ক্রুশ্চেভ একটি সপ্তবর্ষব্যাপী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। গির্জাঘরগুলি হয় বন্ধ না হয় কম্যুনিষ্ট ক্লাবঘর, যাদুঘর, শস্যভাণ্ডার অথবা ঐ জাতীয় ভবনে রূপান্তরিত করা হয়েছে, দলীয় সংবাদপত্রে যাদের নিন্দাবাদ করা হয়ে আসছিল, এইবার তাদের দলে দলে গ্রেফতার করা আরম্ভ হল।

আমি এই সময়ে প্রার্থনা করছিলাম: প্রভু, কারাগারে এখন যদি কেউ থাকে যাকে আমি সাহায্য দিতে পারি, এমন আত্মা যদি থাকে

—যাকে শান্তি ও উদ্ধারের পথে আনতে পারি, তাহলে আমাকে তুমি আবার কারাগারে নিয়ে যাও, আমি সানন্দে প্রস্তুত! আমার এই প্রার্থনায় সাবিনা প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও পরে 'আমেন' উচ্চারণ করেছিল। এই সময়ে আমাদের দুইজনেরই অন্তরে একটা গভীর পরিতৃপ্তির আনন্দ জেগে উঠেছিল। আমরা দুইজনেই অনুভব করছিলাম যেন আমরা শীঘ্রই পূর্ণতরভাবে খ্রীষ্টের সেবায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি! আমার প্রায়ই মনে হত যে, ক্রুশতলে দণ্ডায়মানা মরিয়মের মাতৃমূর্তিটা কি সবটাই কেবল দুঃখ শোকের অভিব্যক্তি? তাঁর অন্তরে কি একটা বিরাট পরিতৃপ্তিমূলক আনন্দও ছিল না—তাঁর সন্তান পৃথিবীর মুক্তিদাতা হতে চলেছেন……?

আমার সন্দেহ সত্য হল। ওরা আমাকে নিতে এল ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৯ রাত্রি একটায়। আমাদের ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটখানা তন্ন তন্ন করে খানা-তল্লাসী চালানো হল চার ঘণ্টা ধরে।

আমাকে নিয়ে যাওয়ার পরে সাবিনা আমার বাইবেল খুলেছিল। তার মধ্যে একটা কাগজ ছিল। তাতে একটি পদ লেখা ছিল · "বিশ্বাসে স্ত্রীলোকেরা তাদের মৃত স্বামীদের জীবিতভাবে ফিরিয়ে পেল" (ইব্রীয় ১১-৩৫)—এর নিচে আমি লিখেছিলাম: এই স্ত্রীলোকদের একজন হচ্ছেন আমার প্রিয়তমা স্ত্রী……

বুখারেষ্টের পুলিশ মহাকেন্দ্রে যখন পৌঁছালাম—তখনও বেশ আঁধার ছিল। পরিচিত রীতি পালন ও সই স্বাক্ষরাদির পরে প্রহরীরা আমাকে একটি সেল-এ নিয়ে এল। এখানে একজনের দেখা পেলাম। পূর্ণবয়স্ক যুবক—নাম Draghici—পিতেশী কারাগারের একজন প্রাক্তন ঘৃণ্য নব-শিক্ষা প্রবর্তক দলের নেতা। যতবারই সেল-এর দরজা খোলা হচ্ছিল ততবারই চমকিতভাবে সে ঘুরে তাকাচ্ছিল। একবার আমাকে

সে বলল, চম্‌কে চম্‌কে উঠছি কেন জানেন? প্রতিবারই ভাবছি—এইবার বুঝি ওরা আমাকে নিতে এল স্নান করতে অথবা গুলি করে মারতে নিয়ে যাবে। আজ চার বছর হল—আমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

আমার অনুরোধে Draghici তার জীবনকাহিনী বলল।

আমার বাবা, সর্বদাই মদ খেত। একদিন সমস্ত টাকাপয়সা নিয়ে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সেই চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি Iron Guard দলে ভর্তি হলাম। ওদের নতুন সার্ট, শারীরিক কসরতের গান-বাজনা এবং পাড়ার মেয়েদের আকর্ষণ—এই সবই আমাকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পরেই Iron Guard বে-আইনী ঘোষিত হল। আমিও কারাগারে এলাম। কম্যুনিষ্টরা শক্তি পেয়ে বিচার আরম্ভ করল এবং Iron Guard-এর সভ্য হিসাবে ফ্যাসিষ্ট আখ্যায় আমার এগারো বছর কারাদণ্ড হল। সাত বছর জেল খাটার পরে Piteshi কারাগারে আমাকে বলা হল, অন্য বন্দীদের জোর প্রহার করতে পারলে—তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এই সময়ে আমার বয়স একুশ বৎসর। কারাগারে থাকতে আমার প্রাণ আর চাচ্ছিল না। আমি ওদের কথায় সম্মত হলাম। ওদের কথা আমি বিশ্বাস করলাম—এখন মুক্তির বদলে আমার এই অবস্থা!

সুদীর্ঘ চার বৎসর মৃত্যুদণ্ডের দুর্ভাবনার ছায়ায় থেকে থেকে তার T. B. হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই সে এগিয়ে চলেছিল। সারারাত তার কাশির সঙ্গে আমি জেগে থাকতাম। আমি ভাবতাম: যদি ঈশ্বর আমাকে ডেকে বলেন, পৃথিবীতে ছাপ্পান্ন বৎসর বাস করে মানুষের সম্বন্ধে তোমার মত কি?—আমি উত্তর দেব, মানুষ জঘন্য পাপী, কিন্তু এজন্য তার কোনই অপরাধ নেই। শয়তান ও অন্যান্য পতিত স্বর্গদূতেরাই মানুষকে তাদের সমান হতভাগ্য বানাবার জন্য সদাই ব্যস্ত!

দশদিন আমি Draghici-কে বুঝাতে লাগলাম, তুমি যে স্বাধীন

ইচ্ছায় অপরাধ করেছ—তা নয়—কিন্তু তোমার পাপ-বোধ এখন দায়ী করছে—তুমি অনুশোচনা কর। যীশু তোমার এই শাস্তি নিজে ভোগ করেছেন—সর্বদা মনে রাখবে। দশম দিনের সন্ধ্যায় Draghici কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করলাম। প্রার্থনার পরে দেখলাম, ওর মুখমণ্ডল থেকে সেই চেপে-বসে-থাকা ভয় ও অনুশোচনার ছায়া সরে গেছে। আমিও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, যে কারাগারে ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই অন্য একটি বন্দীর সাহায্যে আসতে পারলাম……

জেরা আরম্ভ হল—Uranus কারাগারের অফিসঘরে।

—যতজন প্রতিবিপ্লবীদের আপনি চেনেন, সকলের নাম বলুন।

—আমি খুশী হতাম যদি কয়েকজন প্রতিবিপ্লবীর নাম এখন বলতে পারতাম। ত্রিশ দশকের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী Yagoda-র নির্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ানে কয়েক সহস্র প্রতিবিপ্লবীকে নিধন করা হয়েছে। কিন্তু শেষে দেখা গেল Yagoda নিজেই নিকৃষ্টতম প্রতিবিপ্লবী! পরবর্তী মন্ত্রী Beria প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে হাজার হাজার নাগরিককে হত্যা করে শেষে নিজেও একই অপবাদে নিহত হলেন। বিপ্লবের পয়লা নম্বর শত্রু—যে লক্ষ লক্ষ নির্দোষীর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী সে হচ্ছে যোষেফ ষ্টালিন। সুতরাং অফিসার, আমার দরিদ্র মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিবিপ্লবীর সন্ধান না করে অন্যত্র তার সন্ধান করুন।

অফিসার হুকুম দিলেন—প্রহার ও নির্জন সেল!

বিচার পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকলাম। বিচারও দশ মিনিটের পুরাতন প্রহসন মাত্র! এইবার আমার স্ত্রী ও পুত্র বিচারের সময় উপস্থিত ছিল। আমার কারাদণ্ড হল পঁচিশ বৎসরের!

অন্য কারাগারে স্থানান্তরের জন্য আমি অপেক্ষায় রইলাম…

## ॥ ৪ ॥

গোপন পুলিশ ট্রাকে আরও কয়েকজন নতুন পুরোহিত বন্দী ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ নীচের দিকে গাড়ীখানা নেমে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার অন্তর যেন চমকিয়ে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই মাটির নীচের সেই জিলাভা কারাগারেই পুনরায় এলাম।

হাঁক ডাক উঠল—ওদের বাইরে আসতে বলো—

গাড়ীর দরজা সশব্দে খুলে দেওয়া হল। প্রহরীদের দল আমাদের উপরে যেন লাফিয়ে পড়ল। ধাক্কা দিতে দিতে আমাদের ভিতরের বারান্দার দিকে নিয়ে গেল এবং দলের মধ্যে পাদ্রী পুরোহিত দেখে যেন হিংস্র-উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল। জেলখানার উর্দিগুলো আমাদের দিকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল এবং কাপড় ছাড়তে বিলম্ব হলে পাদ্রীদের দাড়ি কেটে দিয়ে এবং পরনের কাপড়-জামা টেনে খুলে দিয়ে ওরা খুব চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল! একটা বড় সেল-এ আমাদের স্থান হল। পাথরে বাঁধানো মেঝেয় আমরা সকলে বসে রইলাম। এখন ফেব্রুয়ারী মাস। বেশ ঠাণ্ডা। একটু পরেই—দরজার কাছ থেকে আদেশ হল—

পুরোহিতরা ঘরের বাইরে—এখুনি—

দরজার বাইরে তখন কয়েকজনের চাপা হাসি-তামাসার শব্দ হচ্ছিল। আমরা বাইরে আসতেই ওরা বিনা কারণে সকলে মিলে আমাদের ব্যটন দিয়ে মারতে আরম্ভ করল। দৌড়াতে দৌড়াতে আমরা বারান্দা ঘুরে পুনরায় নিজেদের সেল-এ প্রবেশ করলাম।

কয়েকজন বেশ আহত হয়েছিলেন। একজনের দাঁত ভেঙ্গে ও ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছিল। আমি এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। মুখের রক্ত মুছে দিতেই তিনি বললেন, আমি 'Archimandrite Cristescu'।

এঁকে আমি আগেও একবার দেখেছি। Orthodox Patriarch-এর দফতরে। মণ্ডলীর দুঃখ দুর্গতির কথা বলতে গিয়েছিলাম যেদিন।

সব কথা শুনে Miron Cristescu আমার দুই স্কন্ধে হাত রেখে বলেছিলেন, ভাই নিরাশ হবেন না—খ্রীষ্ট আবার আসবেন!

আমি তাঁকে ভুলিনি। কিন্তু আজ দাড়িকামান ও ঠোঁটে ধুলো-রক্ত মাখা অবস্থায় তাঁকে চিনতে পারিনি।

সময় বয়ে যাচ্ছিল, ঠাণ্ডায় বসে বসে আমরা কাঁপুনি ভোগ করছিলাম। Miron Cristescu বলছিলেন, কিভাবে তাঁরা Patriarchকে প্রভাবিত করে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীগুলিকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী Gheorghiu Dej যোগ্য লোককেই Patriarch মনোনীত করেছিলেন। মস্কো সফরের জন্য Justinianকে আহ্বান করা হলে সেইখানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মস্তকটিকে আরও ভাল করে তারা ইচ্ছামত ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়। ফিরে এসে তিনি ক্যাথলিকদের ওপর বারংবার আঘাত করতে থাকেন। আজ আমরা ভুল বুঝতে পারছি। রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা না করে গোড়া থেকেই আমাদের যুঝতে হত! ভুল করেছি আমরা।

আমি শান্তস্বরে বললাম, কিন্তু এখন ঐ বিষয়ে বেশী মন খারাপ করবেন না। সুন্দর চোখ দুটি তুলে তিনি তাকালেন আমার দিকে, ভাই ওয়ার্মব্রাণ্ড, আমার কেবল একটি দুঃখ। সেকালের প্রেরিতদের মত না হতে পারার দুঃখ!

আমি চমৎকৃত হলাম! পুলপিট থেকে বললে কথাটির সুন্দর প্রতিক্রিয়া হত। এত অপমান ও প্রহারের পরেও এই কথায় আমি তাঁর মহত্বে মুগ্ধ হলাম।

দিন কয়েক পরেই আমি আর একদল বন্দীর সঙ্গে পাহাড়ের উপরে আর একটি কারাগারের অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম। অনেক ঘণ্টার পরে Transylvania পাহাড়ের উপর Gherla শহরের জেলখানা আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ল। এইখানেই আমার স্ত্রী গত ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে

আমাকে দেখতে এসেছিলেন। এই জেলখানার উঁচু প্রাচীরের ওপারে আমরা শহরের যানবাহন ও লোক-চলাচল দেখতাম। কিন্তু প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আমাদের চোখ ও প্রাণ যেন অধীর ও বিহ্বল হয়ে উঠত। এই সময়ে কাছাকাছি স্কুলের ছুটি হত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি ও ঠেলাঠেলি করতে করতে এইখান দিয়ে আপন আপন বাড়ী যেতো। সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে প্রত্যেক বন্দী তার ফেলে আসা ছেলেমেয়েদের চিন্তায় উদাস হয়ে উঠত।

জেলখানায় ২ হাজার জন থাকার জায়গায় প্রায় ১০ হাজার বন্দীকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানকার শাসন-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও যতদূর সম্ভব কঠোর ও মমতাহীন।

কারাগারের সেলগুলি দীর্ঘ ও আলোবাতাসহীন। পঞ্চাশ ষাটটি বাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও প্রতি সেল-এ ৮০ থেকে ১০০ জন বন্দী রাখা হয়েছে। অনেক বাঙ্কেই দুজনে শয়ন করত। নিদ্রা যাওয়া প্রায়ই হত না। অনেকে আবার সারারাত নাক ডাকাতো। ভিন্ন ভিন্ন বন্দী ভিন্ন ভিন্ন সুরে। দিনে ও বিশ্রাম করার কোন উপায় ছিল না। প্রহরীরা যখন তখন আকস্মিক পরিদর্শন করতে আসতো। তখন বন্দীদের মাটিতে মাথা উবু হয়ে থাকার রীতি ছিল, বিশেষ করে প্রত্যহ নাম ডাকার সময়ে। নিয়মের সামান্য মাত্র ব্যতিক্রমেও কঠোর শাস্তি হত। তুচ্ছ ও লঘু অপরাধেও কুড়ি-পঁচিশ ঘা চাবুকের সাজা নিতে হত। তখন সঙ্গে ডাক্তার থাকতো। কেননা, ইতিপূর্বে কয়েকজন বন্দী চাবুকের সময়েই মারা পড়েছিল। কারাগারে এমন লোক বোধহয় ছিল না যে, একবারও চাবুকের আস্বাদ ভোগ করেনি। বেত বা ছড়ির চেয়ে লোহার ডাণ্ডার আঘাত যে অধিক বেদনাদায়ক সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রায় একই। পিঠে লাঠির প্রহার অত্যন্ত কষ্টদায়ক হত। যেন সারা গায়ে আগুন জ্বলে যেতো। ওদিকে, অবিরত প্রহার করার ফলে প্রহরীদের

মধ্যেও একটা প্রাণহীন, অনুভূতিহীন কঠোরতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শক্তি প্রয়োগ ও রক্ত দর্শনের নেশায় এক একজন প্রহরীকে যেন উন্মত্ত জল্লাদের স্বভাবে পেয়ে বসেছিল।

॥ ৫ ॥

একদল নতুন বন্দীর মধ্যে প্রফেশার পপকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম, খুব কষ্টও পেলাম। রোগা হয়ে গেছেন পপ, পীড়িতও দেখাচ্ছিল তাঁকে। দুর্বল-দেহ বৃদ্ধের মতই হাঁটছিলেন। বিগত ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মেয়াদ-মকুব-ঘোষণার (Amnesty) পর এই তাঁকে প্রথম দেখলাম। ইতিপূর্বে আমার কোন পত্রেরও কোন উত্তর তিনি দেন নি।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি সমস্ত কথা বললেন। মুক্ত বন্দীদের অনেকের মত তিনিও এবারে বাইরে গিয়ে বিলাস-সাগরে মগ্ন হয়েছিলেন। আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য একটি যুবতীকে নিয়ে তিনি নতুন করে জীবনকে ভোগ করার অভিযানে ডুবে গিয়েছিলেন।—সহসা আমার একদিন চেতনা হল। গ্লানি ও অনুশোচনায় মন ভরে উঠলো। আমার খ্রীষ্টিয় শপথগুলি যেন আমাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। আমি আপনার সন্ধান করেছিলাম, কিন্তু আপনি খুব দূরে ছিলেন। অন্য একজন পুরোহিতের সঙ্গে সখ্যতা করলাম—তাঁর কাছে সমস্ত খুলে বললাম। সমস্ত শুনলেন তিনি দরদের সঙ্গে। তারপর—

তারপরে কি পপ?

তিনি সমস্ত কথা গোপনে বলে এলেন গোয়েন্দা বিভাগে। ফলে, আজ আবার আমার সেই পূর্ব অবস্থা!

পপ হায় হায় করতে লাগলেন। এবারে তাঁর বারো বছরের মেয়াদ! সমুদ্রের পাখির মত তিনি আকাশের উচ্চতায় উড়তে চেষ্টা

করেছিলেন—কিন্তু এখন বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনিও নীচে পড়ে গেছেন। ইচ্ছাশক্তির হ্রাস হওয়ায় এখন যেন তাঁর জীবনটাই অর্থহীন হয়ে উঠেছে।

আমরা দুজনে কয়েকবারই প্রার্থনায় যোগ দিলাম। একসঙ্গেই মেঝে পরিষ্কার করার কাজে অনেক কথা হল ওঁর সঙ্গে। প্রহরীদের দ্বারা নির্বাচিত একজন ওয়ার্ড কয়েদী হঠাৎ কাজ দেখতে এসে ময়লা জলের বালতিটা ফেলে দিয়ে বলে উঠল, কিছুই পরিষ্কার হয়নি, আবার সাফ করো।

আমরা সেই বড় ঘর আবার ঘষে ঘষে মুছতে লাগলাম। হঠাৎ একজন গার্ড এসে সেই ওয়ার্ড-কয়েদীকে ঘাড় ধরে মাথাটা মেঝেতে ঠেকিয়ে ধরে বলল, নিজের বুটে করে কাদা এনে ঘরে মাখাচ্ছো—আর ওদের খাটাচ্ছো কেন? তুমিও কাজ করো ওদের সঙ্গে। গার্ড চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের আবার ধাক্কা মেরে মেরে বলতে লাগল, জলদি—জলদি ভাল করে মোছো—

আমরা জানি, অত্যাচারিত যখন নিজে অত্যাচারী হয়, তখন সে পশু হয়ে ওঠে। পপ এই দিনের ঘটনায় খুবই উত্তেজিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন ধরে তিনি যেন কথা বলা, খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে ক্রমে ক্রমে খুবই স্তব্ধ ও নিরাশ হয়ে পড়লেন। হাসা, কাঁদা, কয়েদী জীবনের অন্য সব কাজে যোগ দেওয়া থেকে তিনি ক্রমেই সরে যেতে থাকলেন।

একদিন সকালে সেই ওয়ার্ড কয়েদীর অপমানসূচক বিদ্রূপে হঠাৎ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে লাফিয়ে গিয়ে পপ তার টুঁটি চেপে ধরলেন। উন্মাদের ন্যায় দ্বিগুণ শক্তিতে তিনি তার গলা ধরে চেপে চেপে দম বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলেন—এমন সময়ে অন্য দুইজন প্রহরী ছুটে এসে হাতের বেটন দিয়ে পপকে প্রহার আরম্ভ করল। শেষে, অচেতন ও রক্তাক্ত পপকে

কারাগারের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পরদিনই পপ প্রাণত্যাগ করে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান করলেন।

পরদিন প্রভাত-ভেরীর আগেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। জেগে দেখি, Gaston-এর বাঙ্কটা খালি। Gaston একজন Unitarian পুরোহিত, আমাদের সেলএর সাথী। বড়দিনের সারমনে হেরোদের শিশু-হত্যার সমালোচনাকে কদর্থ করে তাঁকে রাষ্ট্র বিরোধীতার দায়ে অভিযুক্ত করে সাত বৎসর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

দেখলাম, জানালার ধারে তার রুগ্ন দেহখানা। গায়ে একখানা কম্বল ফেলে আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সম্মুখের প্রাঙ্গণে সারি সারি কয়েকটি শবাধার রাখা আছে। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যারা মারা পড়েছে—তাদের দেহ রয়েছে সেগুলির মধ্যে। একটা নিশ্চয়ই অধ্যাপক পপের। Gherla কারাগারের এটি দৈনন্দিন ঘটনা। বুঝতে পারলাম না কেন Gaston আজ এত সকালে উঠে এই দৃশ্য দেখছেন। ওঁকে পুনরায় ঘরের মধ্যে এনে শোওয়াবার চেষ্টা আমার ব্যর্থ হল।

আমাদের সামনেই একজন প্রহরী এসে প্রত্যেক কফিনের ডালা তুলে তুলে দেহগুলিকে সনাক্ত করতে লাগল, তার পিছনে আর একজন হাতে লোহার শল্য নিয়ে দেহগুলিকে গভীরভাবে খোঁচা দিয়ে তার অসাড়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নিল। Gaston ঠকঠক করে কাঁপছিল। তার গায়ে আমার কম্বলটা জড়িয়ে দিলাম। কিন্তু শবাধার-গুলি না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেই দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

এর পরে কয়েক দিন ধরেই Gaston চিন্তামগ্ন থাকেন, মন খুলে কারো সঙ্গেই কথা বলেন না। আমার কোন প্রশ্নকেও তিনি আমল দিতে চান না। এক সময়ে এই Gaston ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাদের বুঝিয়েছেন, খ্রীষ্টকে কেন তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে মান্য করেন,

কিন্তু ঈশ্বর বলে নয়। বাইবেলের কতখানি Unitarianরা সত্য বলে স্বীকার করেন এবং কতটা করেন না।

Gaston পরে মুখ খুললেন। প্রফেসার পপ-এর কথা তুললেন। সেদিন প্রাতঃকালের সেই দৃশ্যের পরে পপের আর কি রইল? পুরুষ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য চারটি বস্তু প্রয়োজনীয় মনে করে। খাদ্য, উষ্ণতা, নিদ্রা ও স্ত্রী-সঙ্গী। তবে, শেষেরটি হয়তো না হলেও চলে। আমার স্ত্রীও আমাকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে বাস করছে—ছেলেমেয়েরা সরকারী হোমে আছে।

আমি বললাম, আপনি মনেপ্রাণে একথা মানেন না। প্রয়োজনীয় বস্তুর নিম্নতমটুকু দিয়েই আমরা এখন জীবনযাপন করছি। তথাপি, আমাদের মধ্যেও আপনি মাঝে মাঝে হাসি-তামাসা ও গানের শব্দ শুনতে পান। শরীর আমাদের গান করার মত সুস্থ না হলেও ভিতরের অন্য কিছু আমাদের গান করায়। আত্মায় আপনি বিশ্বাস করেন এবং সেজন্যই ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আপনি চিন্তিত হন। যদি কয়েক দশক বৎসরের পরে সমস্তই শেষ হয়ে যাবে, তাহলে এই নীতি, ধর্ম, বা সভ্যতা নিয়ে আমাদের দরকার কি?

Gaston বললেন, দেরী হয়ে গেছে খুবই। এখন আর পরিবর্তন সম্ভব নয়। জীবনে বেঁচে থাকার অন্য কোন স্পৃহা আমার আর নেই। ভীরু না হলে আমি এই সময়ে আত্মহত্যা করতাম।

—আত্মহত্যায় একমাত্র প্রমাণ হয় যে, দেহ অপেক্ষা আত্মাই অধিক শক্তিশালী। নিজের প্রয়োজনেই সে দেহটিকে বিনষ্ট করে। যদি জীবনের সমস্ত কিছু আপনার থাকতো এবং আপনি নিজেও মুক্ত থাকতেন, তবু, ও ইচ্ছা আপনার হয়তো হত। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে ছাড়া, মনে হয়, আপনার আরও কোন দুঃখের কথা আছে। যা আপনি আমাদের বলেন নি।

Gaston নীরবেই থাকলেন।

আমি বললাম, একজন বন্দীকে আমি দেখেছিলাম, ছেলেকে বাঁচাবার জন্য নিজের ভাগের রুটিটা প্রতিদিন তাকে তিনি দিতেন। ছেলেও একই সঙ্গে বন্দী ছিল। শেষে, পুষ্টির অভাবে পিতাটি মারা গেলেন! সুইডিশ্ লক্ষপতি, দেশলাই ব্যবসায়ী Kreuger জীবনের সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করেন। কাগজে লিখে রাখেন "অবসাদ"! শরীর ছাড়াও আরও কোন কথা তাঁরও ছিল। সেটি হচ্ছে: মানবাত্মা, যার জন্য কোন দিনই তিনি কিছুই ভাবেন নি। কিন্তু আপনার আন্তরিক সম্পদ ও শক্তি আছে, আপনার খ্রীষ্ট আছেন পরম সাহায্যকারী; তাঁকে বলুন, সমস্ত সাহায্য ও শক্তি তিনিই দেবেন।

অন্ধকারেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে Gaston বললেন, আপনি এমন ভাবে বলছেন, যেন তিনি এখানেই উপস্থিত আছেন

নিশ্চয়ই আছেন! আপনি কি পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন না?

আশ্চর্য আপনার উদ্যম! কম্যুনিষ্টদের চেয়েও ভীষণ আপনি?

॥ ৬ ॥

পরদিন সন্ধ্যায় ওদের কথাবার্তার মধ্যেই আমি বললাম, ঈষ্টার এসে পড়েছে!—Gherla কারাগারে এটি আমার দ্বিতীয় ঈষ্টার!

আমি বললাম, সিদ্ধকরা শক্ত ডিম থাকলে আমরা সেগুলোকে রং লাগাতে পারতাম এবং Orthodox মণ্ডলীর অনুকরণে এক সঙ্গে ফাটাতে পারতাম!

আমি হাত বাড়িয়ে বলে উঠলাম, খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন।

বৃদ্ধ Vasilescu, আমার হাতে চাপড় মেরে বলে উঠল, নিশ্চয়ই উঠেছেন!—সকলেই আমাদের সঙ্গে বলে উঠল!

—আচ্ছা, ক্রুশের ওপরে যীশু নিশ্চয়ই মরেছিলেন। কিন্তু আবার বেঁচে উঠলেন যে, তার প্রমাণ কোথায়?

সকলেই নীরব হয়ে গেল। Vasilescu বলল, আমি দরিদ্র কৃষক। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি, কেননা আমার মা বাবা এবং তাঁদেরও মা-বাবারা বিশ্বাস করতেন। আমি বিশ্বাস করি কারণ, আমি দেখি বছরে বছরে প্রকৃতি কিভাবে পুনরুত্থিত হয়। যখন ভূমি তুষারে ঢেকে যায়, তখন কেউ মনেও করে না যে আবার বসন্ত আসবে। গোটা পৃথিবী যখন শীতের পরেও আবার জীবিত হয়, বেঁচে ওঠে, তখন খ্রীষ্টও বেঁচে উঠেছেন, তাতে আশ্চর্য কি?

Miron ও Gaston একসঙ্গেই সমর্থন ধ্বনি করে উঠলেন।

আমি বললাম, আমরা আরও অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ চাই এবং তাও আছে। রোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক Mommsen খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে ইতিহাসের একটি প্রমাণিত সত্য বলে ঘোষণা করেছেন।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম: আপনি যখন সামরিক আদালতে বসতেন Major Braileanu, তখন কি সাক্ষীদের সাক্ষ্য ছাড়া তাদের চরিত্র-পরিচয় নিয়েও বিবেচনা করতেন?

নিশ্চয় করতাম। যখন পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তখন সাক্ষীদের স্বভাব-পরিচয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—

তাহলে শিষ্যদের কথা আমাদের সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত। কেননা পৌল, মথি, পিতর, আন্দ্রিয় প্রভৃতিরা সকলেই ভাল লোক ছিলেন এবং সকলেই বিশ্বাসের জন্য সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন।

Miron এতক্ষণ তাঁর ছিন্ন জামাটা মোটা সুতো দিয়ে সেলাই করছিলেন। তিনি বললেন, বছর কয়েক আগে নিউইয়র্ক থেকে আমার ভাই একটি পত্র দিয়েছিল, Empire State Building-এর ছাদের উপরে উঠেছিল সে। ওঠবার আগে বাড়ীটার ভিত্ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই

সে করেনি। চল্লিশ বৎসর ধরে বাড়ীটা একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—এইটাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে মনে হয়েছিল। পুরোহিত Gaston, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীও আজ দুই হাজার বছর দাঁড়িয়ে আছে—এর ভিত্তি সত্য এবং বলিষ্ঠ বলেই।

আমাদের আলোচনা ও যুক্তিতর্কে Gaston যথেষ্টই প্রভাবিত হয়েছিলেন। ওঁর মানসিক যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হয়ে বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল। আত্মহত্যা করার স্পৃহা অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে অপরাধের বোঝা তখনও তাঁকে পূর্ণ মুক্তি দেয়নি।

বসন্তের শেষে বহু নতুন বন্দীর আগমন হল। আমাদেরও অন্য সেল-এ বদলী করা হল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ১ ॥

১৯৬২, মার্চ মাস।

একদিন সকালে প্রহরীরা ঘরে ঘরে ঢুকে চীৎকার তুলল, পুরোহিতরা বাইরের বারান্দায়—জলদি—

অন্যেরা সামান্য পোঁটলা-পুঁটিলি নিয়ে শশব্যস্তে বারান্দায় গেল। আমি নড়লাম না। আমাদের একজন নতুন অধ্যক্ষ এসেছিল, নাম—Alexandrescu এবং মনে হয়—এই হুকুম তারই দেওয়া।

দেখা গেল, গোটা কারাগারের বন্দীদের ওরা চারভাগে বিভক্ত করতে চান। বুদ্ধিজীবিদের এক ঘরে, কৃষকদের অন্য ঘরে, সৈন্য-বিভাগের বন্দীদের আর একটি ঘরে ইত্যাদি।

যখন পুরোহিতরা নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেলেন, একজন গার্ড জানতে চাইল আমি কোন দলে? আমি বললাম, আমি একজন ক্ষুদ্র প্রচারক। দেশীয় ভাষায় Pastor মানে, মেষপালক, সুতরাং আমাকেও ওরা কৃষকদের ঘরেই থাকতে দিল। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ গেল, শেষে একজন আমাকে ধরিয়ে দেওয়ায় কিছুটা প্রহারের পরে আমাকেও পুরোহিতদের ঘরে ঠেলে দেওয়া হল।

আমি যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন একাধিক জন উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, স্বাগতম, স্বাগতম আসুন··

Orthodox মণ্ডলীর Bishop Miraza! তাঁকে সম্ভাষণ করে মুখ তুলতেই দেখি বিশপ Miron এবং পুরোহিত Gaston!

সমস্ত কারাগারটি বিভক্ত করার কাজ সাঙ্গ হলে আরম্ভ হল শিক্ষা-দান পর্ব। একটি নতুন আনকোরা অফিসার এসে আমাদের বুঝালেন যে, সূর্যগ্রহণের লগ্ন আসন্ন। পূর্ণ গ্রহণ হবে। তবে, দুর্ভাবনার কারণ

নেই। সমাজবাদী প্রগতি সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে।

তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও শিক্ষিত পুরোহিত বন্দীদের কাছে তরুণ অফিসারটি সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভাষণ আরম্ভ করে দিলেন। ঘটনাটি ঘটবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী। যদি আমরা চাই কারাগার প্রাঙ্গণ থেকে আমরা দেখতে পারি।

Weingartner-এর হাত উপরে উঠল, ধরুন যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে সূর্যগ্রহণটা আমাদের হল থেকে দেখা যাবে না, স্যার?

গম্ভীরভাবে অফিসার বললেন, না, সেটা সম্ভব হবে না।

কয়েদীদের বুদ্ধি ও জ্ঞানদানের পর্ব চলল আরও কয়েক ঘণ্টা ধরে। একই কথা বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে সকলের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার সেই পুরাতন ও পরিচিত উদ্যম!

বক্তৃতামালা যতই চলতে থাকলো ততই আমরা বুঝতে পারলাম যে, এর ভিতরে অন্য কথা আছে। রাজনীতি ছেড়ে প্রায়ই বক্তারা অন্যান্য সাধারণ ও দৈনন্দিন বিষয়ে বলতে লাগলেন। এখানে বন্দী থাকার জন্য আমরা মুক্ত জীবনের কতকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে দিন কাটাচ্ছি। ভাল খাদ্য, পানীয়, স্ত্রী-সঙ্গ ইত্যাদি কত অসংখ্য প্রকারের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ আমরা পাচ্ছি না। মার্কসিজম অপেক্ষা এ সকল বিষয়ে বক্তারা অধিক বাস্তববাদীতার পরিচয় দিলেন। একজন বক্তা বললেন—বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে এসে আজ আমরা বিজ্ঞান ও খ্রীষ্ট-ধর্মের সংঘাতের ফলে এই দুর্যোগের মধ্যে পতিত হয়েছি। যার ফলে আমেরিকাতেও আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ উপবাসে প্রাণ হারাচ্ছে।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমরাও বিভিন্ন কারাগারে অনাহারে ও অত্যাচারে উৎপীড়িত ছিলাম, কোন অফিসারই সে কথা ভাবেন নি।

রুমানিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী Gheorghiu-Dej এখন রুশ

আধিপত্য কিছুটা হ্রাস করে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। অতএব, তাদের দৃষ্টিতে রুমানিয়াকে আরও উদার ও শান্তিপূর্ণ দেশরূপে দেখাবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে এই নতুন সংস্কারের ধারা আরম্ভ করা হয়েছে। কারাগারের বন্দী সংখ্যা কমাবার পূর্বে উপস্থিত বন্দীদের মন ও বুদ্ধিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াসেই এই বক্তৃতা-পর্ব আরম্ভ করা হয়েছে।

Gherla কারাগারের ১৯৬২ সালের বন্দীদের নিকটে এই ধারণাই প্রবল হয়েছিল। মগজ ধোলাই ও জ্ঞানী করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে একজন খ্রীষ্টিয়ান লেখক বলেছিলেন, গত পনেরো বছরেও যখন ওরা আমাদের পরিবর্তন করতে পারল না, এখন দুতিনটে লেকচার দিয়ে পারবে কি ?

॥ ২ ॥

হঠাৎ একদিন ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রীরা কাজ আরম্ভ করল। সন্ধান নিয়ে জানা গেল—ঘরে ঘরে লাউডস্পীকার লাগানো হবে। সকাল-বিকেল এবারে প্রচারকাজ আরম্ভ হবে।

দুই একদিন পরেই লাউডস্পীকার মুখর হল।

প্রথমে, ওয়ান—টু—থ্রি—ফোর—ফাইভ টেস্টিং—

তারপরে—কম্যুনিজম ভাল, কম্যুনিজম ভাল, কম্যুনিজম ভাল! কিছুক্ষণ নীরব। পরে আবার সেই : কম্যুনিজম উপকারী, কম্যুনিজম উপকারী, কম্যুনিজম উপকারী!

সারারাত ও পরের সারাদিন চলল। শীঘ্রই টেপরেকর্ড করা বক্তৃতা ও ভাষণ আরম্ভ করা হল এবং ভাষণ শেষ হওয়ার পরেই আবার—কম্যুনিজম ভাল, কম্যুনিজম উত্তম, কম্যুনিজম উপকারী!

Weingartner বললেন, একটা দীর্ঘ কার্যক্রমের এটা প্রথম ধাপ

মাত্র। আমাদের শাসক-চক্র এটি রাশিয়ানদের কাছে এবং রাশিয়ানরা চীনাদের কাছে শিখেছেন। এর পরে হবে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি! মাও-সে-তুঙ্‌এর অধীনে কারখানায়, অফিসে ও পথে চীনারা বক্তৃতায় যোগদান করবেই। তারপর নিজের নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। কেমন করে প্রথমে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চিন্তা বা কার্যকলাপে রত হয়েছিল, দশ বা পাঁচ বছর আগে। যদি স্বীকার না কর, তবে তোমাকে জেদী প্রতিবিপ্লবী হিসাবে জেলে দেওয়া হবে; স্বীকারোক্তি করলেও সেই অনুপাতে কারাদণ্ড হবে। সেজন্য সকলে চেষ্টা করে স্বীকার করেও নিজেকে অপরাধী না বানাতে। অর্থাৎ—চিন্তায় বিরুদ্ধতা করলেও কাজে তারা সেসব কিছুই করেনি। একজন আর একজনের বিষয়ে নালিশ আরম্ভ করে। এইভাবে বন্ধু বা পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্য হতেও বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা অদৃশ্য হয়ে যায়। এইবার আমাদের এখানেও এই কার্যধারার অনুসরণ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে!

Father Fazekas বললেন, শয়তান সর্বদাই ঈশ্বরকে অনুকরণ করার প্রয়াস পায়। এরাও খ্রীষ্টিয় পাপ-স্বীকারের রীতির প্রহসন জুড়ে দিয়েছে!

Gaston প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এসব কতদিন টিকবে?

Weingartner বললেন, যত দিন আপনারা বিশ্বাস না করেন যে কম্যুনিজম ভাল!—বহু বৎসর ধরেই চলবে, ধরে রাখুন—

পরবর্তী বক্তা একজন মোটাসোটা রসিক মানুষ। প্রধান মন্ত্রী Gheorghiu Dej-এর ষোলো বৎসর পরিকল্পনায় নতুন রুমানিয়ার কত অগ্রগতি হয়েছে, দলীয় কর্মীদের কতখানি সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি হয়েছে এই সকল বর্ণনা করলেন। বিশ্বস্ত কর্মীরা ভাল বস্ত্র, ভাল খাদ্য ও পানীয় এবং কৃষ্ণ সাগর তীরের স্বাস্থ্য নিবাসে বিকিনি পরিহিত সুন্দরীদের সঙ্গে ছুটি যাপন করার ব্যবস্থায় আনন্দে দিনাতিপাত করছেন।

বক্তা সেই সঙ্গেই বললেন, বিকিনি কি বস্তু—তা বোধহয় হতভাগ্য তোমরা জানো না। পশ্চিমী গোঁয়াররাও এখনও আমাদের মত জীবন উপভোগের পথ খুঁজে পায়নি। তোমরা ইচ্ছা করেই মূল্যবান জীবন অপচয় করে এই কারাগারে পচে মরছ।

বক্তা এরপরে সেই উপবাসী বন্দীদের সম্মুখে বিকিনি-পরিহিতা যুবতীদের দেহ সৌন্দর্য বর্ণনা আরম্ভ করলেন যেমন অশালীন তেমনি আপত্তিকর ভাষায়। আমি দেখলাম, চারিদিকে রুগ্ন, শুষ্ক বন্দীদের মুখমণ্ডলে একটা পাশবিক ক্ষুধা ও কামনার ভাব জলজল করে উঠেছে —চোখে চোখে উন্মাদ পশুর লালসার বহ্নি চিক্‌চিক্ করছে।...

—বাইরে এই ফুর্তি এই আনন্দ রয়েছে তোমাদের জন্য। ইচ্ছা করলেই তোমরা দরজা খুলে বাইরে চলে আসতে পারো। প্রতিক্রিয়াশীল জেদ্ পরিত্যাগ করো—কেউ তোমাদের আর অপরাধী বলবে না। আমাদের দিকে চলে এস। মুক্ত হও—জীবনকে ভোগ কর।

চারিদিক যেন মুখর নীরবতায় গম্‌গম্ করতে লাগল। আপন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার কথা কারোরই মনে কোন রেখাপাত করল না। রক্তমাংসের আদিম ও পাশবিক ক্ষুধায় প্রত্যেক বন্দীর অন্তর যেন উত্তেজিত ও আলোড়িত।

মাসের পর মাস আমাদের স্বল্পাহারে রাখা হয়েছে - যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা অন্ততঃ চল্লিশ পাউণ্ড ওজনে আমরা কম থাকি। এইবার আমাদের খাদ্য মাত্রার উন্নতি হল—কিন্তু দেখা গেল, খাদ্যের মধ্যে নূতন একটা ঘ্রাণ! আমাদের মধ্যে ডাক্তার বন্দীরা বললেন, কেবল খাদ্যের পরিমাপ বেশী নয়, তার সঙ্গে কামোদ্দীপক ঔষধিও কিছু মিশ্রিত করা হয়েছে। কর্মচারীদের অনেকেই এখন স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তার জায়গায় ডাক্তার, কেরানী অথবা অন্যান্য কর্মচারী যারা আদালতের বা

জেলখানার কোন নির্দেশ ঘোষণা করতে আসতো—যুবতী স্ত্রীলোকরাই এখন সেই জন্য বন্দীদের ঘরে আসতে আরম্ভ করল। আঁট-সাঁট টান্ টান্ জামা-কাপড় এবং সাজ-সজ্জায় চিত্ত বিভ্রমকারী হয়েই এদের আসবার হুকুম হয়েছিল এবং প্রয়োজনের অধিকক্ষণ এরা বন্দীদের ঘরে দেরি করত।

ঠিক এই সময়ে একদিন লাউড স্পীকারে আরম্ভ হল :—একটিই তো জীবন তোমাদের, তার আর কতটুকুই বা বাকী? দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। আমাদের দলে এসো, মুক্ত হও—জীবনকে যাপন কর!

শীঘ্রই একদিন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল বন্দীদের মধ্যে। প্রথমে তর্ক-বিতর্ক পরে ঝগড়া। কবি Daianu প্রথমে হার মানল। একদিনের বক্তৃতার পরে সে উঠে দাঁড়িয়ে তার রাষ্ট্র বিরোধীতার কাহিনী ও স্বীকৃতি আরম্ভ করল।—আমি বুঝতে পারছি, সবই এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, একটা ভ্রান্ত ধারণার পিছনে বহু সময় আমি নষ্ট করলাম। ভ্রান্ত ধারণা, মিথ্যা মতবাদ, অন্ধ সংস্কার, অলীক সাধু সন্তদের কাহিনী—এই সমস্ত মিলে আমার জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছে···

Daianu বসবার সঙ্গে সঙ্গেই Radu Ghind উঠে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করল একই সুরে। মূর্খের মত, অন্ধের মত ধর্ম আর পুঁজীবাদের ধাপ্পাবাজিতে ভুলে আমার জীবন নষ্ট হতে চলেছে। আর কোনদিন কোন গির্জায় আমি ঢুকবো না—এই আমার সংকল্প।

এর পরে বয়স্ক প্রাক্তন জেনারেল Silvianu, তারপরে আরও কয়েক জন উঠে উঠে স্বীকারোক্তি আরম্ভ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বন্দীদের প্রতি নানারকম উপদেশও বর্ষণ করতে লাগল।

পুরোহিতদের ঘরের কোন বন্দী উঠল না। কিছু বললও না। তারা জানতো যে, আরও কষ্ট তাদের ভুগতে হবে। বন্দীদের মধ্যে তর্ক ও কলহ কিন্তু এইবার থেমে গেল। উপরন্তু মনে হতে লাগল, বন্দীদের

ঘরগুলি থেকে যেন ভেজাল ও মেকী বার হয়ে দুঃখের পরীক্ষায় বাকীরা আরও চাঙ্গা ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একটা আত্মিক উত্তাপ যেন সকল বন্দীকে ঘিরে অদৃশ্য রক্ষা কবচ সৃষ্টি করেছে। স্বর্গের দূতেরা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন।

॥ ৩ ॥

১৯৬৩ সালের কোন সময়ে আমি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে আমাকে বদলী করা হল। সপ্তাহ খানেক পরেই একদিন সকলকেই মধ্যস্থিত বৃহৎ প্রাঙ্গণে সমবেত করা হল। পরস্পরকে আমরা সাহায্য করলাম এবং কোন রকমে সেখানে জড় হলাম।

বাছা বাছা বন্দীদের দ্বারা একটা অভিনয় আমাদের দেখানো হল। অভিনয়টি খ্রীষ্টধর্মকে বিদ্রূপ করার জন্য। অফিসার ও অধ্যক্ষ হাততালি দিলেই বাধ্য-বশীভূত বন্দীরাও হাততালি দিতে থাকলো!

শেষে অধ্যক্ষ Alexandrescu কর্কশকণ্ঠে বললেন, পক্ষে অথবা বিপক্ষে কারো কোন মন্তব্য থাকলে করতে পারে। যাঁরা প্রশংসা করবেন তাঁরা কেন প্রশংসা করছেন তাও বলবেন। Daianu প্রথম বলতে উঠল, পরে Ghinda-ও অনুসরণ করল। তারপরে একে একে অনেকেই উঠে ধর্মমত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করল। কেউ কেউ নিন্দাবাদ করে বসবার সময়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এইরকম আমাদের করতে হবে……

অধ্যক্ষ সহসা আমাকে কিছু বলতে আহ্বান করলেন। আমার চমকের সঙ্গে মনে পড়ল—বহু বৎসর পূর্বে ধর্মমতবাদের সম্মিলনে আমার স্ত্রী বলেছিলেন—ওঠ, খ্রীষ্টের মুখের ওপর থেকে এই অপমানের কাদা ধুয়ে দাও……

Gherla কারাগারে আমি সুপরিচিত। প্রতি সেলে-ই আমি গেছি ও সকলের সঙ্গে কথা বলেছি, উপদেশ দিয়েছি ও প্রার্থনা করেছি। শত শত চক্ষু এখন আমার প্রতি নিবদ্ধ হ'ল। সকলেরই দৃষ্টি যেন জানতে চাইছে: আমিও কি খ্রীষ্টের নিন্দা করব?

Major Alexandresco বললেন, উঠে আসুন, বলুন কিছু,

বুঝলাম, বিরুদ্ধ মন্তব্যকেও তিনি ভয় করছেন না। জেদী বন্দীদের জব্দ করতেই যেন তিনি বদ্ধপরিকর।

আমি শান্ত ও সতর্কভাবে আরম্ভ করলাম:

আজ রবিবারের সকাল। আমাদের স্ত্রী, পুত্র, মা ও আত্মীয়েরা এখন আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন, গীর্জায় অথবা ঘরের মধ্যে। আমরাও তাদের জন্য এখন প্রার্থনা করতে পারলে সুখী হতাম—কিন্তু তার বদলে আমরা এই অভিনয় দেখলাম।

আত্মীয়দের কথা, পুত্রকন্যার কথা বলতেই বন্দীদের চোখে জল এসে গেল বুঝতে পারলাম। আমি বলেই চললাম—যীশুর বিরুদ্ধে এখন অনেকেই বলল -কিন্তু জানতে চাই—তাঁর বিরুদ্ধে সত্যই কি কোন অভিযোগ আছে? সাধারণ শ্রমজীবির কথা বলা হয়েছে। ভাল। যীশু কি ছুতার মিস্ত্রী ছিলেন না? যারা কাজ করবে না তারা খেতে পাবে না—তোমরা বল -কিন্তু একথা তো সকলের আগে সন্ত পল বলেছিলেন থিষলনীকিয়দের পত্রে। ধনীদের বিরুদ্ধে তোমরা বল, যীশু নিজেই যে মন্দির থেকে পোদ্দারদের চাবুক দিয়ে বার করে দিয়েছিলেন? তোমরা কম্যুনিজম চাও, কিন্তু ভুলে যাও কেন যে প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরাই সর্বপ্রথম সমস্ত কিছু ভাগাভাগি করে কম্যুন্ সৃষ্টি করেছিলেন? তাহলে কম্যুনিজমের যা ভাল—তার সমস্তই তো খ্রীষ্টীয়ানদের কাছ থেকে ধার করা!

মার্কস বলেছেন সমস্ত মজদুর এক হও। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ

কম্যুনিষ্ট, কেউ সমাজবাদী, কেউবা খ্রীষ্টীয়ান। কিন্তু আমরা যদি একে অন্যকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করি—আমরা এক হতে পারি না। কোন অবিশ্বাসীকে আমি কখনও বিদ্রূপ করি না। মার্কসের যুক্তিতেও এটি অন্যায়। মার্কস বলেছেন—পাপে পতিত মানুষের উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টধর্মই আদর্শ পথ। আমি জানতে চাই—কোন মানুষ আছে কি—কম্যুনিষ্ট হলেও—যে পাপী নয়? যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নাও হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবশ্যই তার পাপ আছে। তারা মার্কসের পরামর্শকে এমনভাবে অগ্রাহ্য করে কেন?

Major Alexandrescu অধৈর্যভাবে চেয়ারে নড়ে বসলেন, মাটিতে জুতো ঠুকলেন—কিন্তু কোন কথা বললেন না। বন্দীরাও গম্ভীর ও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে আমি ভুলে গেলাম কোথায় আছি এবং মনপ্রাণ খুলে খ্রীষ্ট প্রচার আরম্ভ করলাম।

—কে শুনেছে এমন কোন বিদ্যালয় আছে যেখানে পরীক্ষা হয় না? অথবা কারখানা আছে, যেখানে ভাল কাজের পরীক্ষা ও সম্মান হয় না? তেমনি আমাদেরও পরীক্ষা আছে, বিচার আছে। মানুষ করবে ঈশ্বরও করবেন সেই পরীক্ষা ও বিচার। আপনারও এই বিচার হবে, Major Alexandrescu!

অধ্যক্ষ তখনও কিছু বললেন না।

ক্ষমা ও প্রেমের দেবতা যীশু কিন্তু আমাদের শাস্তি বা যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছুক নন। আমরা উদ্ধার পাই, মুক্তি পাই—এইই তাঁর একান্ত ইচ্ছা! আমাদের মঙ্গলই তাঁর আকাঙ্ক্ষা!

বন্দীদের অনেকেই এইবার প্রকাশ্যে চোখ মুছতে লাগল।

ফিরে নিজের স্থানে এসে বসতেই Miron বললেন, ওদের অভিনয়-আয়োজনের সমস্তই বরবাদ করে দিয়েছেন আপনি!

ওদিকে সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে বন্দীরা আনন্দে ও হাততালিতে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বুঝতেই পারলাম যে ওদের অনেকেরই মনের কথাকে আজ প্রকাশ্যে আমি রূপদান করেছি।

ফলে, পরদিনই আমার হাসপাতালের আরামদায়ক আশ্রয় নষ্ট হয়ে গেল। পুনরায় বন্দী সেল-এ ফিরে যেতে হল।

দিন কয়েক পরেই Daianu এবং Ghinda কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করল। তাদের এই দৃষ্টান্ত দেখে কারাগারে সকল বন্দীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল। যারা এতদিন মুখ বুজে কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করে আসছিল তারা এইবার মনে মনে দুলতে শুরু করল। যারা সরাসরি আত্মসমর্পণ করল—তাদের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেওয়ার বদলে আরও কাজের বোঝা চাপানো হল। হয় বক্তৃতা শোনো—না হয় অন্য বন্দীদের সামনে বক্তৃতা করো। তাছাড়া, আপন আপন সেল-এর সহ-বন্দীদের সম্পর্কেও রাজনৈতিক Chart প্রস্তুতি করতে বলা হয় তাদের। কম্যুনিজমের প্রতি বন্দীদের কার কি রকম মনোভাব সে বিষয়েও লিখতে বলা হল এই সব পরিবর্তিত-মনা বন্দীদের।

আমার সম্বন্ধে কেউই ভাল কিছু লেখেনি—তা বুঝতে পারলাম কয়েক দিন পরেই। লেফটেনাণ্ট Konya আমাদের সেল-এ এসে আমাকে বললেন, দুটি সংবাদ আছে আপনার জন্য। প্রথম—আপনার স্ত্রী কিছু দিন হল পুনরায় বন্দী হয়েছেন। দ্বিতীয়—সেদিনকার প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং আমার সংক্রামক রাষ্ট্রবিরোধী আচরণের জন্য সাজা স্থির হয়েছে রাত্রি দশটায় বেত্রাঘাত।

সাবিনার সংবাদ নিঃসন্দেহেই আমার মনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করল। সেই সঙ্গে সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠলো—আবার বেত্রাঘাতের যাতনা সহ্য করতে হবে এই চিন্তায়। আমরা এই অপেক্ষা করে থাকার

সময়টিকে বড়ই ভয় করতাম। বারান্দায় ভারী বুটের শব্দ হলেই মনে মনে উচ্চকিত হয়ে উঠতাম।

সন্ধ্যার পর একবার এই রকম পদশব্দ শুনলাম। দেখি, শব্দটা পাশের ঘরের দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বারান্দার ধারের শেষ ঘর থেকে বেত্রাঘাতের ও আর্ত-চীৎকারের শব্দ শোনা গেল। সে রাত্রে আমার জন্য কেউ এল না।

পরদিন সকালে আবার আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হল—বেত্রাঘাতের কথা। এইভাবে ছয় দিন ধরে আমাকে প্রহারের আতঙ্কের মধ্যে রাখা হল। শেষে একদিন আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আঘাতের যন্ত্রণায় সমস্ত দেহটা যেন জ্বলতে আরম্ভ করল। শেষ হওয়ার পরে লেঃ Konya বলে উঠলেন, আরও কয়েকটা দাও! তারপর, মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে দেরী করছি বলে পুনরায় কয়েকবার বেত মারার হুকুম হল। অবশেষে—আমাকে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় তুলে আনতে হল।

যন্ত্রণা-জর্জরিত দেহ নিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম, ওদিকে তখন লাউড স্পীকারে চীৎকার আরম্ভ হয়েছে :—

খ্রীষ্টধর্ম মূর্খের ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম মূর্খের ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম মূর্খের ধর্ম। ওটা পরিত্যাগ কর না কেন? ওটা পরিত্যাগ কর না কেন? ওটা পরিত্যাগ কর না কেন? খ্রীষ্টধর্ম মূর্খের ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম মূর্খের ধর্ম, ওটা পরিত্যাগ কর। ওটা পরিত্যাগ কর…

মাঝে মাঝে অতি সামান্য ত্রুটির জন্যও সেল-এর প্রহরীরাই আমাদের প্রহার করত।

—ট্রাউজার নিচে নামাও সাজা হবে।

আমরা ট্রাউজার খুলে নামিয়ে দিলাম।

উবুড় হয়ে শোও—

তাই করলাম আমরা। প্রহার চলল। অমানুষিক ও অকথ্য।

সোজা হয়ে শোও—পা উঁচু করো। আমরা তাই করলাম পায়ের পাতার নীচে আরম্ভ হল প্রহার। যে যন্ত্রণা যেন অবর্ণনীয়। আমরা প্রার্থনা করি। একজন পুরোহিত বলে উঠলেন, হে আমাদের পিতা—কিন্তু কিরকম হৃদয়হীন পিতা তুমি? কোন্ পিতা সন্তানদের এত দুঃখ-যন্ত্রণায় পড়তে দেয়? কোন্ পিতা—কোন্ ঈশ্বর—?

আমি বলি, হার মানবেন না। সন্দেহ করবেন না। বলেই চলুন—হে আমাদের পিতা—বলতে ছাড়বেন না। এই ভাবেই যন্ত্রণা ভুলতে হবে।...

একদিন সন্ধ্যায় লেফটেনেণ্ট Konya এসে বললেন, আপনার সমস্ত কিছু তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। সাধারণ ব্যবস্থায় যখন আপনি যথাযোগ্য সাড়া দিচ্ছেন না, তখন বিশেষ ব্যবস্থায় অন্যত্র রাখলে হয়তো কিছু সুরাহা হবে। চলে আসুন—

সন্দিগ্ধভাবে চললাম তার পিছনে। এক বিশেষ ব্যবস্থার কথা আগেও শুনেছি। ওখান থেকে কেউ নাকি সুস্থভাবে ফেরে না। কেউ মরে যায়, কেউ পাগল হয়ে যায়—অন্যরা শায়েস্তা হয়ে ওদের দিকেই ভিড়ে যায়।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে, কয়েকটি মোড় ঘুরে সারি সারি কতগুলি দরজার সামনে এসে একটির মধ্যে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তালা বন্ধ হয়ে গেল দরজায়। চারিদিকে সাদা দেওয়ালে ঘেরা একটি নির্জন কক্ষ! ছাদের মধ্য থেকে লুক্কায়িত বাতির প্রখরতম আলোতে ঘরটা উগ্র-উজ্জ্বল। এখন গ্রীষ্মকাল, তা সত্ত্বেও এই ঘরটিকে বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়েছে। Konya আমার দুই হাতে কড়া দিয়ে গেছেন। ফলে কেবল চিত হয়ে বা পাশ ফিরেই আমাকে শুতে বাধ্য করা হয়েছে। সমস্ত শরীর স্বেদ-সিক্ত হয়ে প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে আমি এই অপরিচিত

কষ্ট সহ্য করতে লাগলাম। এই সময়ে দরজার গুপ্ত ফাঁকটি খুলে তার মধ্য দিয়ে প্রহরী তামাসা করল :

—ঘরটা বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে তো ?

ধীরে ধীরে আমার পাকস্থলীর বেদনা আরম্ভ হল। মনে পড়ল, সেদিন খাদ্যে একটা অদ্ভুত আস্বাদ ছিল। হয়তো আবার কোনরকম বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে ! এইবার লাউড স্পীকার বলতে লাগল :—

যীশু খ্রীষ্টকে এখন কেহই বিশ্বাস করে না
যীশু খ্রীষ্টকে এখন কেহই বিশ্বাস করে না
যীশু খ্রীষ্টকে এখন কেহই বিশ্বাস করে না
কেহই গীর্জায় যায় না, কেহই গীর্জায় যায় না, কেহই গীর্জায় যায় না—
ওসব ত্যাগ করো, ওসব ত্যাগ করো, ওসব ত্যাগ করো
যীশু খ্রীষ্টকে এখন কেহই বিশ্বাস করে না…

সকালেই লেঃ Konya এসে দরজা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের স্নিগ্ধ শীতল বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আমার হাতকড়া খোলা হল। হাত দুটি বিস্তারিত করে আড়ষ্টতা দূর করলাম। তারপর Konyaর নির্দেশমত বারান্দা দিয়ে চললাম।

নতুন একটি সেল-এ প্রবেশ করলাম এইবার। পরিষ্কার জামা-কাপড়। পরিচ্ছন্ন একটি বিছানা। কাপড় ঢাকা টেবিল—তাতে ফুলদানি। মনে হল—এই পরিহাসের পশ্চাতেও হয়তো ক্রুর ও নৃশংস কিছু লুকানো আছে ! বসে বসে আমি কাঁদতে লাগলাম। Konya চলে গেলে একটু পরে আমি স্থির হলাম। টেবিলে একটি খবরের কাগজ দেখে সেটি খুললাম। বহু বৎসর কারাবাসের মধ্যে এই প্রথম। সামনের পৃষ্ঠায় বড় খবর চোখে পড়ল : কিউবা রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট একনায়ক অধিপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শাসাতে আরম্ভ করেছে !

নতুন সেল-এ আমার প্রথম অতিথি অধ্যক্ষ Alexandrescu এসে

বললেন, এই নতুন আবেষ্টনী ও ব্যবস্থা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কেবল আমার সম্মতির জন্য। আমার ধর্ম-বিশ্বাসকে আক্রমণ আরম্ভ করলেন তিনি। —কল্পিত খ্রীষ্টকে খাড়া করে শিষ্যেরা পদানত ও ক্রীতদাসদের অক্ষয় ও আনন্দময় স্বর্গরাজ্যের ভাঁওতা দিতেন।

খবরের কাগজটি দেখিয়ে আমি বললাম, এটা আপনাদের দলীয় ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তারিখটা হচ্ছে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই। অর্থাৎ কারো জন্মের ১৯৬৩ বৎসর পরে—আপনার মতে যাঁর কোনদিন অস্তিত্বই ছিল না! খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন না বলছেন—অথচ তাঁর জন্ম তারিখটা সভ্যতার প্রতীক হিসাবে মানেন দেখছি—

ইতস্ততঃ করে Alexandrescu বললেন, ওর কোন অর্থ নেই, সাল গণনার জন্য একটা প্রথামাত্র!

—কিন্তু, যীশু যদি পৃথিবীতে না এসে থাকেন, তবে ঐ বৎসরটার উল্লেখ হয় কেন?

—গোটাকয়েক সুবিধাবাদী ও ধাপ্পাবাজ ওটা প্রচার করেছিল···

—আপনি যদি বলেন যে, মঙ্গল গ্রহে রাশিয়ানরা পদার্পণ করেছে—আমি বিশ্বাস নাও করতে পারি—কিন্তু যদি রেডিয়োতে শুনি যে মার্কিনরা এইজন্য অভিনন্দন করছে—তাহলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। খ্রীষ্টের অস্তিত্বও যে ঐতিহাসিক সত্য একথাটা ফরিশীদের মনীষী Talmud স্বীকার করেছেন! তারা যীশুর অলৌকিক কার্যগুলিকেও স্বীকার করেছেন—কিন্তু বলেছেন যে, ওগুলো জাদুমন্ত্রের ব্যাপার! পরজাতীয় বহু লেখকও তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন—কিন্তু কম্যুনিষ্টরা মতবাদের অসুবিধার জন্য সেকথা স্বীকার করতে চায় না।

Alexandrescu কোন কথা বললেন না। ফিরে গিয়ে একখানি বই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন—The Atheist's Guide! বইখানায় প্রধানতঃ ধর্মমতের উপরেই আক্রমণ করা হয়েছে।

॥ ৪ ॥

কারাগারের বড় হলে এইবার সংগ্রাম-সভার আয়োজন করা হল। শত শত বন্দী এই সভায় যোগদান করল। প্রাক্তন বন্দী, আমাদের পুরাতন সঙ্গীদের অনেকেই এই সভায় বক্তৃতা করল। কম্যুনিজমের মহিমা প্রচার করল।

এর পরে এল আগষ্ট ২৩-শের বার্ষিকী দিবস। এই দিনে রাশিয়ার সঙ্গে রুমানিয়ার যুদ্ধবিরতি ও সন্ধি হয়েছিল। হল-এর বিরাট সভায় Major Alexandrescu বক্তৃতা আরম্ভ করলেন: আজ আমাদের একটি সুসংবাদ আছে। বহু কৃষক তার জমি সরকারের যৌথ-খামারে দান করে আজ সুখী! প্রাক্তন বহু ব্যবসায়ী আজ বাণিজ্যের ও শিল্পের প্রসারে আপ্যায়িত!

অধ্যক্ষ বললেন, আজকের এই বার্ষিকী দিবসের অনুষ্ঠানাদি যারা দেখবার সুযোগ পাচ্ছে না—তাদের জন্য T. V. প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

T. V. প্রদর্শনী আরম্ভ হল। প্রথমে Gheoghiu-Dej এবং অন্য কয়েকজনের বক্তৃতা। রুমানিয়ার ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের পতন ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের স্থাপন সম্পর্কে।

সন্তর্পণে ১৯৪৩ সালে রাজা মাইকেলের অংশ এবং পরে জাতীয় কৃষক নেতা Juliu Manin সম্পর্কে সমস্ত উল্লেখ বাদ দেওয়া হল। এমন কি, প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী Patrascanu সম্বন্ধেও কিছু বলা হল না।

আমার মনে পড়ল, কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে লোকেরা এই বার্ষিকী দিবসটিকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলত, কিন্তু এখন মার্কস, লেনিন এবং Dej-এর সুবৃহৎ প্রতিমূর্তির সম্মুখ দিয়ে অবিরাম মিছিলের সারি লাল পতাকা সহ চলে যেতে থাকল!

আমি বললাম, আগে এমন ধারা হয়নি কোন দিন!

ফাদার Andricu শ্লেষমাখা স্বরে বললেন, জানেন তো, বলাৎকারের প্রথমবারে মেয়েরা লড়াই করে, দ্বিতীয়বার কেবল আপত্তি করে—কিন্তু তৃতীয়বার সানন্দে যোগদান করে।

T. V. প্রদর্শনী শেষ হল। অন্য একটি অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

অধ্যক্ষ Alexandrescu বললেন, আমরা এইবার এই উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করব। অনেকেই ভাষণ দিলেন। সকলেরই শেষ কথা—"২৩শে আগষ্ট আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে!"

অবশেষে আমাকে কিছু বলতে বলা হল। আমি দাঁড়িয়ে বললাম: ২৩শে আগষ্ট সত্যি করে যদি কাউকে মুক্তি দিয়ে থাকে, তবে সে আমি। ফ্যাসীবাদীরা আমাকে ঘৃণা করত। যদি হিটলার জয়ী যত—তাহলে এখন আমি জীবিত থাকতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি জীবিত আছি। বাইবেলে আছে—একটি জীবন্ত কুকুর মৃত সিংহ অপেক্ষাও ভাল।

সমস্ত হল এইবার নীরব হল। আমি বলে চললাম, যদিও আমি কারাগারে আবদ্ধ তবু আমি মুক্ত। যীশু আমাকে মুক্ত করেছেন আমার পাপ ও মনের অন্ধকার থেকে। ২৩শে আগষ্টকে আমি স্বাগত জানাই নাজীদের কবল থেকে মুক্তির জন্য।—অন্য সকল স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য আমি যীশু খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যক্ষ উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়লেন, ঐ সব মনগড়া কথা Gargarinকে বলুন। তিনি স্বর্গের কাছাকাছি গিয়েও আপনাদের ঈশ্বরের কোন পাত্তা পাননি!—বলে সশব্দে হাসতে লাগলেন। বহু বন্দীও এই হাসিতে যোগ দিল।

শান্ত স্নিগ্ধস্বরে আমি বললাম, একটা পিঁপড়ে আমার জুতোর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর বলছে—ওয়ার্মব্র্যাণ্ড কই—সে তো নেই?

বিশেষ নির্জন সেল-এ আবার আমাকে রাখা হল—শান্তিস্বরূপ।

কতদিন এখানে ছিলাম মনে নেই। ওদিকে মগজ ধোলাই-এর প্রক্রিয়া প্রত্যহ যেন বেড়েই উঠতে থাকলো। পূর্বের স্বর ও বাণীর বদলে এবার আরম্ভ হল : খ্রীষ্টধর্ম মৃত, খ্রীষ্টধর্ম মৃত, খ্রীষ্টধর্ম মৃত।

একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। সকলকে পোষ্টকার্ড দিয়ে বলা হল—বাড়ীতে লিখে পাঠাও জিনিষপত্র নিয়ে তোমাদের যেন দেখতে আসে। সকলেই লিখলাম। নির্দিষ্ট দিনে সকলকে পরিষ্কার জামা-কাপড় দেওয়া হল। দাড়ি কামাবার ব্যবস্থাও করা হল।

কিন্তু যথাসময় পার হয়ে গেল—কেউই এল না। সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পীকার বলে উঠল : তোমাকে এখন আর কেউ ভালবাসে না, তোমাকে এখন আর কেউ ভালবাসে না, তোমাকে এখন আর কেউ ভালবাসে না।

কথাগুলি আমার অসহ্য লাগছিল, কিন্তু ও-শব্দ বন্দ করারও কোন ক্ষমতা আমার ছিল না! পরে জানলাম যে, কোন পোষ্টকার্ডই কোথাও পাঠান হয়নি!

সেদিন সারারাত্রি ধরেই শুনতে লাগলাম : খ্রীষ্টধর্ম মৃত, খ্রীষ্টধর্ম মৃত, খ্রীষ্টধর্ম মৃত!

আমি কি স্বপ্ন দেখেছিলাম? অন্যেরা তো শোনেনি?

## সপ্তম অধ্যায়

॥ ১ ॥

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস।

একদিন কারাগারের বড় হল-এ সমস্ত বন্দীকে ডেকে জড় করা হল। দলবলসহ অধ্যক্ষ Major Alexandrescu সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

আমরা সকলেই আর একদফা সংগ্রাম-সভার উদ্বোধন শোনবার অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু তার পরিবর্তে অধ্যক্ষ মহাশয় ঘোষণা করলেন যে, একটা সাধারণ মেয়াদ মকুব সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রুমানিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে!

বিশ্বাস করতে পারলাম না। অন্য সকলের মুখের দিকে তাকালাম। সেই একই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সমস্ত মুখে ও চোখে! তখন Alexandrescu উচ্চকণ্ঠে একটা আদেশ দিলেন—সমস্ত হল যেন সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে ফেটে পড়ল।

এইবার আমাদের সন্দেহ ভাঙ্গল। না—এটা আর কোন নিষ্ঠুর কৌশল জাল নয়! হাজারে হাজারে বন্দী সমস্ত রুমানিয়ার বন্দীনিবাসগুলি থেকে বাড়ী ফিরতে লাগল। শুনতে পেলাম, পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তির মধ্যে একটা বোঝাপড়া সম্ভব হওয়ার জন্যই এই বিরাট বন্দী মুক্তি! তাছাড়া, আরও জানা গেল, প্রধানমন্ত্রী Gheorghiu-Dej বহুদিন সন্দিগ্ধভাবে কম্যুনিজমকে বরদাস্ত করলেও অবশেষে তিনি তাঁর মায়ের ও মামার দেওয়া খ্রীষ্ট-বিশ্বাসেই ফিরে এসেছেন এবং সেই বিশ্বাসের প্রবল শক্তিতেই তিনি সোভিয়েট মনিবদের পর্যন্ত সাহসের সঙ্গে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তাদের শাসানি অগ্রাহ্য করে তিনি পশ্চিমের সঙ্গে নতুন আলাপ ও কথাবার্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

কেবল এইটুকুই নয়—তাঁর এই বলিষ্ঠ আচরণ দেখে ইউরোপের আরও কয়েকটি তাঁবেদার রাষ্ট্রও বিশেষরূপে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমার পালা এল। কারাগারের শেষ দলের মধ্যেই আমার নাম ছিল। আমার চুল কেটে দেওয়া হল। পুরাতন হলেও এক সেট জামাও আমি পেলাম। জামাটা কার—এই কথা ভাবতে ভাবতে সেটা পরছি এমন সময় একজন বলে উঠল, ব্রাদার ওয়ার্মব্রাণ্ড বুঝি?—আমি অবাক হয়ে তাকাতেই সে আমার কাছে এসে বলল, আমি Sibiu কারাগার থেকে আসছি। আপনার ছেলের কাছে অনেক কথা শুনেছি আপনার সম্বন্ধে!

—আমার ছেলে? Sibiu জেলে? আপনার ভুল হয়েছে—

—সে কি? আপনি জানতেন না একথা? আজ ছয় বৎসর সে জেলে আছে?

আমি অন্য দিকে চলে গেলাম। সেও প্রস্থান করল। আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন সজোরে ঘুরতে আরম্ভ করল! মিহাই জেলে? তার স্বাস্থ্য একটুও ভাল নয়। সে ছয় বৎসরের কারাবাস সহ্য করবে কি করে?

মনটা তখনও অবশ ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এমন সময়ে অধ্যক্ষ Alexandrescu কাছে এসে সহাস্যে বললেন এই তো ওয়ার্মব্রাণ্ড, এবার এখান থেকে আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

—আমি সঠিক জানি না। সেদিন খবর দেওয়া হয়েছে—আমার স্ত্রী কারাগারে। এখনই শুনতে পেলাম—আমার একমাত্র ছেলে সেও জেলে। আমার আর কেউ নেই—

—কি? আপনার ছেলেও? সেও জেলবন্দী? চমৎকার তো!

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না মেজর। সে যদি জেলে

থাকেও তা নিশ্চয়ই কোন দুষ্কার্যের জন্য নয়। খ্রীষ্টের জন্যে ধর্মবিশ্বাসের জন্য সে জেলে গিয়ে থাকলে আমি গর্বিত!

—কি বললেন? গর্বিত? আপনার পিছনে এত সময় এ অর্থ ব্যয় করার পরেও আপনার মুখে এই ধরনের কথা?

—এত খরচ আমার জন্যে করতে আমি তো কোনদিনই বলিনি?

॥ ২ ॥

বাইরে এলাম। Gherla শহরের রাস্তাঘাট যেন নতুন দেশ, নতুন পৃথিবী বলে মনে হতে লাগল। অন্যের জামা-কাপড় পরে শহরের পথে আমি ঘুরতে লাগলাম। মেয়েদের গায়ের রঙ্গীন ফ্রক, এক গোছা বাহারী ফুল, ঘরের জানালা দিয়ে ভেসে আসা রেডিয়োর বাজনা, সবই যেন আমাকে এক নতুন স্বপ্ন নতুন আচ্ছন্নতার মধ্যে নিয়ে গেল। কিন্তু মনের মধ্যে বিপদের ভার চেপেই রইল—আমার স্ত্রী ও পুত্রের চিন্তায়।

বাসে করে আমি নিকটবর্তী শহর Cluj-এ এলাম। এখানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। কিন্তু সন্ধান নিয়ে দেখলাম তাঁরা অন্য বাড়ীতে গেছেন। পাড়ায় পাড়ায় ও পথে পথে হেঁটে অবশেষে একটি বন্ধুর বাড়ীতে এসে উঠলাম। তারা আমাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত হল। নানা প্রকার খাদ্য ও পানীয় সামনে এনে আমার শ্রান্তি ও ক্ষুৎপিপাসা দূর করল। সমস্ত কিছু সাঙ্গ করে তাদের ঘর থেকেই আমি বুখারেষ্টে আমাদের একজন নিকট প্রতিবেশীর ঘরে টেলিফোন করলাম।

ওপাশ থেকে টেলিফোনে সাড়া ভেসে এল—হ্যালো!

সাবিনার কণ্ঠস্বর! চমক দমন করে শান্তস্বরে আমি বললাম—আমি, রিচার্ড বলছি। আমি শুনেছিলাম—তুমি আবার কারাগারে গেছ!

ওদিক থেকে একটা গোলমালের শব্দ। হঠাৎ মিহাই-এর স্বর ভেসে এল।—মা অজ্ঞান হয়ে গেছে আপনার গলার স্বর শুনে! দাঁড়ান একটু……হ্যাঁ উনি উঠে বসেছেন! আমরা শুনেছিলাম আপনি মারা গেছেন—

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি ঈশ্বরকে প্রাণভরা ধন্যবাদ দিলাম।

মিহাই বন্দী হয়নি, সাবিনাও কারাগারে যায়নি! ধন্য ঈশ্বর।

সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন ধরে আমি বুখারেষ্ট রওনা হলাম।

ষ্টেশনের মধ্যে গাড়ী ঢোকবার আগেই আমি দেখলাম—পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়েদের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি জনতা যেন কার জন্য হাতে হাতে ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এই সম্মানীয় আবাহনের পাত্র ভাবতে ভাবতেই গাড়ীখানা ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের ধারে এসে স্তব্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গেই অনেক মুখ আমি চিনতে পারলাম এবং হাত নাড়াতে লাগলাম। প্ল্যাটফর্মে নামতে নামতে মনে হল যেন আমার মণ্ডলীর সকল সভ্যই সেদিন ষ্টেশনে আমাকে দেখতে এসেছে! কিন্তু তাদের সেই ভীড়ের মধ্যেও আমার প্রসারিত দুটি হাতের আবেষ্টনীর মধ্যে সর্বপ্রথমে হাস্যমুখী সাবিনা ও মিহাই আশ্রয় লাভ করল।…

রাত্রে সাবিনা বলল, বছর কয়েক আগে ওকে খবর দেওয়া হয় যে আমার মৃত্যু হয়েছে। সে বিশ্বাস করতে চায়নি। কিন্তু অচেনা লোকেরা পর্য্যন্ত এসে বলেছে যে, কারাগারে আমার সমাধি-কৃত্যে তারা নাকি যোগদান করেছে। আমি বললাম, তা হোক, আমি তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকবো!

কিন্তু বছরের পর কয়েকটা বছরই চলে গেল তবু তোমার কোন খবর নাই। আজ তোমার টেলিফোনের কথা শুনে যেন মনে হল পুনরুত্থিত হয়ে তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ!

॥ ৩ ॥

মাস কয়েক পরে। এক রবিবারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছিলাম। গোয়েন্দা পুলিস কিছুক্ষণ আমাদের অনুসরণ করেছিল, কিন্তু আমাদের চিড়িয়াখানায় (Zoo) প্রবেশ করতে দেখে তারা সরে পড়ল।

ছেলেমেয়েদের সিংহের খাঁচার কাছে নিয়ে এসে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, যেন কথা বলতে পারি। ওদের আনন্দ কলরব থামতেই আমি বললাম, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের অনেককেই এই সিংহের খাঁচায় ফেলে দেওয়া হত। তাঁরা হাসিমুখেই সিংহের হাতে প্রাণ দিতেন তাঁদের বিশ্বাসের জন্য। সেই সময় হয়তো এদেশেও এসে পড়বে যখন খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার জন্যই তোমাদের জেল খাটতে হবে—বা অন্যান্য সাজা ভোগ করতে হবে। এই বাল্যকালেই তোমাদের মনস্থির করতে হবে—তোমরা তার জন্য প্রস্তুত কিনা?

সাশ্রুনয়নে ওরা একে একে সকলেই বলল, হ্যাঁ, প্রস্তুত! দেশ-ত্যাগের পূর্বে এরাই আমার মণ্ডলীর শেষ দীক্ষা গ্রহণের ছাত্র ও ছাত্রী। আর কোন প্রশ্নই আমি এদের করিনি।

পুস্তকের ভূমিকায় আমি বর্ণনা করেছি কেন আমি আমার দেশ-ত্যাগের সংকল্প করেছি এবং কেমন করে আমি পশ্চিমে চলে এসেছি। এখন কেবল আর একটু আমি যোগ করতে পারি। ওয়াশিংটনের (D. C.) একটি পৌরভবনের দেয়ালের ওপরে বৃহদাকৃতি বিবৃতি অঙ্কিত আছে। সেটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-সংবিধান। যখন দেখা যায় প্রথমে কেবল তাম্রপাত্রে সেই সংবিধানের ছত্রগুলিই চোখে পড়ে, কিন্তু একটু পিছু হটে দাঁড়ালে—আলোর প্রতিফলন বদল হলেই ধীরে ধীরে সমগ্র তাম্রপাতটিতে জর্জ ওয়াশিংটনের মুখাকৃতি জেগে ওঠে।

একজন মানুষের জীবনকালের ঘটনা এবং তার সহচর ও বন্ধুদের কারাকাহিনীর কথা এই পুস্তকে লিখিত হয়েছে—কিন্তু এদের সকলের পিছনে আর একজন অদৃশ্যভাবে অবস্থান করছেন—তিনি খ্রীষ্ট!

তিনিই আমাদের বিশ্বাসে ও শক্তিতে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন।

**J.T.T.C.W., INC.**
**VOICE OF THE MARTYRS**
**Rev. Richard Wurmbrand**
**General Director**
**P.O. Box 11**
**Glendale, Ca. 91209**